এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ হালকা হল স্কুলের ঝোলা, পড়ুয়ার পিঠ বাঁচাতে কড়া ফরমান রাজ্যের
'ডিজে ছেড়ে বেহালায় ফিরুন', অভিষেককে বিঁধলেন শমীক ৩

কলকাতা ২৩ মে ২০২৬ ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ৩৪০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.05.2026, Vol.19, Issue No. 340, 8 Pages, Price 3.00

মোদীর সঙ্গে বৈঠকে শুভেন্দু

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম দিল্লি সফরে সাক্ষাৎ রাষ্ট্রপতি এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গেও

নয়াদিল্লি, ২২ মে: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর হওয়ার পর এটাই তাঁর প্রথম দিল্লি সফর। শুক্রবার দিনভর দিল্লিতে একাধিক কর্মসূচি ছিল তাঁর। বিকেলের পর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন শুভেন্দু। প্রধানমন্ত্রীর হাতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি ছবি তুলে দেন তিনি। তাতে 'বন্দে মাতরম' লেখা রয়েছে। এ ছাড়াও মোদীর হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

গত ৯ মে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছিলেন শুভেন্দু। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে তাঁর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীও। তার পরে বিদেশ সফরে গিয়েছিলেন মোদী। তিনি দেশে ফেরার পরেই তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন শুভেন্দু। সূত্রের খবর, বিজেপির রীতি অনুযায়ী, দলের কেউ মুখ্যমন্ত্রী হলে তিনি দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। নিজের রাজ্যের দাবিদাওয়া তাঁর কাছে তুলে ধরেন। মনে করা হচ্ছে, সেই রীতি মেনেই দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন শুভেন্দু। রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে শুভেন্দুর সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ করেছে। নির্বাচনী প্রচারে এসে মোদীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের পথে রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার। মনে করা হচ্ছে, নতুন সরকার কী কী কাজ করেছে এখনও পর্যন্ত তাঁর হিসাবও প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেছেন শুভেন্দু।

পরে নিজের সোশ্যাল পেজে এই সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'আজ নয়াদিল্লিতে ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী সম্মানীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদী মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেয়ে আমি অভিভূত ও গর্বিত। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

■ **দিল্লির শক্তিকেন্দ্রকে সামনে রেখেই বাংলার নতুন রাজনৈতিক রূপরেখা আঁকতে শুরু করলেন শুভেন্দু অধিকারী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে প্রকাশ্যে ধন্যবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, রাজ্যের প্রশাসনিক ভিত এখন কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার উপরেই দাঁড়াতে চলেছে। সামাজিক মাধ্যমে করা পোস্টে শুভেন্দু স্পষ্ট করেছেন, নরেন্দ্র মোদীর দিকনির্দেশ ও অমিত শাহের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে নিরাপত্তা, স্বচ্ছ প্রশাসন এবং সর্বস্তরের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেবে তাঁর সরকার। রাজনৈতিক মহলের মতে, এটি নিছক সৌজন্য নয়, বরং দিল্লির সঙ্গে দূরত্ব নয়, নির্ভরতার সম্পর্ক গড়ার ইঙ্গিত।**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে এটাই আমার প্রথম সরকারি বৈঠক। পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির জন্য ওনাকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। অত্যন্ত ফলপ্রসূ আজকের আলোচনায় তিনি পুনরায় সবকা সাথ, সবকা বিকাশ-এর দর্শনকে সামনে রেখে আমাকে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন ও অগ্রগতি কেন্দ্র সরকারের কাছে অন্যতম অগ্রাধিকারের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পোন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং পশ্চিমবঙ্গকে অগ্রগতির পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন, আমি ওনার প্রতি কৃতজ্ঞ। কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগীতা এবং বাংলার মানুষের আস্থা ও সমর্থনকে সঙ্গে নিয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গে স্বচ্ছ প্রশাসন, সুশাসন, সামগ্রিক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আগামীদিনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।'

এদিন দিল্লিতে পা রেখেই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করেন শুভেন্দু। পরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। দিন দুয়েক আগেই সীমান্ত সুরক্ষাবাহিনী (বিএসএফ)-কে জমি হস্তান্তর করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার জন্য দীর্ঘ ২৭ কিলোমিটার জমি বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সীমান্ত বা বিএসএফ সংক্রান্ত বিষয় অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে। তবে এর সঙ্গে জড়িত দেশের প্রতিরক্ষাও। মনে করা হচ্ছে, বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তরের বিষয়টি নিয়ে রাজনাথের সঙ্গে আলোচনা করে থাকতে পারেন শুভেন্দু। শুধু তা-ই নয়, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথমবার দিল্লি সফরে শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেন তিনি।

আগামী মাসেই রাজ্যসভার ২৬ আসনে নির্বাচন

নয়াদিল্লি, ২২ মে: রাজ্যসভায় আট রাজ্যের ২৬ আসনের জন্য ভোট ঘোষণা নির্বাচন কমিশনের। এই ২৬ আসনের মধ্যে ২৪ আসনের বর্তমান সাংসদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। বাকি দুই আসনে ভোট হচ্ছে সাংসদরা মেয়াদের আগেই ইস্তফা দেওয়ায়। আগামী ১৮ জুন একসঙ্গে ওই ২৬ আসনে নির্বাচন হবে।

২৪৫ আসনের মধ্যে এই মুহূর্তে বিজেপির হাতে রয়েছে ১১৩ জন সাংসদ। এনডিএ'র সম্মিলিত আসনসংখ্যা ১৪৪। যা ম্যাজিক ফিগারের চেয়ে অনেকটা বেশি। তবে, এবারের ভোটের পর এই সংখ্যাটা আরও বাড়বে বলে আশা গেরুয়া শিবিরের। এই ২৬ আসনের ফলপ্রকাশের পর এনডিএ সার্বিকভাবে ১৫০ আসনে চলে যেতে পারে। আবার বিজেপি একাই ১১৫-র কাছাকাছি চলে যেতে পারে। এদিকে কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের অবস্থা সংকটজনক। এই মুহূর্তে বিরোধী শিবিরের সাংসদ সংখ্যা ৭৯। এর মধ্যে ২৭টি কংগ্রেসের। তৃণমূলের ১২ এবং ডিএমকের ৮ আসন রয়েছে।

যে আট রাজ্যে নির্বাচন হচ্ছে সেগুলি হল অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাত, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়, রাজস্থান, অরুণাচল প্রদেশ, কর্নাটক এবং মিজোরাম। এর বাইরে মহারাষ্ট্রের এক আসন ও তামিলনাড়ুর এক আসনে রাজ্যসভার উপনির্বাচন হতে চলেছে। এই আট রাজ্যের মধ্যে অন্ধ্রে ৪, গুজরাতে ৪, ঝাড়খণ্ডে ২, মধ্যপ্রদেশে ৪, মণিপুরে ১, মেঘালয়ে ১, রাজস্থানে ৪, অরুণাচলে ১, কর্নাটকে ৪, মিজোরামে ১ আসনে ভোট হবে।

এই আসনগুলির মধ্যে আপাতত বিজেপির দখলে রয়েছে ১২ আসন। কংগ্রেসের হাতে রয়েছে ৪ আসন। এ দফায় যে সব সাংসদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে তাঁদের মধ্যে একাধিক হেভিওয়েট নাম রয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়া, হেভিওয়েট কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিংদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এই মুহূর্তে বিভিন্ন বিধানসভার যা পরিস্থিতি তাতে নিজেদের ১২ আসন ধরে রেখেও দু-একটি আসন বাড়াতে পারে বিজেপি। আবার কংগ্রেসও এক-দুটি আসন বাড়িয়ে নিতে পারে।

কলকাতা পুরসভায় চূড়ান্ত নাটক!

অধিবেশন কক্ষে তালা, ক্লাব রুমে বৈঠক চেয়ারপার্সনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরসভার কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে বিজ্ঞপ্তি জারি করে আগেই জানিয়েছেন কলকাতা পুরসভায় মাসিক অধিবেশন বাতিল। অন্যদিকে, কলকাতা পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায় কাউন্সিলর গ্রুপে বার্তা দিয়েছিলেন শাসকদলের প্রত্যেক কাউন্সিলরকে আসতে হবে দুপুর দেড়টা নাগাদ। অর্থাৎ, অধিবেশন না থাকলেও কাউন্সিলরদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। শেষ পর্যন্ত মালার ডাকে ভিজিটার্স রুমে হয় তৃণমূল কাউন্সিলরদের অধিবেশন। কারণ, পুরসভার অধিবেশন কক্ষ ছিল ভিতর থেকে বন্ধ। কাউন্সিলররা দাঁড়িয়ে থাকলেও সেই দরজা খোলা হয়নি! মালা রায় নিজে একাধিকবার অধিবেশন কক্ষের দরজা খুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে পুরসভার ক্লাব রুমে কাউন্সিলররা বৈঠক করেন।

সেখানেই মালা রায়, ফিরহাদ হাকিম, অন্যান্য কাউন্সিলররা তাঁদের বক্তব্য রাখেন। পুরসভায় তৃণমূলের ১৩৭ জন কাউন্সিলর রয়েছেন। এদিন তাঁদের মধ্যে ৯০ জন কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগ, এদিন ক্লাব রুমের বৈঠকে কোনও মাইকেরও ব্যবস্থা করা হয়নি। খালি গলাতেই তাঁরা বক্তব্য রাখেন। এদিন মালা রায় বলেন, 'তালা খুলে দেওয়ার কথা বলেছিলাম। কিন্তু তালা খোলা হয়নি। তাই ক্লাব রুমে অধিবেশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' সব মিলিয়ে গেরুয়া ঝড়ে লালবাড়িতেও যেন এক চূড়ান্ত নাটকীয় পরিস্থিতি।

শুধু তাই নয়, এদিনের এই নজিরবিহীন ঘটনায় কলকাতা পুরসভার সচিবের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তোপের পর তোপ দাগতে দেখা গেল ফিরহাদ থেকে মালা রায়কে। ফিরহাদের সাফ কথা, 'অধিবেশন বাতিলের পর কলকাতায় কোনও বিপর্যয় হলে দায় কে নেবে? অধিবেশন ইচ্ছামতো বাতিল করা যায় না। সচিব নয়, অধিবেশন যদি

কেউ বাতিল করতে পারেন চেয়ারপার্সন। যেভাবে অধিবেশন বাতিল করা হয়েছিল, সেটা গণতন্ত্রের অপমান। অধিবেশন না হলে পুর-পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে কীভাবে?' পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, 'পুরসভার কালো দিন। রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করছি সংঘাত নয়, সাধারণ বাসিন্দাদের জন্য একসঙ্গে কাজ করার। গণতন্ত্রের উপরে কেউ নয়, তাই গণতন্ত্রে রক্ষা করুন। আমরা সকলে একসঙ্গে লড়ব।' তৃণমূল কাউন্সিলররা এদিন উপস্থিত থাকার জন্য তাঁদের ধন্যবাদও জানান ফিরহাদ।

মেয়র ফিরহাদ হাকিমের পাশাপাশি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় মালা রায়কেও। বলেন, 'অধিবেশন ডাকার ক্ষমতা আইন চেয়ারপার্সনকেই দিয়েছে। সেই মতো এদিন অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। সেটা চিঠি দিয়ে জনপ্রতিনিধিদের জানান পুর সেক্রেটারি। এটাই চিরাচরিতভাবে দেখে আসছি। অনেক সময় অনেক বোর্ড দখল হলেও এই নিয়ম কখনও বদলায়। কিন্তু, বৃহস্পতিবার কোনওরকম কারণ না দেখিয়ে রাতে বাতিল করে দেওয়া হয় অধিবেশন। আমি সেক্রেটারিকে চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছি কোনও আইন বলে, কার নির্দেশে তিনি অধিবেশন বন্ধ রেখেছেন? কেন চেয়ারপার্সনকে জানালেন না?'

এদিকে পুরসভা সূত্রের খবর, ৫০ জনের কাছাকাছি কাউন্সিলর অনুপস্থিত ছিলেন। তৃণমূলের তরফে বার্তা পাঠানোর পরেও তাঁরা কেন এলেন না তা নিয়ে যদিও বাড়ছে চাপানউতোর। এদিকে কলকাতা পুরসভার এদিনের এই সভাকেই 'বেআইনি' বললেন সজল ঘোষ। শুক্রবার বিকেলে বিজেপি কাউন্সিলরদের নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি অভিযোগ করেন, এদিনের অধিবেশনে কোনও বিরোধীকে ডাকা হয়নি। এভাবে অধিবেশন ডাকা যায় না। বিরোধীদের না ডাকার উত্তর মেয়রকে দিতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন সজল।

তিনি আরও জানান, বিধানসভায় দাঁড়িয়ে যাঁরা বিরোধীদের কণ্ঠরোধের কথা বলেন তাঁরা পুরসভায় সেই কথা মানছেন না। অধিবেশনে জাতীয় সঙ্গীত, এমনকী রাজ্য সঙ্গীত না হওয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সজল। তাঁর কথায়, 'এই বেআইনি কাজের নেতৃত্ব দিয়েছেন মেয়র ও চেয়ারপার্সন। উত্তর না দিলে হাউস চলতে দেব না। এর আগে যতগুলো হাউজ ক্যানসেল হয়েছে, সেগুলি কে ক্যানসেল করতে বলেছিলেন? টক টু মেয়রের দিন হাউজ ডাকা হত। বিধানসভায় যাওয়ার জন্য হাউজ ক্যানসেল হত।'

সোনা পাপ্পু মামলায় ৯ জায়গায় ইডির অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোনা পাপ্পু মামলার তদন্তে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে রাজ্যের মোট ৯টি জায়গায় একযোগে এই তল্লাশি শুরু হয়। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, আর্থিক লেনদেন এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত একাধিক নথি খতিয়ে দেখতেই এই অভিযান চালানো হয়। কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক ব্যবসায়ী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বাড়ি ও দপ্তরে তল্লাশি চালানো হয়।

সোনা পাপ্পুর জমি জালিয়াতি মামলায় ইডির এই তল্লাশি অভিযান বলে জানা গিয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, সোনা পাপ্পুকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর লেনদেন সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য পায় তারা। ইডি সূত্রে খবর, একাধিক সংস্থার মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করা হয়েছে। সেই সমস্ত টাকা একাধিক প্রভাবশালীদের কাছেও পৌঁছে গিয়েছিল বলেও জানা গিয়েছে। শুধু তাই নয়, ইডি সূত্রে দাবি, সেই সমস্ত প্রভাবশালীদের মাধ্যমে একাধিক সংস্থায় টাকা খাটানো হয়েছিল। এই তথ্যগুলি হাতে আসার পরই ইডির অভিযান শুরু হয়েছে।

ইডি সূত্রে খবর, পার্ক স্ট্রিট, বালিগঞ্জ, ভবানীপুরে পৌঁছে গিয়েছে ইডির টিম। ভবানীপুরে আশুবিশ্বাস রোডে প্রোমোটার অতুল কাঠারিয়ার বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি। বাড়ি ঘিরে ফেলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। ইডি সূত্রে এও খবর, আতুল কাঠারিয়ার সঙ্গে লিঙ্ক ছিল সোনা পাপ্পুর। এর পাশাপাশি বালিগঞ্জ প্লেসের এক বিলাবহুল বাড়িতে পৌঁছয় ইডির আরও একটা টিম। সেখানেও তল্লাশি অভিযান চলে। অন্যদিকে, ৪, রয়েড স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০১৬ ঠিকানায় একটি ক্যাফেতেও হানা দেয় ইডি।

জমা পড়ল পহেলগাঁও হামলার এনআইএ চার্জশিট

নয়াদিল্লি, ২২ মে: পহেলগাঁও হামলা নিয়ে ১৫৯৭ পাতার চার্জশিট জমা দিল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি। ওই চার্জশিটে উঠে এল চাঞ্চল্যকর নানা তথ্য।

পহেলগাঁও হামলার স্মৃতি এখনও দগদগে। পহেলগাঁওতে হামলা চালিয়েছিল তিন জঙ্গি। তারা ২৬ জন নাগরিক, যাদের মধ্যে ২৫ জন পর্যটক এবং একজন ঘোড়াচালককে হত্যা করে। এনআইএ-র জমা দেওয়া চার্জশিটে জানা গিয়েছে, তিন জঙ্গি এই নৃশংস হত্যালীলা চালানোর আগে গাছের নীচে বসে মধ্যাহ্নভোজ সেরেছিল। চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে যে লস্কর-ই-তইবা ও দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট নামক দুই পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিগোষ্ঠী এই হামলা চালিয়েছিল। ফইজল জাট ওরফে সুলেমান শাহ, হাবিব তাহির ওরফে জিবরান ও হামজা আফগানি নামক তিন পাক জঙ্গি কাশ্মীরের স্থানীয় বাসিন্দা পারভেজ আহমেদের কুড়েঘরে পৌঁছয়। তারা জল চায়। তারপর জানায় যে অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে। রাতে যেন তাদের আশ্রয় দেওয়া হয়। পারভেজ নামক এক সহিস এনাইএ-র তদন্তকারীদের বয়ানে বলেন, 'আমার মামা এসে বলেন যে আমরা সবাই যেন চুপ করে থাকি। এরপর সে বাইরে যায় এবং কয়েক সেকেন্ড পর ফেরত আসে। তার সঙ্গে তিন বন্দুকধারী ব্যক্তি ছিল। ওরা বসে, আমায় জল দিতে হবে। জানায় যে অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছে তারা।'এই দিনেই বৈসরণে হামলা চালায় পাক জঙ্গিরা। এনআইএ চার্জশিটে জানা গিয়েছে, বৈসরণ উপত্যকার ওই পার্কে ঢোকার আগে জঙ্গিরা গাছের নীচে বসে লাঞ্চ সেরেছিল। নিজেদের গায়ে কম্বল জড়িয়ে নিয়েছিল সঙ্গে থাকা বন্দুক ঢাকতে এবং বাকি পর্যটকদের সঙ্গে মিশে যেতে। দুই জঙ্গি পাহাড়ি নদীর কাছে যায় পর্যটকদের গতিবিধির উপরে নজর রাখতে এবং হামলার ছক কষতে।

কাউন্সিলরদের গণ ইস্তফার হিরিক

শিল্পাঞ্চলে কমিটি গঠন করে প্রশাসক নিয়োগের সুপারিশের নিদান অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গত ৪ঠা মে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই বেপাত্তা ছিলেন ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রের প্রতিটি পুরসভার পুরপ্রধান, উপ-পুরপ্রধান এবং কাউন্সিলরেরা। পরবর্তীতে প্রতিটি পুরসভার পুরপ্রধান-সহ অধিকাংশ কাউন্সিলর-রা ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করেছেন। যার জেরে ভাটপাড়া, গারুলিয়া, কাঁচরাপাড়া, হালিশহর-সহ সমস্ত পুরসভায় সংকট তৈরি হয়েছে। শুক্রবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, জগদ্দলের বিধায়ক রাজেশ কুমার এবং বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাসকে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে প্রাক্তন সাংসদ তথা নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং।

বিধায়ক দাবি করেন, নাগরিক পরিষেবা সচল রাখতে তাঁরা সরকারের কাছে প্রতিটি পুরসভায় প্রশাসক নিয়োগের সুপারিশ করবেন। অর্জুন বলেন, সরকারের কাছে তাঁরা সুপারিশ করবেন যাতে পাঁচজনের কমিটি গঠন করে পুরসভাগুলোতে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। তিনি জানান, ৩৫টি ওয়ার্ড বিশিষ্ট ভাটপাড়া পুরসভায় দু'জন কাউন্সিলরের মৃত্যু হয়েছে। ওই পুরসভায় ৩৩ জনের মধ্যে ইতিমধ্যে ৩০ জন কাউন্সিলর পদত্যাগ করেছেন। গারুলিয়া পুরসভায় ৯৯ শতাংশ কাউন্সিলর পদত্যাগ করেছেন। কাঁচরাপাড়া এবং হালিশহর পুরসভায় যথাক্রমে ১৪ জন এবং ১৬ জন কাউন্সিলর পদত্যাগ করেছেন। বাকিরাও

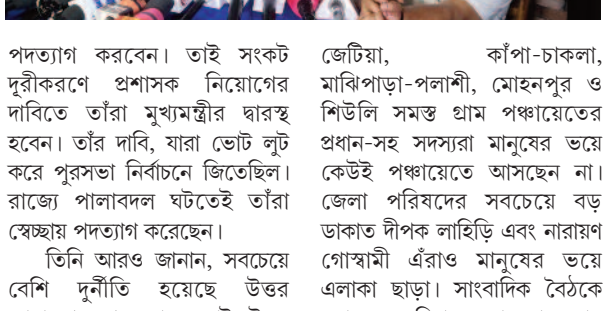

পদত্যাগ করবেন। তাই সংকট দূরীকরণে প্রশাসক নিয়োগের দাবিতে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন। তাঁর দাবি, যারা ভোট লুট করে পুরসভা নির্বাচনে জিতেছিল। রাজ্যে পালাবদল ঘটতেই তাঁরা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন।

তিনি আরও জানান, সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়েছে উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভায়। তাই উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভায় অনেকের নামে থানায় অভিযোগ জমা পড়েছে। ব্যারাকপুর পুরসভায় একই পরিস্থিতি। এমনকি নৈহাটি পুরসভায় সাংসদ পার্থ ভৌমিকের ভাই শেখর ভৌমিক এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের সিআইসি পার্থ প্রতিম দাশগুপ্ত পদত্যাগ করেছেন। তাঁর দাবি, এবার পার্থ ভৌমিক পদত্যাগ করবেন। কারণ, উনি তো মানুষের রায়ে জেতেন নি। তাঁর সাফ বক্তব্য, যারা দুর্নীতি করেছে। তাঁরা সবাই জেলে যাবে। সরকারি সম্পত্তি যারা লুট করেছে। তাদের কাছ থেকে সুদ-সহ টাকা আদায় করা হবে।

ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রের পঞ্চায়েতগুলোর বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে নোয়াপাড়ার বিধায়ক বলেন, পানপুর-কেউটিয়া থেকে শুরু করে মামুদপুর, কাউগাছি-১ ও ২, জেটিয়া, কাঁপা-চাকলা, মাঝিপাড়া-পলাশী, মোহনপুর ও শিউলি সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান-সহ সদস্যরা মানুষের ভয়ে কেউই পঞ্চায়েতে আসছেন না। জেলা পরিষদের সবচেয়ে বড় ডাকাত দীপক লাহিড়ি এবং নারায়ণ গোস্বামী এঁরাও মানুষের ভয়ে এলাকা ছাড়া। সাংবাদিক বৈঠকে জগদ্দলের বিধায়ক রাজেশ কুমার বলেন, ৪ঠা মে-র পর থেকে ভাটপাড়া পুরসভায় পরিষেবা স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। পরিষেবা আপাতত সচল রাখতে এক্সিকিউটিভ অফিসার ও ফিন্যান্স অফিসারকে দেখতে বলা হয়েছে। তাছাড়া এই পুরসভার চেয়ারপার্সন, উপ-পুরপ্রধান এবং কাউন্সিলারেরা পদত্যাগ করেছেন। এমত অবস্থায় নাগরিক পরিষেবা সচল রাখতে সরকারের কাছে তাঁরা পুরসভায় প্রশাসক বসানোর দাবি করবেন। অপরদিকে, বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, পরিষেবা সচল রাখতে ইতিমধ্যেই তিনি কাঁচরাপাড়া এবং হালিশহর পুরসভার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এবার তাঁরা সরকারের কাছে সুপারিশ করবেন পুরসভায় যাতে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিন 'মন্ত্র' মোদীর

নয়াদিল্লি, ২২ মে: ইরান যুদ্ধের আবহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার তাঁর মন্ত্রিসভাকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন। প্রথমত, প্রশাসনিক কাজের গতি বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত, পশ্চিম এশিয়ায় অশান্তির কারণে সম্ভাব্য জ্বালানি সরবরাহে বিঘ্নের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তৃতীয়ত, 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যে অবিচল থাকতে হবে

সরকারের একটি সূত্র জানাচ্ছে, আমেরিকা-ইরান এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে তৈরি হওয়া জ্বালানি সঙ্কটের মোকাবিলায় বিকল্প শক্তির উৎস খোঁজা এবং আগামী ১০ জুন মোদী-৩ সরকারের বর্ষপূর্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। বায়োগ্যাস এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য বিকল্প শক্তির উৎসের সন্ধানের উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী। এর পাশাপাশি, মন্ত্রীদের মোদী নির্দেশ দিয়েছেন, কোনও অবস্থাতেই যেন সরকারি ফাইল 'অপ্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া'য় আটকে না থাকে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী

বৈঠকে অর্থনীতিতে গতি আনার প্রয়োজন মনে করিয়ে দিয়ে বলেছেন, তাঁর সরকার দেশের স্বাধীনতার শতবর্ষ ২০৪৭-এ 'বিকশিত ভারত' বা উন্নত রাষ্ট্রের তালিকায় ভারতকে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যের কথা বলেছে।

ছ'দিনে পাঁচ দেশ সফরের পরে ভারতে ফিরে বৃহস্পতিবার প্রথম বার মন্ত্রিসভার মুখোমুখি হয়েছিলেন মোদী। ঘটনাচক্রে, ২০২৬ সালে এই প্রথম পূর্ণমন্ত্রীর পাশাপাশি স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে চলে মন্ত্রিসভার বৈঠক। সেখানেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন মোদী। সেই সঙ্গে দিয়েছেন, অদূর ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পরিস্থিতি এবং করণীয় সংক্রান্ত দিশানির্দেশ।

ব্যারাকপুরে রাজনীতিতে পার্থ ভৌমিক একটা মারণ ব্যাধি: সুদীপ্ত দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুরে রাজনীতিতে পার্থ ভৌমিক একটা মারণ ব্যাধি। শুক্রবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে অংশ নিয়ে এভাবেই তৃণমূল সাংসদকে তীব্র নিশানা করলেন বীজপুরের তরুণ বিধায়ক সুদীপ্ত দাস। তাঁর কটাক্ষ, হ্যালো স্যার নিজেকে বড় রাজনীতিবিদ মনে করতেন। আসলে ব্যারাকপুর রাজনীতিতে উনি একটা মারণ ব্যাধি। এই ব্যাধিকে এবার ব্যারাকপুরের মানুষ পরাজিত করেছেন। তাঁর হুঁশিয়ারি, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে যা দুর্নীতি হয়েছে, তার হিসেব নেওয়া হবে। কারণ, এখানকার পুরপ্রধান এবং বিধায়কদের মাধ্যমে লুঠের টাকা পার্থ ভৌমিকের কাছে টাকা যেত। সুদীপ্তের আরও হুঙ্কার, পুরসভার টাকা যারা লুঠ করেছে, তাদের টাকা ফেরত দিতে হবে। পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর দাবি, ব্যারাকপুরের ক্ষেত্রে আগে তৃণমূলের পান্ডাকে ধরতে হবে। পান্ডাকে সোজা করলে, বাকিরা এমনিতেই সোজা হয়ে যাবে। হালিশহর পুরসভার প্রেক্ষাগৃহ অপব্যবহার নিয়ে বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, লোকসংস্কৃতি ভবন ভাড়া নিতে ছোট ছোট নাটকের দলকে মোটা অংকের ভাড়া গুনতে হত। অথচ পার্থ ভৌমিক নিজের নাটকের দলের অনুশীলনের জন্য সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এসি চালিয়ে বিনা পয়সায় লোকসংস্কৃতি ভবন ব্যবহার করেছেন। এর জবাব হালিশহর পুরসভার পুরপ্রধানকে দিতেই হবে। তাঁর অভিযোগ, অভিনেতা পার্থ ভৌমিক নিজের শখের জন্য বহুদিন যাবত পুরসভা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করেছেন।

গ্রেপ্তার প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুর ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গ্রেপ্তার প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুর ঘনিষ্ঠ আরও এক তৃণমূল কাউন্সিলর। ধৃত কাউন্সিলর হলেন দক্ষিণ দমদম পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পার্থ বর্মা। এই তৃণমূল কাউন্সিলরকে গ্রেপ্তার করল লেকটাউন থানার পুলিশ। লেকটাউন থানা সূত্রে খবর, তাঁর বিরুদ্ধে ২০২১ সালে একটি হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকানে ভাঙচুর ও এলাকার হকারদের থেকে তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে। এই দুই অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। জানা গিয়েছে, ২০২১ সালে স্থানীয় একটি হোমিওপ্যাথি দোকানে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনায় জড়ায় পার্থ বর্মার নাম। দোকানের মালিক পিসি প্রসাদ তাঁর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগও দায়ের করেছিলেন। যদিও সেই সময় ওই কাউন্সিলর প্রভাবশালী হওয়ায় এই অভিযোগ ধামাচাপা পড়ে যায়। কয়েকদিন আগে এলাকায় হকারদের থেকে তোলাবাজির ঘটনাতেও নাম জড়ায় কাউন্সিলরের। ব .াজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এই দুই মামলায় কাউন্সিলর পার্থ বর্মাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

স্টল ঘুরে ইনোমেট্রোয় নজরদারি শুভ্রাংশুর দিল্লির মঞ্চে চমক কলকাতা মেট্রোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ২১ মে ষষ্ঠ ইনোমেট্রোর উদ্বোধনের দিনেই কলকাতা মেট্রোর স্টলে হাজির হন মহাব্যবস্থাপক শুভ্রাংশু মিশ্র। শুভ্রাংশু মিশ্র নিজে দাঁড়িয়ে খতিয়ে দেখলেন সব আয়োজন। তাঁর নজরদারিতেই সাজানো হয়েছিল গোটা প্রদর্শনী। ২১ ও ২২ মে এশিয়ার বৃহত্তম মেট্রো ও রেল সংক্রান্ত এই আসরে বিষয় ছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় ভর করে টেকসই নগর চলাচল। বিকশিত ভারতের স্বপ্নকে সামনে রেখেই কলকাতা মেট্রো তুলে ধরল নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ। স্টলে জায়গা পেল দেশীয় প্রযুক্তির কবচ সুরক্ষা ব্যবস্থা, শক্তি সঞ্চয়ের আধুনিক ব্যাটারি কৌশল, রৈখিক আবেশ মোটরের মতো অগ্রণী প্রযুক্তি। কর্মী-আধিকারিকরা দর্শকদের সামনে মেলে ধরলেন কীভাবে বদলাচ্ছে শহরের জীবনরেখা। শুভ্রাংশু মিশ্রের সরাসরি তদারকিতেই স্পষ্ট, শুধু ইতিহাস আঁকড়ে নয়, প্রযুক্তির হাত ধরেই আগামীর পথে হাঁটতে চায় দেশের প্রথম পাতাল রেল। দিল্লির মঞ্চে সেই বার্তাই দিয়ে গেল কলকাতা।

শিয়ালদহে ক্ষীণ প্রতিবাদ, উচ্ছেদ-রাজনীতিতে ধরা পড়ল তৃণমূলের অস্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদহ: স্টেশন চত্বরে হকার উচ্ছেদ ঘিরে রাজ্যজুড়ে উত্তাপ বাড়লেও শিয়ালদহে বৃহস্পতিবার তৃণমূলের প্রতিবাদসভা যেন নিজেরই ছায়া হয়ে রইল। প্রাচী সিনেমার সামনে শতরঞ্চি পেতে কয়েক জন বিধায়ক বসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু যে গণজমায়েতের ছবি দল দেখাতে চেয়েছিল, তা বাস্তবে ধরা পড়েনি। উত্তর কলকাতার বহু কাউন্সিলরের অনুপস্থিতি সেই অস্বস্তিকে আরও স্পষ্ট করেছে।

দলের অভিযোগ, রেলচত্বরের ভিতরে কর্মসূচির অনুমতি মেলেনি। পুলিশি বাধা ঘিরে বচসা, ধাক্কাধাক্কিও হয়। শেষ পর্যন্ত স্টেশনের বাইরে বসেই প্রতীকী অবস্থানে সীমাবদ্ধ থাকতে হয় নেতৃত্বকে। বক্তৃতার মূল সুর ছিল একটাই; পুনর্বাসন ছাড়া জীবিকা কেড়ে নেওয়া চলবে না।

তিস্তা নিয়ে বদলাবে কি সুর? নতুন সরকারের সামনে কূটনীতি, কৃষি আর বাস্তবের কঠিন অঙ্ক!

রাজীব মুখোপাধ্যায়

তিস্তার জল আজ আর শুধু উত্তরবঙ্গের নদীস্রোত নয়, ভারত, বাংলাদেশ সম্পর্কের সবচেয়ে সংবেদনশীল কূটনৈতিক প্রশ্নগুলির একটি। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের পর সেই পুরনো বিতর্ক আবার নতুন করে সামনে এসেছে। দীর্ঘদিন ধরে তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি আটকে থাকার নেপথ্যে ছিল রাজ্যের আপত্তি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বারবার দাবি করেছিলেন, উত্তরবঙ্গের কৃষি, পানীয় জল ও জীবিকার সঙ্গে তিস্তার অস্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই নদীতে পর্যাপ্ত জল না থাকলে বাংলাদেশকে ভাগ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

এখন রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর অনেকের ধারণা ছিল, দিল্লির সঙ্গে রাজনৈতিক সমন্বয় সহজ হওয়ায় তিস্তা চুক্তির পথ হয়তো প্রশস্ত হবে। কিন্তু বাস্তবের ছবি এত সরল নয়। উত্তর হাওড়ার বিজেপি বিধায়ক উমেশ রাই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আগে এ রাজ্যের মানুষের প্রয়োজন মেটাতে হবে, তারপর অতিরিক্ত জল থাকলে বাংলাদেশকে দেওয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে। অর্থাৎ, সরকার বদলালেও উত্তরবঙ্গের জল-রাজনীতিতে অবস্থানের মৌলিক পরিবর্তন এখনও চোখে পড়ছে না।

পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত মনে করছেন, সমস্যার মূল উৎস আসলে প্রকৃতির ভারসাম্যহানি। তাঁর বক্তব্য, অতিবৃষ্টি, হিমবাহের পরিবর্তন, নদীর গতিপথে হস্তক্ষেপ এবং লাগাতার বাঁধ নির্মাণ তিস্তাকে ক্রমশ অনিশ্চিত করে তুলেছে। নদীকে কেবল রাজনৈতিক সম্পদ হিসেবে দেখলে সংকট আরও বাড়বে। তাঁর মতে, আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতিক স্তরে যৌথ নদী ব্যবস্থাপনার দীর্ঘমেয়াদি কাঠামো ছাড়া স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। একই সুর শোনা গিয়েছে পররাষ্ট্র বিশ্লেষক রাজা গোপাল ধরের বক্তব্যেও। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, ২০১১ সালের খসড়া চুক্তির সময় নদীতে যে পরিমাণ জল ছিল, এখন পরিস্থিতি আর তেমন নেই। সিকিম ও উত্তরবঙ্গের একাধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, নদী বাঁধ এবং জলধারণ ব্যবস্থার ফলে তিস্তায় প্রবাহ অনেকটাই কমেছে। ফলে পুরনো ভাগাভাগির অঙ্ক এখন বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খায় না। এদিকে ফারাক্কা চুক্তির নবীকরণ নিয়েও ধীরে ধীরে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, গঙ্গা ও তিস্তা; দুই ক্ষেত্রেই দিল্লি এখন জলকে কেবল কূটনৈতিক সম্পদ হিসেবে নয়, কৌশলগত নিরাপত্তার বিষয় হিসেবেও দেখছে। সীমান্তে কাঁটাতার ইস্যুতে ভারত, বাংলাদেশ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই চাপা টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে জল প্রশ্ন আরও স্পর্শকাতর হয়ে উঠলে দুই দেশের সম্পর্কের উপর তার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে পারে। কারণ আগামী দিনের দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বড় সংঘাত হয়তো সীমান্ত নিয়ে নয়, জল নিয়েই।

ডিএ ইস্যুতে এখনই ‘তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত’ নয় আইনি ও আর্থিক সমীকরণ মেনেই এগোতে চাইছে সরকার

দেবাশিস দে

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর সরকারি কর্মচারীদের বহু প্রতীক্ষিত বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ ইস্যুতে দ্রুত বড় ঘোষণা আসবে বলে আশা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু আপাতত সেই পথে হাঁটতে নারাজ নতুন সরকার। নবান্ন সূত্রে খবর, সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা কমিটির সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা এবং রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরকার।

প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, বর্তমানে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত কমিটি রাজ্যের মোট বকেয়া ডিএ-র পরিমাণ, তা কীভাবে ধাপে ধাপে মেটানো সম্ভব এবং তার আর্থিক প্রভাব; এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করছে। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে আরও অন্তত তিন সপ্তাহ সময় লাগতে পারে বলেও জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই সপ্তম বেতন কমিশন চালুর নীতিগত সিদ্ধান্তে রাজ্য মন্ত্রিসভা সবুজ সংকেত দিয়েছে। তবে বকেয়া ডিএ পরিশোধ নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও নির্দিষ্ট রূপরেখা বা সময়সীমা ঘোষণা হয়নি। ফলে সরকারি কর্মচারীদের একাংশের মধ্যে তৈরি হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

আসন্ন ১৮ জুন বিধানসভায় নতুন সরকারের প্রথম বাজেট অধিবেশন শুরু হতে চলেছে। তার আগে প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে নতুন সরকারকে একদিকে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের পরিকল্পনা করতে হচ্ছে, অন্যদিকে আর্থিক ভারসাম্যও বজায় রাখতে হচ্ছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, এই আর্থিক চাপের কারণেই সরকার এখনই ‘রাজনৈতিক ঘোষণা’ নয়, বরং আইনি ও আর্থিক বাস্তবতা বিচার করেই এগোতে চাইছে। সোমবারের মন্ত্রিসভার বৈঠকের দিকে তাই তাকিয়ে ছিলেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ডিএ নিয়ে ইতিবাচক বার্তা দেওয়ায় কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যাশা আরও বেড়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভা শুধুমাত্র ৪৫ দিনের মধ্যে সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করার নীতিগত সিদ্ধান্তেই সীমাবদ্ধ থাকে। বর্তমানে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের প্রায় ৪২ শতাংশ ডিএ বকেয়া রয়েছে। কর্মচারী সংগঠনগুলির একাংশের মতে, বকেয়া নিষ্পত্তি না হলে পূর্ণাঙ্গভাবে সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করাও জটিল হয়ে উঠতে পারে। সুপ্রিম কোর্টে চলা ডিএ মামলার অন্যতম পক্ষ কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্মেন্ট এমপ্লয়িজ-এর সভাপতি শ্যামল কুমার মিত্র বলেন, কর্মচারীদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট রোডম্যাপ সামনে আসেনি।

অন্যদিকে সরকারপন্থী কর্মচারী নেতা সংকল্প চক্রবর্তী বলেন, নতুন সরকার সবে দায়িত্ব নিয়েছে। বাজেট অধিবেশন সামনে। ডিএ পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতের সঙ্গে যুক্ত বিষয়। তাই সরকারকে কিছুটা সময় দিতেই হবে। এদিকে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আইনজীবী বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ইন্দু মালহোত্রা কমিটিই বকেয়া ডিএ-র পরিমাণ নির্ধারণ করবে এবং কর্মচারী সংগঠনগুলির মতামতও আদালতে জমা দেবে। তাঁর দাবি, পূর্বতন সরকারের সঙ্গে কমিটির আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি বলেই প্রাথমিক রিপোর্ট জমা পড়েছিল। নতুন সরকার গঠনের পর এখনও আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়নি।

এই আবহে চলতি মাসের ৩০ তারিখ নবান্নে রাজ্য সরকার ও বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠনের বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রশাসনিক সূত্রের ইঙ্গিত, জুনের বাজেট অধিবেশনেই ডিএ নিয়ে বড় কোনও ঘোষণা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

Kotalpur Vidyasagar Teachers Training College
Kotalpur, Hooghly, 712410

Wanted faculties (B.Ed. Section) for method subjects: Hindi-01, Education-01, Mathematics-01, Political Science-01, Sanskrit-01, Physical Science-01.
Qualification: As per NCTE Norms.
Send CV by Email:-
kotalpurcollege16@gmail.com

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **মহাম্মদ মফিজুর রহমান**, পিতা মরহুম মহাঃ ইউসুফ আলি, সাকিম এইচ নং ১২/৩১০৫ সেকেন্ড ফ্লোর হলদিয়া স্ট্রীট সন্নিকট কান্সকিওয়াড রানিতালাও, সুরাট সি.টি, সুরাট, গুজরাট-৩৯৫০০৩, আদি সাকিম কুতুব মহল ভায়রা, বেলুন, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয় বিগত ইং ০৪/০৬/২০২৫ ...

নাম পরিবর্তন

আমি, Shekh Motihar Rahaman, পিতা- Sk Mohammad Ali, Vill.- Mazerpara, Kherianchi, P.S.- Pandua, Dist.-Hooghly, Pin-712149, W.B. বাসিন্দা হইতেছি। আমার পুত্র Shekh Shahid জন্ম শংসাপত্রে যাহার নং- B-2019:19-02951-001261, dt. 04.12.2019-এ পুত্রের নাম Shekh Shahid পরিবর্তে Shekh Shaid নথিবদ্ধ হয়েছে। মহামান্য প্রথম শ্রেনী জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া হুগলী আদালত-এর affidavit no. 12717, dt. 22.05.2026 বলে Shekh Shahid ও Shekh Shaid এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইল।

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 22/04/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 13568 নং এফিডেভিট বলে আমি Jhunu Pal W/o. Biswanath Roy, D/o. Subodh Pal, R/o. 3 No. Gate Samabay Nagar, Chinsurah, Hooghly-712103 & also R/o. Keota 2 No. Colony, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Jhunu Pal বিবাহের পর নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Jhunu Roy নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Jhunu Roy & Jhunu Pal W/o. Biswanath Roy, D/o. Subodh Pal, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 22/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 12654 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Mozaffar Hossen S/o. Shaikh Khairat Ali ও Sekh Mujafar Hosen S/o. Sekh Kharat Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 19/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 12401 নং এফিডেভিট বলে আমি Soumitra Chakraborty S/o. Late Hrishikesh Chakraborty, R/o. 27 Hrishikesh Bhavan, College Road, Nabagram, Uttarpara, Hooghly-712246, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার মাধ্যমিক পরীক্ষার নথিপত্রে (W.B.B.S.E.) আমার পিতার সঠিক নাম Hrishikesh Chakraborty-এর পরিবর্তে Hrikesh Chakraborty লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Hrishikesh Chakraborty ও Hrikesh Chakraborty, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 21/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 12599 নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Khabir Ali S/o. Late Noor Alam Sekh, R/o. Panchpara, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার Passport-এ (K1475941) আমার পিতার সঠিক নাম Noor Alam Sekh-এর পরিবর্তে Nur Alam লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Noor Alam Sekh & Nur Alam, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 19/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 11192 নং এফিডেভিট বলে আমি Joydip Mukherjee ও Jaydip Mukherjee S/o. Shibapada Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 22/05/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 01 নং এফিডেভিট বলে আমি Md Firoj Khan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bhola Khan ও Md Bhola Khan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 22/05/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 40 নং এফিডেভিট বলে আমি Alam Nur Layek ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Abol Layek ও Ab Nayek সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 13/04/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 10910 নং এফিডেভিড বলে আমি Akshya Singh S/o. Late Bikash Singh, R/o. Nutan Majdia, Majdia, Ektarpur, Balagarh, Hooghly-712123, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 77 dtd. 28/05/2002) আমার পিতার সঠিক নাম Bikash Singh-এর পরিবর্তে Bikesh Sing ও আমার মাতার সঠিক নাম Shobha Singh-এর পরিবর্তে Sobha Sing এবং আমার সঠিক নাম Akshya Singh-এর পরিবর্তে Akshya Sing লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Bikash Singh ও Bikesh Sing এবং আমার মাতা Shobha Singh ও Sobha Sing এবং আমি Akshya Singh ও Akshya Sing, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

DECLARATION OF CHANGE OF NAME

I, Payel Mukhopadhyay, formerly known as Payel Kayal, daughter of Late Himansu Kumar Kayal, presently residing at 83/8, Baruipara Lane, P.O. Alambazar, P.S. Dakshineswar, Kolkata – 700035, under District North 24 Parganas, and permanent resident of 4/1, Aftab Masque Lane, P.O. Alipore, P.S. Alipore, Kolkata – 700027, do hereby solemnly affirm and declare that I have changed my name from “Payel Mukhopadhyay” to “ Payel Kayal " after the judicial pronouncement of Order of dissolution of marriage, vide dated 26th March , 2025 and a Affidavit, dated 19th May, 2026, sworn by me before the Learned Judicial Magistrate, First Class at South 24 Parganas, Alipore.Henceforth, I shall at all times hereafter be known and identified as Payel Kayal for all purposes, including in all official records, identity documents, educational records, financial documents, and all other present and future correspondences and transactions.
Any person having any objection in respect of the aforesaid change of name may contact the undersigned within the prescribed period of 15 days since publication, failing which the said change of name shall be treated as final and binding.

Sd/-
Payel Kayal
(Formerly known as Payel Mukhopadhyay)
Mob. : 9831500889
Date: 23.05.2026, Place: Kolkata

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৩শে মে। ৮ ই জ্যৈষ্ঠ, শনি বার। সপ্তমী তিথী। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্রে র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী বুধে র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৩ মে ২০২৬, ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, শনিবার

ফিরছে ১০০ দিনের কাজ

■ কেন্দ্র-রাজ্য টানাপোড়েনে দীর্ঘদিন থমকে থাকা আবাস আর মনরেগা এবার গতি পাচ্ছে। রাজ্যে 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার আসতেই দুই প্রকল্প ফের চালুর তোড়জোড় শুরু হয়েছে। পঞ্চায়েত দপ্তর ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের কাছে আবাস প্রকল্প পুনরায় শুরুর আবেদন পাঠিয়েছে। কেন্দ্রও শর্ত শিথিল করায় সমীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। নতুন নিয়মে মাসিক আয়ের সীমা ১০ হাজার থেকে বেড়ে ১৫ হাজার টাকা হচ্ছে। ফ্রিজ, দু'চাকা, ল্যান্ডলাইন থাকলেও আর বাদ পড়বেন না উপভোক্তা। ফলে গ্রামের আরও ঘর পাবে ছাদ। পুরনো তালিকা বাতিল, এবার নতুন করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রকৃত গরিব খুঁজবে প্রশাসন। পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ জানাচ্ছেন, আবাসের পাশাপাশি মনরেগাও জুনে পুরোদমে শুরু হবে। আইনি লড়াইয়ের পর আদালতের নির্দেশ মেনে ৪৮ দফা শর্ত মেনে নিয়েছে রাজ্য। নবান্নের ইঙ্গিত, জুলাই থেকে এই প্রকল্প ঢুকে যাবে 'ভিবিজি রামজি' নামে নতুন কাঠামোয়। আগের সরকার কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধের পর নিজের কোষাগার থেকে আবাসের টাকা দিয়েছিল। এবার কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ে ফের বইবে টাকা। ভোটের আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া দুই প্রকল্প চালু হওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে শ্বাস ফিরবে, মত প্রশাসনিক মহলের। রাজনৈতিক পালাবদলের প্রথম সুফল পেতে চলেছে গ্রামবাংলা।

ইউপিএসসি পরীক্ষার্থীদের বিশেষ ছাড়

■ রবিবারের ঘুম ভাঙবে অনেক আগেই। ২৪ মে, ইউপিএসসি প্রাথমিক পরীক্ষার দিনে শহরের পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য ভোর সাতটা থেকে মেট্রো ছোটাবে কলকাতা। নীল ও সবুজ পথে বাড়তি রেক নামছে। সাধারণত রবিবার মেট্রো চলে নটা থেকে। কিন্তু এদিন দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম, নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম, মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর, শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর, প্রতিটি প্রান্তেই প্রথম ট্রেন ছাড়বে সকাল সাতটায়। নীল পথে রবিবারের ১৫২টির বদলে চলবে ১৬০টি ট্রেন। সকাল সাতটা থেকে নটা পর্যন্ত আধ ঘণ্টা অন্তর যাতায়াত। তারপর স্বাভাবিক সূচি। সবুজ পথেও একই ছবি। হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ এবং উল্টো পথে সাতটা থেকে ট্রেন মিলবে। মোট চলবে ১১৬টি ট্রেন, যা সাধারণ রবিবারের চেয়ে আটটি বেশি। শেষ ট্রেনের সময় অবশ্য বদলাচ্ছে না। হলুদ পথে পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে। কিন্তু বেগুনি ও কমলা পথে এদিন চাকা গড়াবে না।

জামিন পেলেন গর্গ চট্টোপাধ্যায়

■ ইভিএম নিয়ে গুজব ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বাংলা পক্ষ-র গর্গ চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার তাঁকে জামিন দিল কলকাতার মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। দু'হাজার টাকার বন্ডে তাঁকে শর্তাধীন জামিন দিয়েছে আদালত। শর্ত, সপ্তাহে একবার মামলার তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে হবে গর্গকে। সাইবার থানার মামলায় এদিন জামিন পেলেন গর্গ। সাইবার থানার মামলায় এদিন গর্গকে সংশোধনাগার থেকে ভার্চুয়ালি আদালতে হাজির করা হয়। ময়দান থানার মামলায় আগেই জামিন পেয়েছেন তিনি। এবার সাইবার থানার মামলায় জামিন পেলেন গর্গ। উল্লেখ্য, ভোটের সময় ইভিএম নিয়ে গুজব ছড়ানোর অভিযোগে গত ১২ মে বাংলা পক্ষের প্রতিষ্ঠাতা গর্গ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করা হয়। নির্বাচন পর্বে পোস্ট করে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগ তুলে তাঁর বিরুদ্ধে সাইবার ক্রাইম বিভাগের দ্বারস্থ হয়েছিলেন উত্তর কলকাতার দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচনী আধিকারিক।

তার ভিত্তিতে গর্গকে দু'বার নোটিস পাঠিয়ে তলব করেছিল লালবাজার। তিনি হাজিরা না দেওয়ায় ১২ মে গ্রেপ্তার হন।

হালকা হল স্কুলের ঝোলা, পড়ুয়ার পিঠ বাঁচাতে কড়া ফরমান রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শৈশবের ঘাড়ে বইয়ের পাহাড় আর নয়। এবার ওজনের লাগাম টানল রাজ্য। কেন্দ্রের ২০২০-র ব্যাগ নীতি মেনে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের নতুন ফরমান, কোনও পড়ুয়ার ঝোলা তার নিজের ওজনের দশ ভাগের এক ভাগের বেশি হবে না। চিকিৎসকরা বলছেন, ভারী ব্যাগে মেরুদণ্ড বাঁকে, পেশি ছিঁড়ে যায়। সেই যন্ত্রণা থামাতেই প্রাক-প্রাথমিকে ব্যাগই নিষিদ্ধ। প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণিতে ১.৬ থেকে ২.২ কেজি, তৃতীয়-পঞ্চমে ১.৭ থেকে ২.৫ কেজি। ষষ্ঠ-সপ্তমে সর্বোচ্চ ৩ কেজি, অষ্টমে ৪ কেজি, নবম-দশমে ৪.৫ কেজি। একাদশ-দ্বাদশে সীমা ৫ কেজি। প্রতিটি স্কুলে নোটিস বোর্ডে এই তালিকা ঝোলানো বাধ্যতামূলক। সঙ্গে থাকবে ওজন মাপার যন্ত্র।

বই-খাতার ভার কমাতে প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণিতে মাত্র একটা খাতা। তৃতীয়-পঞ্চমে দুটো, তার একটা স্কুলেই থাকবে। উঁচু ক্লাসে

মোটা বাঁধানো খাতার বদলে পাতলা খাতা। প্রাথমিকে দিনে দুটো বিষয়, পরপর একই বিষয়ের ক্লাস, যাতে অতিরিক্ত বই আনতে না হয়। পাশের বন্ধুর সঙ্গে বই ভাগ করে পড়ার অভ্যাসেও উৎসাহ দেওয়া হবে। চাকা লাগানো ব্যাগ সম্পূর্ণ বাতিল, সিঁড়িতে দুর্ঘটনা এড়াতে। জলের বোতল, টিফিনের বোঝাও কমবে। স্কুলেই বিশুদ্ধ পানীয় জল আর উন্নত মানের দুপুরের খাবার দিতে হবে। বাড়ির কাজে রাশ টেনে প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণিতে হোমওয়ার্ক নিষিদ্ধ। তৃতীয়-পঞ্চমে সপ্তাহে দু'ঘণ্টা, ষষ্ঠ-অষ্টমে দিনে এক ঘণ্টা, তার ওপরে দিনে দু'ঘণ্টার বেশি নয়। মুখস্থ নয়, সৃজনশীল কাজে জোর।

জাতীয় শিক্ষানীতির ছায়ায় বছরে কয়েকদিন 'ব্যাগহীন দিন'। সেদিন কুইজ, খেলাধুলা, হাতের কাজ, শিক্ষামূলক ভ্রমণের মতো কার্যক্রমে পড়ুয়াদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে নির্দিষ্ট দিনে ব্যাগ ছাড়া স্কুলে আসতে হবে। ষষ্ঠ-অষ্টমের জন্য দশ দিনের হাতেকলমে কাজ শেখার ব্যবস্থাও থাকছে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য অতিরিক্ত বই, লকারের বন্দোবস্ত।

নির্দেশ কার্যকর করতে জেলা আধিকারিক ও স্কুল পরিদর্শকদের কড়া নজরদারির কথা বলেছে 'সমগ্র শিক্ষা মিশন'। অভিভাবক-শিক্ষক বৈঠকে নিয়মিত আলোচনাও হবে। বদলের এই ধাক্কায় পড়ুয়ার শৈশব কিছুটা হালকা হল।

খাদ্যশস্যের অপচয় রুখতে বিশেষ অভিযান, পুনরায় উপভোক্তা যাচাই

দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক সারলেন খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন ব্যবস্থায় দুর্নীতি, অযোগ্য উপভোক্তা এবং খাদ্যশস্যের অপচয় রুখতে রাজ্য জুড়ে বিশেষ যাচাই অভিযান শুরু করছে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর। শুক্রবার ২৩ জেলার খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া রেশন কার্ডের বিশেষ যাচাই প্রক্রিয়াও শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন।

খাদ্যমন্ত্রীর দাবি, গণবণ্টন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতেই এই পদক্ষেপ। বৈঠকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, রেশন দোকানে কম ওজন, নিম্নমানের খাদ্যশস্য সরবরাহ বা অন্য কোনও অনিয়মের বিরুদ্ধে কড়া নজরদারি চালাতে হবে। রাইস মিল, ফ্লাওয়ার মিল, ডিস্ট্রিবিউটর এবং ডিলার গুদামে নিয়মিত ও আকস্মিক পরিদর্শনেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা বা এএওয়াই উপভোক্তাদের পুনরায়

যাচাইয়ের কথাও ঘোষণা করেছেন খাদ্যমন্ত্রী। সরকারি কর্মচারী, আয়করদাতা, আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবার, একাধিক রেশন কার্ডধারী বা অযোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। একই সঙ্গে প্রকৃত গরিব ও বঞ্চিত পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

অশোক কীর্তনিয়া স্পষ্ট জানিয়েছেন, দুর্নীতির সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না। তাঁর অভিযোগ, বহু জায়গায় দীর্ঘদিন গুদামে চাল মজুত থাকায় তা নষ্ট হচ্ছে। সেই কারণে 'আগে ঢোকা মাল আগে বের' নীতি কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ধান সংগ্রহ ও চাল বণ্টন প্রক্রিয়াতেও স্বচ্ছতা আনার কথা বলেন খাদ্যমন্ত্রী।

আটা বণ্টন বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েও সরব হন তিনি। খাদ্যমন্ত্রীর দাবি, নিম্নমানের আটা এবং দুর্নীতির অভিযোগের জেরেই এই সিদ্ধান্ত। তাঁর কথায়, গ্রামে অনেক জায়গায় সেই আটা মানুষ নয়, গরু-ছাগল খাচ্ছে। সাধারণ মানুষকে অযোগ্য রেশন কার্ড স্বেচ্ছায় জমা দেওয়ার আবেদনও জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, বহু প্রকৃত গরিব এখনও কেন্দ্রীয় খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না। তাই অযোগ্যদের বাদ দিয়ে প্রকৃত উপভোক্তাদের অন্তর্ভুক্ত করাই সরকারের লক্ষ্য। খাদ্য দপ্তর সূত্রের খবর, জেলার প্রশাসনকে নজরদারি এবং সারপ্রাইজ ইনস্পেকশন আরও বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগ পেলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে।

'ডিজে ছেড়ে বেহালায় ফিরুন', অভিষেককে বিঁধলেন শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফলতার পুনর্নির্বাচনের আবহে শুক্রবার রাজনৈতিক তরজার কেন্দ্রে উঠে এলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। নাম না করেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জিকে নিশানা করে তিনি দাবি করেন, সাম্প্রদায়িক আতঙ্ক তৈরি করেই ভোটে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ফলতার বুথে মানুষের দীর্ঘ লাইন নাকি অন্য বার্তাই দিয়েছে; বাংলার ভোটার ভয় নয়, সাংবিধানিক অধিকারের পক্ষেই দাঁড়িয়েছেন।

এক জনসভায় শমীকের কটাক্ষ ছিল আরও তির্যক। তাঁর কথায়, রাজনীতির উচ্চস্বরে বিভাজনের সুর না তুলে বরং সংস্কৃতির কাছে ফিরে যাওয়া ভালো। সেই সূত্রেই 'ডিজে' প্রসঙ্গ টেনে তিনি পরোক্ষে অভিষেককে আক্রমণ করেন। সভাস্থলে উপস্থিত বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে তখন উচ্ছ্বাস স্পষ্ট। এই মন্তব্যের রাজনৈতিক তাৎপর্যও কম নয়। ভোট-পরবর্তী বাংলায় ধর্মীয় মেরুকরণের অভিযোগ যখন দুই শিবিরের প্রধান অস্ত্র, তখন ফলতার ভোটকে বিজেপি তুলে ধরতে চাইছে 'ভয়মুক্ত অংশগ্রহণ'-এর প্রতীক হিসেবে। অর্থাৎ, লড়াই এখন শুধু আসন জেতার নয়; জনমনের ভাষা কে দখল করবে, সেই প্রতিযোগিতাও ক্রমশ তীব্র হচ্ছে।

শ্যামনগর সাহেববাগানে এক গৃহস্থের বাড়ির পাশ থেকে বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দল থানার অধীনস্থ ভাটপাড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাহেববাগান এলাকার একটি বাড়ির পাশ থেকে শুক্রবার বেলায় বোমা উদ্ধার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। শুক্রবার সকালে গৃহকর্তা শঙ্কর চক্রবর্তী ওরফে শঙ্কুর স্ত্রী বাড়ির এক-কোণে থাকা টগর ফুল গাছ থেকে তুলতে গিয়েছিলেন। তখন গাছের গোড়ার পাশেই তিনি একটি সুতলি বোমা পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জগদ্দল থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। তারা জায়গাটিকে ঘিরে রাখেন। কিছুক্ষণ বাদে সিআইডি-র বোম স্কোয়াড এসে বোমাটি উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। কে বা কারা ওই ফুলগাছ তলায় বোমা লুকিয়ে রেখেছিল, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। তবে বাড়ির কম্পাউন্ডের মধ্যে থেকে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় আতঙ্কিত চক্রবর্তী পরিবার। গৃহকর্তা শঙ্কর চক্রবর্তী জানান, তাঁর স্ত্রী ফুল তুলতে গিয়ে বোমাটি দেখতে পায়।

তারপর তিনি পুলিশকে খবর দেব। এদিকে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে জগদ্দলের বিধায়ক রাজেশ কুমার বলেন, পুলিশকে হাত খুলে কাজ করতে বলা হয়েছে, যারা দুষ্কৃতী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত তাঁরা কেউ ছাড় পাবে না। দুষ্কৃতীমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বরানগরকে মডেল বিধানসভা হিসেবে গড়ে তুলতে ও সৌন্দর্যায়ন বজায় রাখতে খুলে ফেলা হচ্ছে নির্বাচনী প্রচারের ব্যানার, ফ্লেক্স। ছবি: অদিতি সাহা

১৯ জুন পর্যন্ত অদিতি-দেবরাজের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নয়, জানাল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা হলফনামায় আয়ের সঠিক তথ্য গোপন এবং আয় বহির্ভূত সম্পত্তি অর্জনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কা থেকে আগেভাগেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজারহাট-গোপালপুরের তৃণমূল প্রার্থী অদিতি মুন্সি। সেই মামলার শুনানি ছিল শুক্রবার। শুনানিতে দেবরাজ ও অদিতির সম্পত্তি নিয়ে তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট চাইল আদালত। এর পাশাপাশি শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্ট এক মৌখিক নির্দেশে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, আগামী ১৯ জুন পর্যন্ত অদিতি এবং দেবরাজকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। ওই দিনই এই হাইপ্রোফাইল মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। আদালত জানিয়েছে, এই অন্তর্বর্তী সময়সীমার মধ্যে ওই রাজনীতিক দম্পতির বিরুদ্ধে কোনওরকম চরম বা শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। ১৯ জুনের মধ্যে দিতে হবে এই রিপোর্ট।

সব মিলিয়ে এদিনের এই আইনি লড়াইয়ে সাময়িক স্বস্তিতে রাজারহাট-গোপালপুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অদিতি মুন্সি এবং তাঁর স্বামী তথা বিধাননগরের তৃণমূল কাউন্সিলর ও মেয়র পারিষদ দেবরাজ চক্রবর্তী। তবে এদিনের এই মামলায় সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল, এ দিনের শুনানিতে অদিতি এবং দেবরাজের পক্ষে সওয়াল করেন বিশিষ্ট আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, রাজ্যের পক্ষে সওয়াল করতে উঠে অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন। আদালতের কাছে রাজ্যের তরফে দাবি করা হয়,

নির্বাচনের ঠিক মুখে অন্তত ১০০ কোটি টাকার বিপুল সম্পত্তি বেনামে এবং নিজেদের আত্মীয়-পরিচিতদের নামে তড়িঘড়ি হস্তান্তর করেছেন অদিতি এবং দেবরাজ। নির্বাচনী হলফনামায় নিজেদের আসল সম্পত্তির পরিমাণ কম করে দেখানোর উদ্দেশ্যেই সুপরিকল্পিতভাবে এই কাজ করা হয়েছে বলে রাজ্যের তরফে অভিযোগ আনা হয়েছে। একই সঙ্গে ওই দম্পতির বিপুল আয়ের উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাজ্যের আইনজীবী অভিযোগ করেন, তোলাবাজি এবং জোরপূর্বক জমি দখলের মাধ্যমেই এই বিপুল পরিমাণ প্রতিপত্তি বানিয়েছেন তাঁরা। এমনকী ভোটের আগে তাঁদের কালিম্পঙের একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট-সহ আরও বেশ কয়েকটি অ্যাকাউন্ট থেকে সমস্ত টাকা রহস্যজনকভাবে সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলেও আদালতকে জানায় রাজ্য।

রাজ্যের এই সমস্ত অভিযোগের পালটা সওয়ালে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য দাবি করেন, নিজের সম্পত্তি অন্য কারও নামে হস্তান্তর করা দেশের আইনে কোনও অপরাধমূলক কাজ নয়। হলফনামায় যদি কোনও ভুল তথ্য দেওয়া হয়েও থাকে, তবে তা নির্বাচনী বিধিভঙ্গ হিসেবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু তা কীভাবে একটি ফৌজদারি বা অপরাধমূলক কাজ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে, সেই আইনি প্রশ্ন তোলেন তিনি। নিজের যুক্তির সপক্ষে বিকাশবাবু আদালতকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, অতীতে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধেও নির্বাচনী হলফনামা সংক্রান্ত বিধিভঙ্গের এমন অভিযোগ উঠেছিল। এছাড়াও রাজ্যের তরফে আদালতকে জানানো হয় যে, দেবরাজের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত দুই ব্যক্তিকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এবং ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন-উত্তর হিংসার একটি মামলাতেও দেবরাজ অন্যতম অভিযুক্ত।

এরপরই বিচারপতি নির্দেশ দেন, সম্পত্তি নিয়ে রিপোর্ট দিন। কেউ অত্যাচারিত হয়েছেন বলে যেহেতু অভিযোগ নেই তাই আপাতত অরগানাইজ ক্রাইম বলা যাবে না। প্রত্যুত্তরে রাজ্যের আইনজীবী কুমারজ্যোতি তিওয়ারি আদালতে জানান, অদিতি মুন্সির ৪০ লক্ষ এবং দেবরাজের ৬৬ লাখ ৯৭ হাজার ৪০ টাকা পাঁচ বছরে আয়। অথচ গাড়ি কেনা হয়েছে মোট তিনটি। গাড়ির মূল্য ৭১ লাখ টাকার। আবার সম্পত্তি আছে ১০০ কোটি টাকার। তার অধীনে ওই এলাকার দুই কাউন্সিলর ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছে।

উভয় পক্ষের এই দীর্ঘ সওয়াল-জবাব শোনার পর বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত নির্দেশ দেন, আগামী শুনানির দিন অর্থাৎ ১৯ জুন রাজ্যকে অদিতি এবং দেবরাজের বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগের সুনির্দিষ্ট তথ্য ও নথিপত্র আদালতের টেবিলে জমা দিতে হবে। সেই সঙ্গে এই তদন্তের গতিপ্রকৃতি কতদূর এগোল, তার একটি বিশদ অগ্রগতি রিপোর্ট বা স্ট্যাটাস রিপোর্টও পেশ করতে হবে রাজ্যকে। তবে আদালতের সেই নির্দেশিকা আসার আগে পর্যন্ত এই দম্পতিকে কোনওভাবেই গ্রেপ্তার করা যাবে না বলে আইনি রক্ষাকবচ বহাল রেখেছে হাইকোর্ট। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ভোটের একদিন আগে অদিতি মুন্সির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন বিজেপি বিধায়ক তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। তাঁর দাবি, মনোনয়নে সঠিক তথ্য দেননি অদিতি। তরুণজ্যোতির বক্তব্য, অদিতি ও তাঁর স্বামী দেবরাজ কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রচুর জমি কিনেছিলেন। সেই জমির বিক্রয়মূল্য উল্লেখ করা হয়নি মনোনয়নপত্রের কোথাও। চলতি বছরের ২৫ মার্চ তিনি একটা জমি বিক্রি করেছিলেন, সেই জমির বিক্রয়মূল্যও মনোনয়নপত্রে উল্লেখ করা হয়নি।

তাপ ও আর্দ্রতার জোড়া প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে বাড়ছে অস্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণবঙ্গে অস্বস্তি আরও বাড়ছে তাপ ও আর্দ্রতার জোড়া প্রভাবে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে যে ছবি দেওয়া হচ্ছে তাতে বাংলায় ভেদাভেদ তৈরি করছে প্রকৃতি। একদিকে উত্তরবঙ্গ যখন ভাসছে প্রবল বৃষ্টিতে, সেই সময় দক্ষিণবঙ্গে নাজেহাল অবস্থা গরমে। আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলেছে আপাতত এমনই পরিস্থিতি থাকবে। উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টি চলবে বুধবার পর্যন্ত। আর দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে গরম-অস্বস্তি থাকবে চরমে।

তবে এই মাঝে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। কোথাও কোথাও ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়াও। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। তবে কলকাতা, হাওড়া ও হুগলির জন্য আপাতত বিশেষ কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি। সোমবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই। শহরে দু'-এক পশলা হালকা বৃষ্টি হলেও তা গরম কমানোর পক্ষে যথেষ্ট হবে না বলেই জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা।

শুক্রবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় ৩ ডিগ্রি বেশি। বৃহস্পতিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছেছিল ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। অন্যদিকে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও অস্বস্তিকর গরমের পরিস্থিতি বজায় থাকবে। উত্তর ২৪ পরগনায় আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা কম হলেও আগামী বুধবার ও বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে।

উত্তরবঙ্গে অবশ্য ঝড়বৃষ্টির দাপট আরও বেশি থাকবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও উত্তর দিনাজপুরে মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে কোথাও কোথাও অতি ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি আবহাওয়া দপ্তর এও জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশ থেকে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা, দক্ষিণ বাংলাদেশের উপর অবস্থান করা ঘূর্ণাবর্ত এবং বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশের জেরেই এই ঝড়বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দক্ষিণ বাংলাদেশের দিকে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে উত্তর প্রদেশ থেকে ওড়িশা উপকূল পর্যন্ত। যার জেরে রবিবার পর্যন্ত দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার,জলপাইগুড়ি এবং উত্তর দিনাজপুর জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। সোমবার থেকে বৃষ্টি কমলেও বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে চলবে। বেশি বৃষ্টিতে নিচু জায়গায় জল জমবে। পাহাড়ি এলাকায় ধ্বসের আশঙ্কা রয়েছে। সড়ক পরিবহণে সাবধানতার পরামর্শ আবহাওয়া দপ্তরের।

১ জুন থেকে সরকারি বাসে মহিলাদের যাত্রা বিনামূল্যে, চালু হবে কিউআর কোড-সহ স্মার্ট কার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যাতায়াতের ঘোষণা করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বৃহস্পতিবার পরিবহণ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ১ জুন থেকে রাজ্যের সব সরকারি বাসে এই সুবিধা চালু হবে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং গণপরিবহণে তাঁদের যাতায়াত আরও সহজ করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্বল্প ও দীর্ঘ; সব রুটের সরকারি বাসেই মিলবে এই সুবিধা। পরিবহণ দপ্তর জানিয়েছে, প্রত্যেক মহিলা উপভোক্তাকে আবেদন সাপেক্ষে কিউআর কোড-সহ একটি স্মার্ট কার্ড দেওয়া হবে। সেই কার্ডে উপভোক্তার নাম ও ছবি থাকবে। সংশ্লিষ্ট বিডিও বা এসডিও অফিসে আবেদন জমা দিতে হবে। স্মার্ট কার্ড চালু না হওয়া পর্যন্ত আপাতত আধার, ভোটার কার্ড, প্যান, ড্রাইভিং লাইসেন্স, আয়ুষ্মান ভারত কার্ড, পাসপোর্ট-সহ সরকারি স্বীকৃত যে কোনও পরিচয়পত্র দেখিয়ে এই সুবিধা পাওয়া যাবে। পরিচয় যাচাইয়ের পর বাসের কন্ডাক্টর মহিলাদের 'জিরো ভ্যালু টিকিট' বা বিনামূল্যের টিকিট দেবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, অর্থ দপ্তরের অনুমোদন এবং মন্ত্রিসভার সম্মতির পর এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হচ্ছে। রাজ্যের সব মহিলাই এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন বলে জানিয়েছে সরকার। নতুন এই প্রকল্প চালুর ফলে প্রতিদিনের যাতায়াত খরচ কমবে বলে মনে করছে প্রশাসন। বিশেষ করে কর্মজীবী মহিলা, পড়ুয়া এবং গ্রামীণ এলাকার মহিলারা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন বলেই মত পরিবহণ দপ্তরের একাংশের।

সম্পাদকীয়

পুর-নিয়োগ দুর্নীতির জালে ক্রমশ জড়িয়ে যাচ্ছে তৃণমূল, প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বয়ানে দিশাহারা নেতৃত্ব

পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে ক্রমশ জড়িয়ে যাচ্ছে তৃণমূল। দুর্নীতির কিংপিন অয়ন শীল অনেকদিনই হেফাজতে। তখনই উঠেছিল রাজ্যের তৎকালীন শাসক দলের একাধিক নেতা, মন্ত্রী ও বিধায়কের নাম। কিন্তু বিষয়টা জেরা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু গত কয়েকদিনে আমূল বদলে গিয়েছে ছবিটা। পালাবদলের পর গতি পেয়েছে তদন্ত। এরই মধ্যে ইডি গ্রেফতার করে হেফাজতে নিয়েছে রাজ্যের মন্ত্রী তথা দক্ষিণ দমদম পুরসভার 'রিমোট কন্ট্রোল' সুজিত বসুকে। ইডি দফতরে ফের ডাক পড়েছে আরও এক মন্ত্রী তথা মধ্যমগ্রাম পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান রথীন ঘোষের। এতেই রক্তচাপ বেড়েছে তৃণমূলের অন্দরে। শোনা যাচ্ছে, ডাক পাওয়ার তালিকায় রয়েছেন আরও কয়েকটি পুরসভার বর্তমান ও প্রাক্তন চেয়ারম্যানরা। এর মধ্যেই ইডির জেরার মুখে একেবারে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন দক্ষিণ দমদম পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান পাঁচু রায়। ইডির দাবি, তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ৫ বছর চেয়ারম্যান পদে থাকলেও তিনি শুধুমাত্র রাবার স্ট্যাম্পই ছিলেন। ভাইস চেয়ারম্যান সুজিত বসুর হাতেই ছিল 'রিমোট কন্ট্রোল'। অধিকাংশ কাউন্সিলরই ছিলেন সুজিত বসুর অনুগামী। তাদের চাপেই অয়ন শীলের সংস্থাকে নিয়োগ প্রক্রিয়ার টেন্ডার পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল।আর পাঁচু রায়ের এই বয়ান হাতে পেতেই ইডি আরও জোরকদমে নেমে পড়েছে তদন্তে। পাঁচুর এই বয়ান শুধু সুজিত বোসকেই নয়, বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে গোটা তৃণমূল দলকে। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এতদিন যেভাবে গোটা ঘটনার দায় কয়েকটি পুর বোর্ড ও ব্যাক্তির দিকে ঘুরিয়ে রেখেছিল, এবার তা ঘুরে গিয়েছে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের দিকেই। আর তাই পাঁচুর বয়ানে দিশেহারা তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। সিবিআইয়ের দাবি, দক্ষিণ দমদম পুরসভায় রাজ্যের মধ্যে বেআইনিভাবে সবচেয়ে বেশি চাকরি দেওয়া হয়েছিল। ২০১৪ সালের পর ওই পুরসভায় ৩২৯ জনের নিয়োগ হয় টাকার বিনিময়ে। আর তার থেকে লাভবান হয়েছেন মন্ত্রী তথা ভাইস চেয়ারম্যান সুজিত বসু। শীর্ষ নেতৃত্ব বলছে, তারা কিছু জানে না, এসব এখন কেউ বিশ্বাস করবে!!

শব্দছক ১৬৮

রবি দাস

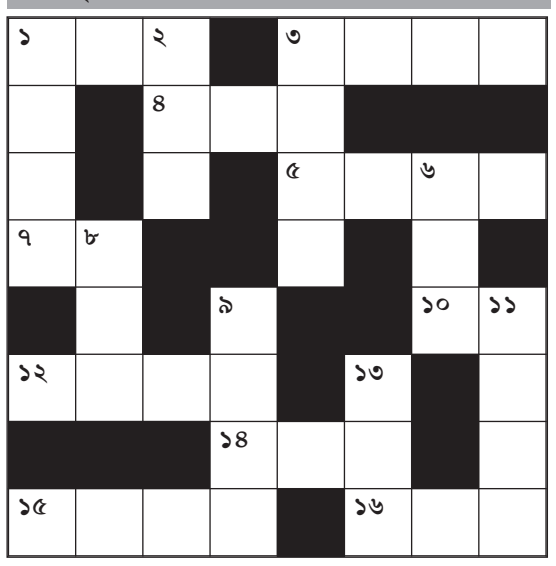

পাশাপাশি: ১. আশ্রয় গ্রহণকারী ৩. মন্দ মনোভাবসম্পন্ন ৪. হস্তী ৫. ঈশ্বর ৭. লাউ ১০. লক্ষ্মীদেবী ১২. ফের বা আবার ১৪. ঘন সন্নিবিষ্ট ১৫. আংটি ধারণের আঙুল ১৬. দৃষ্টি

ওপর-নিচ: ১. অস্থায়ী এবং সাময়িক ২. কৃষবর্ণ গাবজাতীয় বৃক্ষ ৩. বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন ৬. মনোহরণ ৮. খারাপ সময় ৯. সঙ্কলিত রচনা বা কবিতাবলী ১১. ফুলের মালা রচনাকারী ১৩. আকৃতি

সমাধান ১৬৭ — পাশাপাশি: ১. চামচিকে ৪. পালক ৬. লঙ্কা ৭. বসনা ৯. গোলামী জীবন ১১. জরুল ১৪. ভজন ১৬. চরম দারিদ্র ১৯. শাবক ২০. রাজা ২১. সকাল ২২. শাজাহান

ওপর-নিচ: ১. চালবাজ ২. মক্কা ৩. কেবলা ৪. পানাজী ৫. কঠিন ৮. সমীপ্য ৯. গোল ১০. বরজ ১২. রুধির ১৩. আদাব ১৪. ভদ্র ১৫. নবজান ১৬. চরম ১৭. মশাল ১৮. রিকশা ২০. রাহা

আজকের দিন

■ ১৯৪৫ — নাৎসি বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হাইনরিখ হিমলার মিত্রশক্তির হেফাজতে আত্মহত্যা করেন।

■ ১৯৬০ — ইসরায়েল নাৎসি কর্মকর্তা অ্যাডলফ আইখম্যানকে গ্রেপ্তার করে।

■ ১৯৯৫ — ভারতে সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ আইন (টাডা) বিলুপ্ত হয়।

জন্মদিন

১৯৫৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জাগমিত সিং ব্রার জন্মদিন।*

১৯৬৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯৮৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী তেজস্বিনী পন্ডিতের জন্মদিন।*

জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন নারীবাদ? কেন গবেষণায় ব্রতী হওয়া?

ড. সুপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়

নারীকণ্ঠের স্পর্দ্ধা ও প্রতিবাদী ধারা; কবিতা সিংহের কলম থেকে যার সূচনা, সেই স্পর্দ্ধা ও প্রতিবাদী ধারার ভাববীজকে খুঁজে ছড়িয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে। এই ভাববীজকে খুঁজে ছড়িয়ে দিতে চাওয়া অর্থাৎ এই কাজে ব্রতী হওয়ার কারণ, আমার ছোট থেকে বড় হওয়া সেই পরিসরেই, যেখানে আমার লিঙ্গ পরিচয়ে আমি একজন পুরুষ বলেই জোরকদমে গান শেখা থেকে বঞ্চিত হয়েছি, আবার অল্প-বিস্তর শিখলেও মেয়ে-ছেলে অভিধায় ভূষিত হয়েছি। আমার সমাজ, আমার পরিসর নির্দিষ্ট ক'রে গান শেখা কিংবা রান্নাবান্না করা ; এক মেয়েলি দক্ষতার স্মারক। একই ভাবে লিঙ্গ পরিচয়ে আমি বাড়ির একজন ছেলে বলেই বোনের থেকে বড় মাছের টুকরোটা পেয়েছি, মাধ্যমিক দেওয়ার পরে বিবাহের সম্বন্ধ আসার বিঘ্নতা থেকে মুক্ত হয়ে পড়াশোনা চালাতে পেরেছি। ছেলেবেলায় নিজের গাঁয়ের কাদা-মাটির রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দেখেছি সদ্য কৈশোরপ্রাপ্ত মেয়ের আঁচল টেনে রসালো ইয়ার্কি ছুঁড়ে মুচকি হেসে অবলীলায় হেঁটে যাওয়া ধর্ষকাম মানসিকতা সম্পন্ন ভ্রষ্ট পুরুষের ছবি, দেখেছি পাশের বাড়ির জুয়াড়ি কাকার মদ্যপ অবস্থায় কাকিমাকে পেটানোর দৃশ্য। এসব এখন অতীত! বয়স বাড়ার সাথে সাথে উপলব্ধি হল, আরও ভয়ঙ্কর পিতৃতান্ত্রিক প্রতাপ নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে অবস্থান করছে। খালি চোখে যা ধরা পড়ে না।

গবেষকের তো কোনো লিঙ্গভেদ হয়না। কিন্তু যেখানে নারীদৃষ্টিকোণের পৃথক বয়ান নিয়ে কথা বলার সুযোগ হয়, সেখানে ব্যক্তি মেলগেজ নাকি ফিমেলগেজ দৃষ্টিভঙ্গির, সে বিষয়ে প্রশ্ন আসে বৈকি! একজন পুরুষ গবেষক রূপে নারীর সৃষ্টিকর্মকে মূল্যায়ন কিংবা নারীর কলমে লেখা বাংলা কবিতার মেজাজ ও মনোবীজকে খুঁজতে চাওয়া আসলে 'রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা অজানা দেশ'-এ পাড়ি দেওয়ার নামান্তর বলেই মনে হয়েছে। নারীর কলম 'রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা সেই অজানা দেশ', যে দেশের জঠরে জঠরে নিমজ্জিত চির-চেনা নিপীড়নে ক্ষতবিক্ষত কন্যাভ্রূণ। সেই দেশের রাজপথে করুণ সুরে ব্যথার সেতার বাজে। আবার সেই দেশেরই মেঠোপথের অলিতে-গলিতে নির্মাণ হয় অস্ত্রের ঝংকার, নির্মাণ হয় প্রবল প্রতাপের স্পন্দিত লয়। অবরোধের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতাপের এই আওয়াজ নারী তার সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে নারী নির্মিত নতুন বিশ্বের মাধ্যমেই। বাংলা কবিতায় এর সূচনা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কবিতা সিংহের হাত ধরে হলেও, এর পূর্ণতা বিশ শতকের আটের দশকের কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের কলমে।

পিতৃতান্ত্রিক অবরোধকে নস্যাৎ করে নারী সমকক্ষতা চেয়েছিল। আরও পরে আর সমকক্ষতা নয়, বরং স্বতন্ত্র কক্ষ গড়ে নেওয়ার পরিপন্থী হয় তারা। কবি মল্লিকার কবিতা নারী নির্মিত সেই অপর বিশ্বের সাথে পরিচয় করায় আমাদের। কিন্তু এই নারী নির্মিত অপর বিশ্ব কেন নির্মিত হল? কীভাবে নির্মিত হল? কোন পথে হেঁটে এসে নারীকবিরা এই নির্মাণকে বাস্তবায়িত করল? সেই বাস্তবায়নের গোটা যাত্রাপথের মানচিত্রকে গবেষণায় খুঁজতে চাওয়া হয়েছে। প্রাগাধুনিক যুগে রামীর সৃষ্টি থেকে সাম্প্রতিক সময়ে একুশ শতকে সঙ্ঘমিত্রা হালদার, তানিয়া চক্রবর্তী, সীমন্তিনী সাহাদের কবিতায় কীভাবে নারীর কলম ধারা-বিবর্তন করেছে, তার প্রতিটা স্বরগ্রামকে গবেষণায় খুঁজতে চাওয়া হয়েছে। বিশেষত, নারীকণ্ঠের স্পর্দ্ধা ও প্রতিবাদী ধারা; কবিতা সিংহের কলম থেকে যার সূচনা, সেই স্পর্দ্ধা ও প্রতিবাদী ধারার ভাববীজকে খুঁজে ছড়িয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে। এই ভাববীজকে খুঁজে ছড়িয়ে দিতে চাওয়া অর্থাৎ এই কাজে ব্রতী হওয়ার কারণ, আমার ছোট থেকে বড় হওয়া সেই পরিসরেই, যেখানে আমার লিঙ্গ পরিচয়ে আমি একজন পুরুষ বলেই জোরকদমে গান শেখা থেকে বঞ্চিত হয়েছি, আবার অল্প-বিস্তর শিখলেও মেয়ে-ছেলে অভিধায় ভূষিত হয়েছি। আমার সমাজ, আমার পরিসর নির্দিষ্ট ক'রে গান শেখা কিংবা রান্নাবান্না করা ; এক মেয়েলি দক্ষতার স্মারক। একই ভাবে লিঙ্গ পরিচয়ে আমি বাড়ির একজন ছেলে বলেই বোনের থেকে বড় মাছের টুকরোটা পেয়েছি, মাধ্যমিক দেওয়ার পরে বিবাহের সম্বন্ধ আসার বিঘ্নতা থেকে মুক্ত হয়ে পড়াশোনা চালাতে পেরেছি। ছেলেবেলায় নিজের গাঁয়ের কাদা-মাটির রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দেখেছি সদ্য কৈশোরপ্রাপ্ত মেয়ের আঁচল টেনে রসালো ইয়ার্কি ছুঁড়ে মুচকি হেসে অবলীলায় হেঁটে যাওয়া ধর্ষকাম মানসিকতা সম্পন্ন ভ্রষ্ট পুরুষের ছবি, দেখেছি পাশের বাড়ির জুয়াড়ি কাকার মদ্যপ অবস্থায় কাকিমাকে পেটানোর দৃশ্য। এসব এখন অতীত! বয়স বাড়ার সাথে সাথে উপলব্ধি হল, আরও ভয়ঙ্কর পিতৃতান্ত্রিক প্রতাপ নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে অবস্থান করছে। খালি চোখে যা ধরা পড়ে না। দেখা মেলে, নারী চূড়ান্ত যোগ্য হয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত হলে তার চরিত্রকে সহজেই কালিমালিপ্ত করে দেওয়া যায়। নারীর স্বাবলম্বনকে আজও মেধায় নয়, মাপা হয় কনসিডারেসনের আওতায় এনে। বিধিনিষেধের বেড়াজাল যা কিছু তা নারীর জন্যই আরোপিত। নারীরাও তা সাগ্রহে বরণ করে চলেছে। অথচ এর বিপক্ষে অনেক আগেই কথা বলেছেন কবিতা সিংহ, মল্লিকা সেনগুপ্তরা তাঁরা কবিতার মাধ্যমে ভাঙতে চেয়েছেন বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের বেড়াজালকে; আঘাত করতে চেয়েছেন নারীর গায়ে গায়ে লেগে থাকা সেই সমস্ত পুরুষসিংহ চরিত্রদের, যারা কার্যত স্কেপটিক্যাল। রামায়ণের রাম নামক চরিত্রটি ছিল স্কেপটিক্যাল, যিনি একজন নারীকে শুধুমাত্র নারী হয়ে জন্মানোর জন্য সতীত্বের পরীক্ষায় বসাচ্ছেন, গর্ভবতী নারীকে বনবাসে পাঠাচ্ছেন। এই স্কেপটিক্যাল পুরুষ-সিংহ আমাদের আশেপাশে বিস্তর ছড়িয়ে আছে। যাদের গায়ে আছে রাজপোশাক, পেটে আছে বিদ্যা, আচার-আচরণে আছে বিনয়, আর নিজেরও অজান্তে শিরায় শিরায় আবদ্ধ আছে নারী অবরোধী পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব, যা চিহ্নত নয়। যা আমাদের পরিবেশ-পরিসরই আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট করে ধীরে ধীরে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। এই প্রবিষ্টন থেকে বেরিয়ে আসা হয়ত একদিনে সম্ভব নয়, তবুও এই গবেষণাকর্মে ব্রতী হওয়া, তবুও নারীর কলমের নিবিড় পাঠে পিতৃতন্ত্রের মাত্রা ও প্রতিবাদের বয়ানগুলিকে চিহ্নিত করতে চাওয়া, তবুও এই প্রয়াসখ

নারীর অবরোধের প্রশ্নে নারীর কলম ঠিক কোন কথা বলে এসেছে চিরকাল, এ প্রশ্নে ব্রতী হওয়া বহুদিনের। কারণ, নারীর মুখ থেকেই এই সমাজ এমন কথা শোনে যা নারীর পথকে অবরোধ করে, নারীর অনেক কর্মকাণ্ডই নারীকে পিতৃতান্ত্রিক পরিসরে আবদ্ধ করে রাখে, যেমন বহু মা আবদ্ধ রাখে তার মেয়েকে। এর থেকে মুক্তি প্রয়োজন, সমাজের প্রতিটা কোণে ছড়িয়ে পড়া প্রয়োজন আরও বেশি করে নারীকণ্ঠের স্পর্দ্ধার কথনগুলি। আর কবিতাই সেই প্রাচীন ও প্রচলিত ধারা, যা যেকোনো বিপ্লবের স্লোগান হয়ে উঠতে পারে অনায়াসে। কবিতা পারে গান হয়ে উঠে হৃদয়াবদ্ধ চেতনাকে মুক্ত করতে। নারীর কবিতা সেই জাদুমন্ত্রের বীক্ষণ, যা পারে পিতৃতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে ভেঙে নতুন বিশ্বনির্মাণ করতে। সেই জাদুমন্ত্রের পরশ পেতেই গবেষণায় ব্রতী হওয়া গবেষণাকর্মে উত্থাপিত হওয়া প্রতিটা প্রশ্ন যার উত্তর খুঁজে পেয়েছি অনেকাংশেই; তার সন্ধানের আকাঙ্ক্ষা বহুদিনের।

গবেষণায় উত্থাপিত প্রশ্ন ও উত্তরগুলি যদি অনেক মানুষেরর সাথে মিলে যায় তাহলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব তাঁদের কাছে। কৃতজ্ঞ থাকব তাঁদের কাছেও যাঁরা আমার গবেষণালব্ধ এই প্রশ্ন এবং উত্তরগুলির বিপক্ষে গিয়ে নতুন মত তুলে আনবেন। কারণ সামাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতির এই পাঠশালায় তাঁরাই আমার শিক্ষাগুরু। এই পক্ষ-বিপক্ষের হোমানলে আত্মশুদ্ধির জন্যই গবেষণাকর্মে ব্রতী হওয়া। এই সুযোগ আমাকে করে দিয়েছে পুরুলিয়া সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়। গর্বের এই প্রতিষ্ঠানের চরণ-তলে মাথা নমিত করি।

রামমোহনকে না জানলে ভারত অধরা

শুভজিৎ বসাক

আঠারো শতকের শেষভাগে ভারতে যখন কুসংস্কার আর অন্ধকারের রাজত্ব, তখন আধুনিকতার আলো নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তৎকালীন বাঙালি সমাজ জাতভেদ, ছোঁয়াছুঁয়ি আর নানা অমানবিক নিয়মের শৃঙ্খলে পুরোপুরি বন্দি ছিল। সেই ভেঙে পড়া সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি একাই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। রামমোহন কেবল একজন সাধারণ সমাজসংস্কারক ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ এবং ভারতীয় নবজাগরণের আসল পুরোধা। তাঁর হাত ধরেই এদেশের মানুষ প্রথম নিজেদের অধিকার, যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিল। ইউরোপের নবজাগরণ বা রেনেসাঁ যেমন কয়েক শতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে ঘটেছিল, ভারতের ক্ষেত্রে রামমোহন একাই তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের জোরে সেই বিপ্লব শুরু করেছিলেন।

কলকাতা যখন ব্রিটিশ সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠছে, তখন রক্ষণশীল সমাজের ভয় ও চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করে তিনি মরণপণ সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। নিজের পরিবার ও সমাজ তাঁকে ত্যাগ করার হুমকি দিলেও তিনি দমে যাননি। তিনি সনাতন ধর্মের মূল উপনিষদের সত্যকে সবার সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই লড়াই শুধু সতীদাহের মতো কুপ্রথা বন্ধের ছিল না, তা ছিল বাঙালির মনকে মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করার এক চিরন্তন বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন।

আজকের উন্নত ভারত যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আর মহাকাশ গবেষণার শিখরে পৌঁছানোর স্বপ্ন দেখছে, তখন তরুণ প্রজন্মের কাছে রামমোহনকে শুধু ইতিহাসের পাতার একটি মলিন চরিত্র বা সতীদাহ প্রথা বন্ধের একক কারিগর মনে করলে মস্ত বড় ভুল হবে। আজ তথ্যপ্রযুক্তির যুগে আমরা ডেটা বা উপাত্ত বিশ্লেষণ করতে শিখছি, কিন্তু রামমোহন দুই শতাব্দী আগেই আমাদের চিন্তার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করতে শিখিয়েছিলেন। মুক্তচিন্তা আর যুক্তিবাদ ছাড়া যেকোনো আধুনিক প্রযুক্তি আসলে প্রাণহীন কঙ্কালের মতো। প্রযুক্তি আজ আমাদের বিশ্বনাগরিক বানাচ্ছে, কিন্তু রামমোহন আঠারো শতকের শেষভাগেই ছিলেন একজন সত্যিকারের বিশ্বনাগরিক। গ্রিস বা স্পেনের স্বাধীনতা আন্দোলনও তাঁর মনকে সমানভাবে নাড়া দিত। তাই রামমোহনকে না জেনে আধুনিক ভারতের ইতিহাস পড়া মানে একটি দুর্বল ভিত্তির ওপর নড়বড়ে বাড়ি তৈরি করার মতো ব্যর্থ চেষ্টা।

সতীদাহ প্রথা বন্ধ বা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার বাইরেও রামমোহনের একটি বড় পরিচয় ছিল। তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম আধুনিক অর্থনৈতিক চিন্তাবিদ ও গবেষক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা আর ভারতীয় কৃষকদের ওপর শোষণের বিরুদ্ধে তিনি যে অর্থনৈতিক তত্ত্ব দিয়েছিলেন, তা সমসাময়িক ইউরোপীয় অর্থনীতিবিদদের মতোই উন্নত ছিল। ১৮৩১ সালে ইংল্যান্ডের কমন্স সভায় তিনি ভারতের রাজস্ব নীতি ও বিচার ব্যবস্থার ওপর একটি গভীর গবেষণামূলক দলিল জমা দেন। তিনিই প্রথম অকাট্য তথ্যের সাহায্যে দেখিয়েছিলেন কীভাবে এদেশ থেকে 'সম্পদ নিষ্কাশন' বা ঙ্গস্থ: দ্রু ঢত্রখষ্ঠত হচ্ছে, যা পরবর্তীকালে দাদাভাই নওরোজি আরও বিস্তারিতভাবে তাত্ত্বিক রূপ দেন। ভারতের লবণ শিল্পের ওপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া আধিপত্যের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম সরব হন এবং দেশীয় লবণ চাষীদের অধিকারের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন।

আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রেও রামমোহনের অনন্য অবদান ছিল। দিল্লির মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের দূত হিসেবে তাঁর ভাতা বৃদ্ধির দাবি নিয়ে তিনি বিলেত গিয়েছিলেন। সেখানে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তিনি যেভাবে আইনি লড়াই লড়েছিলেন, তা তৎকালীন কোনো ভারতীয়র পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন ছিল। তিনি শুধু নিজের দেশের কথাই ভাবেননি, আয়ারল্যান্ডের নিপীড়িত মানুষের ওপর ব্রিটিশ শোষণের বিরুদ্ধেও আন্তর্জাতিক স্তরে জোরালো আওয়াজ তুলেছিলেন। সমকালীন বিশ্বের রাজনীতি নিয়ে তাঁর এমন এক আশ্চর্য দূরদর্শিতা ছিল, যা আজকের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদেরও চমকে দেয়।

একইভাবে, নারীর সম্পত্তির অধিকার নিয়ে তিনি যে হিন্দু শাস্ত্রীয় গবেষণা করেছিলেন, তা আজও ভারতের নারী অধিকার আন্দোলনের এক অনন্য দলিল। জিমূতবাহনের 'দায়ভাগ' এবং বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরা' দর্শনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, প্রাচীন হিন্দু আইন নারীদের সম্পত্তির পূর্ণ অধিকার দিয়েছিল এবং পরবর্তীকালের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ চক্রান্ত করে তা হরণ করেছে। তাঁর এই গভীর শাস্ত্রীয় ও আইনি চর্চা সচরাচর সাধারণ মানুষের চোখে উপেক্ষিতই থেকে গেছে।

আজকের বিভেদের ভারতে দাঁড়িয়ে রামমোহনের আদর্শকে নতুন করে বোঝা খুব দরকার। আমরা যখন ধর্মের নামে বা জাতের নামে নিজেদের মধ্যে লড়াই করি, তখন রামমোহনের 'একেশ্বরবাদ' এবং সর্বধর্মসমন্বয়ের উদার দর্শন আমাদের মুক্তির পথ দেখাতে পারে। তিনি ধর্মকে বর্জন করতে বলেননি, বরং ধর্মের ভেতরের সংকীর্ণতা ও মেকি আচারসর্বস্বতাকে দূর করে এক উদার ও মানবিক ধর্মচেতনার কথা বলেছিলেন। আজ যখন সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে বিশ্বজুড়ে বিতর্ক চলছে, তখন মনে রাখা দরকার রামমোহনই ছিলেন ভারতের সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আদিপুরুষ। 'মিরাত-উল-আখবার' বা 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকার ওপর যখন সরকারি নিষেধাজ্ঞা এসেছিল, তিনি বুক চিতিয়ে রাজপথে লড়াই করেছিলেন।

তাই আধুনিক ভারতের মুক্তচিন্তা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং বিজ্ঞানমনস্কতার প্রতিটি প্রগতিশীল বাঁকে রামমোহন রায় আজও এক পরম প্রাসঙ্গিক নাম। ২২ মে তাঁর জন্মদিনে এই অনন্য মনীষীকে কেবল আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধা জানানোই যথেষ্ট নয়, তাঁর সেই যুক্তিবাদী ও গবেষক সত্তাকে নতুন করে আবিষ্কার করা আমাদের পরম জাতীয় কর্তব্য।।

চর্চাবাসর ১৫৬

পরিকাঠামো মূলত একটি পারিভাষিক শব্দ। এর আক্ষরিক অর্থ হলো;কোনো কিছুর ভিত্তিস্বরূপ বা কাঠামোবদ্ধ অবস্থা। এই পারিভাষিক শব্দটি ইংরেজি Infrastructure শব্দের বাংলা রূপ। ইংরেজি 'Infrastructure' শব্দটি এসেছে ফরাসি ও ল্যাটিন শব্দ থেকে;ফরাসি 'infra' (অর্থ নিচে বা অধীনে) এবং 'structure' (অর্থ কাঠামো বা নির্মাণ)।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

প্রাক্তন ডিসি শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের কান্দির প্রাসাদোপম বাড়িতে ইডি হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কান্দি: কালীঘাট থানার প্রাক্তন ওসি তথা কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডিসি শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের বাড়িতে চলছে ইডি হানা। শুক্রবার সকাল ১০টা নাগাদ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের ছয় সদস্যের প্রতিনিধি শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের কান্দির বাড়িতে পৌঁছয়। কান্দি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত বিশাল বাড়িটি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে কৌতূহল ছিল। শান্তনুবাবু বর্তমানে ইডি হেপাজতে রয়েছেন। ইডি হেপাজতে আসার পর থেকেই মানুষের কৌতূহল বেড়েছিল। এদিন ইডি হানা দেওয়ায় বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষের আগ্রহ আরও দ্বিগুণ বেড়েছে। বাড়িটির মূল ফটকে তালা ঝুলছিল। জানা গিয়েছে, ইডি'র প্রতিনিধি দল সেই তালা ভেঙেই ভিতরে ঢুকেছে। এরপর বেশ কিছুক্ষণ চলে তল্লাশি অভিযান। ওই বাড়ি থেকে বহু তথ্য মিলবে বলেই মনে করছেন অনেকে। যে তথ্য তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে বলেই মনে করা হচ্ছে। টাকার বিনিময়ে পুলিশের বদলি, হুমকি দিয়ে বিভিন্নভাবে তোলা আদায়-সহ একাধিক

অভিযোগে কালীঘাট থানার প্রাক্তন ওসি তথা কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডিসি শান্তনু সিংহ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করে ইডি। পাশাপাশি আর্থিক দুর্নীতি, তোলাবাজি, পুলিশ পোস্টিং-সহ একাধিক মামলায় জড়িত এই শান্তনু সিংহ বিশ্বাস। ঘটনায় জড়িত সোনা পাপ্পু (বিশ্বজিৎ পোদ্দার)-সহ আরও একজনকে ইডি হেপাজতে নিয়েছে। সেই মামলায় এবার ইডি স্ক্যানারে এসেছে শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের কান্দির প্রাসাদোপম বাড়িটি।

উল্লেখ্য, কান্দির ৮ নম্বর ওয়ার্ডে তাঁর পৈতৃক বাড়িটি দীর্ঘদিন ধরে ভগ্নাবশেষ অবস্থায় পড়েছিল। গত পাঁচ, ছ'বছর ধরে বাড়িটির সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। সংস্কারের কাজ এখনও শেষ হয়নি। সংস্কারের সময় বাইরের কোনও লোককে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না। ২৪ ঘণ্টা বেসরকারি সংস্থার সিকিউরিটি মোতায়েন করা ছিল। নতুন করে সংস্কার শুরুর পর থেকেই বাড়িটি নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতূহল বাড়ছিল। শান্তনু গ্রেপ্তার হওয়ার পর এবং শুক্রবার ইডি হানায় স্থানীয় মানুষের কৌতূহল দ্বিগুণ মাত্রায় বেড়েছে। প্রসঙ্গত, শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের বোন গৌরি সিংহ বিশ্বাস তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার সহকারি পুরপ্রধান। কয়েক দিন থেকে গৌরি বিশ্বাসেরও কোনও খোঁজ মিলছে না। কান্দি পুরসভার চেয়ারম্যান জয়দেব ঘটক বলেন, 'ব্যক্তিগত কাজে উনি বাইরে গিয়ে থাকতে পারেন। বিশাল এলাকাজুড়ে রয়েছে বাড়িটি। বাড়ির চারদিকের পাঁচিলের উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট থেকে বাড়িয়ে আট ফুট করা হয়েছে। ভিতরে রয়েছে বিশাল পুকুর। সুসজ্জিত বাগান। দ্বিতল ভবনে প্রায় ৩০টির বেশি ঘর রয়েছে। সেই বাড়িটি এখন ইডি স্ক্যানারে। আজ ছ'জনের ইডি প্রতিনিধি দল মূল ফটকের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকেছে। চলে তল্লাশি অভিযান।' এখন সবার নজর ওই বাড়ি থেকে কি কি তথ্য সংগ্রহ করেছে ইডি।

ভিডিওকলে অস্ত্র, বোমায় ওড়ানোর হুমকি মোদীর ঝালমুড়ি বিক্রেতাকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হুমকির জেরে আতঙ্কিত ঝাড়গ্রামের ঝালমুড়ি বিক্রেতা। নির্বাচনী প্রচারের সময় প্রধানমন্ত্রীর ঝালমুড়ি খাওয়ার ঘটনায় যিনি একসময় দেশজুড়ে পরিচিতি পেয়েছিলেন, এবার সেই ব্যবসায়ীকেই ঘিরে সামনে এল চাঞ্চল্যকর প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ। আন্তর্জাতিক নম্বর থেকে ফোন, হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ ও ভিডিও কলের মাধ্যমে লাগাতার ভয় দেখানো হচ্ছে বলে দাবি পরিবারের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে ঝাড়গ্রাম শহরে।

ঝাড়গ্রাম শহরের রাজ কলেজ মোড় এলাকার ঝালমুড়ি বিক্রেতা বিক্রমকুমার সাউ অভিযোগ করেছেন, গত কয়েকদিন ধরে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে একাধিক নম্বর থেকে ফোন আসছে। কখনও দোকান বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি, কখনও আবার ভিডিওকলে অস্ত্র দেখিয়ে আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজও করা হচ্ছে বলে দাবি পরিবারের সদস্যদের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমদিকে বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিলেও পরপর হুমকি আসতে শুরু করায় আতঙ্ক বেড়ে যায়। বর্তমানে নিরাপত্তার কারণে বিক্রম নিজে দোকানে বসছেন না বলেও খবর। পরিবার নিয়েও চরম উদ্বেগে রয়েছেন তিনি। এলাকাবাসীদের মধ্যেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে।বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও সাইবার বিশেষজ্ঞদের দল। যেসব আন্তর্জাতিক নম্বর থেকে ফোন ও ভিডিও কল এসেছে, সেগুলির উৎস খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে এলাকায় নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর। উল্লেখ্য, গত ১৯ এপ্রিল ঝাড়গ্রামে নির্বাচনী প্রচারে এসে সভা শেষে আচমকাই রাস্তার ধারের ওই দোকানে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে দাঁড়িয়েই ঝালমুড়ি খান তিনি। সেই মুহূর্তের ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল হয়েছিল। এরপর থেকেই আলোচনায় উঠে আসে ঝাড়গ্রামের ওই ছোট্ট দোকানটি। অন্যদিকে আতঙ্কিত বিক্রমের বক্তব্য, 'একটার পর একটা ফোন আসছে। পরিবার নিয়ে খুব ভয়ে আছি। দোকান উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। আমরা নিরাপত্তা চাই।' ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

'তৃণমূল দল আর থাকবে না'

অভিষেক তৃণমূল দলটাকে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিল, বিস্ফোরক আব্দুর রহিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: সরকার বদল হতেই তৃণমূল কংগ্রেসের যুবরাজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন একাধিক নেতা নেত্রী। এবার সেই তালিকায় নাম জড়ালো তৃণমূল কংগ্রেসের বাদুড়িয়া বিধানসভার বিদায়ী বিধায়ক কাজী আব্দুর রহিম ওরফে দিলু। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে টিকিট না পাওয়ার পর তিনি তার পুরাতন দল কংগ্রেসের টিকিটে লড়াই করে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বুরহানুল মুকাদ্দিম ওরফে লিটনের কাছে হেরে যান। তারপরেই তিনি মুখ খোলেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তোলাবাজ, তার ঔদ্ধত্ব যেন লাটসাহেব, বাকি সবাই চাকর বাকর। তৃণমূলের সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন হয়ে গেছে। তৃণমূল আর কখনওই ফিরবে না, তৃণমূলের নাম, নিশানা কিছুই থাকবে না। জালিয়াতি, চিটিংবাজী, তোলাবাজির উপরে এই দল চলছিল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাথা ফাটিয়ে যে দল তৈরি করেছিলেন, সেই দল তাঁর ভাইপো ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিল।' প্রকাশ্য সভামঞ্চ থেকে এভাবেই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন বাদুড়িয়ার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক কাজী আব্দুর রহিম। তিনি আরও বলেন, 'তৃণমূল দল আর থাকবে না। তৃণমূলের বর্তমান এমএলএ, এমপি'রা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তোলাবাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। অভিষেক তোলাবাজি, পয়সা ছাড়া কিছু চেনে না। ওকে যারা টাকা দিতে পেরেছে, তারাই নেতা হয়েছে। অভিষেকের এত সম্পত্তি কোথা থেকে এলো? কি করতেন উনি? বাংলার মানুষের মুখের রক্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পাহাড় পরিমান অর্থ জোগাড় করেছে, এর বিচার হবে। অভিষেক রেহাই পাবে না। আমি তৃণমূলে বিধায়ক থাকার সময় দেখেছি, পঞ্চায়েত ভোটে ছাপ্পা, পঞ্চায়েত লুঠ, তোলাবাজি, টিকিট বিক্রি, মানুষের কথা বলার অধিকার কেড়ে নেওয়া হতো। সেদিনই আমি বুঝেছিলাম অভিষেকের নেতৃত্বে এই দল আর থাকবে না, তৃণমূল বাংলা থেকে মুছে যাবে। পঞ্চায়েত ভোটে টিকিটের জন্য আমি টাকা দিতে পারিনি বলে আমার বুথের টিকিটটা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। সবাই এখন ঘরে ঢুকে গেছে কেউ এখন বেরোচ্ছে না।' অন্যদিকে, বাদুড়িয়ার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক কাজী আব্দুর রহিমের মন্তব্যকে সমর্থন করেছে রাজ্যের বর্তমান শাসক দল বিজেপি।

ত্রিদেব চক্রবর্তীকে শুভেচ্ছা বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দ্রকোনা: চন্দ্রকোনার গর্ব ত্রিদেব চক্রবর্তী। এবার পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের পঞ্চম স্থান অধিকার করে নজর কেড়েছে সে। বাবা একজন মুদি দোকানের

মালিক এবং মা গৃহবধূ। ছেলের এই অসাধারণ সাফল্যে খুশির হাওয়া পরিবার থেকে গোটা এলাকাজুড়ে। একইসঙ্গে ত্রিদেবের এই কৃতিত্বে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই। ভবিষ্যতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় ত্রিদেব চক্রবর্তী।

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মবার্ষিকী পালন খানাকুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভারতীয় নবজাগরণের 'জনক' রাজা রামমোহন রায়ের জন্মদিন এবারে সাড়ম্বরে পালিত হল খানাকুলের রাধানগরে। পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষের উদ্যোগে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মদিন পালনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বাদ্যযন্ত্র সহকারে শোভাযাত্রা হয়। বসে আঁকা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ওই এলাকার ছাত্রছাত্রীরা। ২৫২তম জন্ম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ, আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন ঐতিহ্যবাহী রাজা রামমোহন রায় মেলা বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়ে মানুষের মনে কৌতুহল জাগরিত হয়। প্রসঙ্গত, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল খানাকুলের ঐতিহ্যবাহী রামমোহন মেলা। আর তা নিয়ে খানাকুলবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করে। যদিও পুড়শুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ ও খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ ভোটের আগে বার বার বলেছেন, তারা ক্ষমতায় এলে খানাকুলের রাধানগরে রামমোহন মেলা আবার শুরু করা হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে রামমোহন মেলা শুরু হওয়ার বিষয়ে আশাবাদী মহকুমাবাসী। এখন দেখার ভারত পথিকের জন্মস্থানে রামমোহন মেলা শুরু হয় কিনা।

বেহাল পথ, নিকাশী ব্যবস্থা

তৃণমূলের প্রধানকে নিয়ে এলাকা পরিদর্শনে অন্ডালের বিজেপি নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: পঞ্চায়েতের কাছে অভিযোগ হয়েছে বহুবার কিন্তু কাজ হয়নি কিছুই। খানাখন্দে ভরা রাস্তা, আবর্জনায় ভরেছে নিকাশি নালা। এই অভিযোগকে সামনে রেখেই শুক্রবার অন্ডাল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ থানা রোড এলাকায় তৃণমূল পরিচালিত অন্ডাল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে এলাকা পরিদর্শ করে বিজেপি নেতৃত্ব।

সম্প্রতি রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দুর্নীতিতে লাগাম টানতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে প্রশাসন। বিভিন্ন এলাকায় সরকারি প্রকল্প ও উন্নয়নের কাজ খতিয়ে দেখার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। সেই আবহেই অন্ডালের পুরনো থানা রোড এলাকায় অন্ডাল পঞ্চায়েত প্রধান সরস্বতী বাউড়িকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে স্থানীয় বাসিন্দাদের সমস্যার কথা তুলে ধরলেন বিজেপির রানিগঞ্জ মণ্ডল ৪-এর সভাপতি রাখাল চন্দ্র দাস। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। মন্ডল সভাপতি রাখাল চন্দ্র দাসের অভিযোগ,'দীর্ঘদিন ধরে থানা রোড এলাকার নিকাশী ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে। নালা বুজে যাওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় জল জমে যাচ্ছে এবং সেই জল বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ছে। বর্ষা এলেই চরম দুর্ভোগের শিকার হন স্থানীয় বাসিন্দারা। বহুবার অভিযোগ জানানো হলেও, স্থায়ী সমাধানের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি পঞ্চায়েতের তরফে। উন্নয়নের নামে কাগজে বহু কাজ দেখানো হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে মানুষের ন্যূনতম পরিষেবারও অভাব রয়েছে। বর্ষার সময় জলবন্দি হয়ে পড়েন বহু মানুষ। রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। পাশাপাশি অসাধু জমি ব্যবসায়ীরা এলাকায় একাধিক পুকুর ভরাট করেছে বলে অভিযোগ। যদিও অন্ডাল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সরস্বতী বাউড়ি বলেন, 'মানুষের সমস্যার কথা শুনেছি। পঞ্চায়েতের তরফ থেকে যত দ্রুত সম্ভব কাজ করার চেষ্টা করা হবে। যেসব সমস্যা পঞ্চায়েতের একার পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়, সেগুলি ব্লক প্রশাসনকে জানানো হবে।' তবে বিজেপির মণ্ডল ৪-এর সভাপতি রাখাল বাবু প্রশ্ন তোলেন, বিগত সরকার পাড়ায় সমাধান নামে প্রকল্প এনেছিল প্রত্যেক বুথে বুথে দশ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছিল উন্নয়নের জন্য যদি সেই টাকা দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সেই টাকা গেল কোথায়? তৃণমূল নেতা কর্মীরা কাটমানি খেয়ে সেই টাকা আত্মসাৎ করেছেন। সেই নেতা, কর্মীরা আজ এই রাস্তার অবস্থা পুনরায় ফিরিয়ে আনুক বলে দাবি করেন তিনি।

মহিলা বিজেপি কর্মীদের অশ্লীল আচরণে ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মহিলা বিজেপি কর্মীদের অভব্য ভাষা এবং অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করার অভিযোগে এক তৃণমূল কর্মীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটে চাঁচল মহকুমার পুখুরিয়া থানার আড়াইডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের সবজিপাড়া এলাকায়। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, একাংশ মহিলা কর্মীদের প্রতি অশালীন অঙ্গভঙ্গির অভিযোগ তো রয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেও খারাপ ভাষায় কথা বলছিল ওই তৃণমূল কর্মী বলে অভিযোগ। আর এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এলাকার বিজেপির একদল মহিলা ও পুরুষ কর্মীরা। তারপরেই অভিযুক্তকে মদপ্য অবস্থায় হাতেনাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিক্ষোভকারীরা। শুক্রবার সকালে যখন অভিযুক্তকে চাঁচল মহাকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন পুখুরিয়া থানার সামনে একদল বিজেপির মহিলা কর্মীরা অভিযুক্ত ওই তৃণমূল কর্মীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে নতুন করে বিক্ষোভ দেখান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম তাজুল খান। তার বাড়ি সবজিপাড়া শিমলা এলাকায়। কয়েকদিন ধরেই ওই ব্যক্তি নিজেকে তৃণমূল কর্মী দাবি করেই গ্রামের রাস্তায় বিজেপি সমর্থিত মহিলাদের দেখলেই অশালীন আচরণ করছিল বলে অভিযোগ। এদিকে আড়াইডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় বিজেপির মণ্ডল সভাপতি শুভম সরকার বলেন, 'গত ১৫ বছর ধরে ওরা সন্ত্রাস, দুর্নীতি এবং নানাভাবে বিজেপির কর্মী, সমর্থকদের উপর অত্যাচার চালিয়ে এসেছে। কয়েকদিন ওই তৃণমূল কর্মী বিজেপির সমর্থিত মহিলাদের রাস্তায় দেখলেই অশালীন আচরণ করছিল। এরপরই অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।' তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, 'কেউ অন্যায় করলে তার জন্য পুলিশ এবং প্রশাসন আছে। ওই ব্যক্তি তৃণমূলের কোনও কর্মী নন, ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে।' লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু করেছে পুখুরিয়া থানার পুলিশ।

আগের সরকার বড় বড় গর্ত করে গিয়েছে সেগুলো বোজাতে হবে: দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: নতুন সরকারের মন্ত্রী হওয়ার পর প্রথমবার মেদিনীপুর শহরে এসে উন্নয়নের বার্তা দিলেন দিলীপ ঘোষ।

সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'আমার একটু পদোন্নতি হয়েছে, বড় কাজের দায়িত্ব পেয়ে প্রশাসনে যুক্ত হয়েছি। আমাদের সরকার কি করতে চাইছে সেটাই মানুষকে জানাচ্ছি। সব কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে,

যথা সময়ে শেষও হবে। তবে আর্থিক সমস্যা রয়েছে। টাকা-পয়সা নেই। আগের সরকার বড় বড় গর্ত করে গিয়েছে সেগুলো বোজাতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে গতকালও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছেন কথা বলতে। সামনে বাজেট রয়েছে। ১৮ জুন থেকে সেশন শুরু হবে ২২ জুন বাজেট পেশ হবে। সমস্ত বিভাগের নতুন করে বাজেট তৈরি হচ্ছে। আমি সোমবার আমার তিনটে দপ্তরকে নিয়ে বসবো। সব বিধায়ক মন্ত্রীরা কাজ করছেন।' ইডি রেড প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'হিংসা ও আর্থিক দুর্নীতির যত অভিযোগ ছিল সব তদন্ত হবে, সেই তদন্ত শুরু হয়ে গিয়েছে।' এদিন পশ্চিমবঙ্গের আলু চাষ, সংরক্ষণ ও রপ্তানি নিয়ে সরব হলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার সকালে সার্কিট হাউস মোড়ের সামনে উপস্থিত কর্মী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথোপকথনের সময় তিনি আলু সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত দিক নিয়েও আলোচনা করেন। দিলীপ ঘোষ জানান, 'নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় আলু সংরক্ষণ করা গেলে আলুতে সুগারের মাত্রা বাড়ে না। তবে সেই ধরনের আধুনিক সংরক্ষণ পদ্ধতির খরচ তুলনামূলক বেশি হওয়ায় অনেক হিমঘর মালিক তা ব্যবহার করেন না।' তিনি বলেন, 'একটা বিশেষ তাপমাত্রায় যদি আলু রাখা যায় তবে সুগারের মাত্রা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে। আমরা সেই ব্যবস্থাকে আরও বাড়ানোর চেষ্টা করছি।'

আলু রপ্তানি প্রসঙ্গেও এদিন সরব হন তিনি। বিগত তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'আগের সরকার বাংলার বাইরে আলু পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিল। এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন রাজ্যের আলু চাষিরা। পশ্চিমবঙ্গে যত পরিমাণ আলু উৎপাদন হয়, তার পুরোটা রাজ্যের মানুষ ব্যবহার করতে পারেন না। ফলে অন্য রাজ্যে রপ্তানি করা অত্যন্ত জরুরি।' মন্ত্রী পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান, 'বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৫৪০টি হিমঘর রয়েছে এবং সেখানে প্রায় ৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন আলু মজুত আছে। অন্যদিকে সারা বছরে রাজ্যের গড় আলুর চাহিদা প্রায় ৭১ লক্ষ মেট্রিক টন। অর্থাৎ শুধুমাত্র হিমঘরেই যে পরিমাণ আলু রয়েছে, তা রাজ্যের বার্ষিক চাহিদার থেকেও বেশি। এছাড়াও প্রায় ১০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু এখনও বাজার, কৃষকের বাড়ি এবং মাঠে রয়েছে।' দিলীপ ঘোষ বলেন, 'বাংলায় এত বেশি আলু উৎপাদন হয় যে তা শুধু রাজ্যের মধ্যে খরচ করে শেষ করা সম্ভব নয়। তাই বাংলার বাইরে আলু পাঠানো ছাড়া উপায় নেই। আলু চাষিদের স্বার্থ রক্ষা করতে হলে রপ্তানির পথ খোলা রাখতে হবে।'

তিনি আরও জানান, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলি থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এ বছর প্রচুর আলু চাষ হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, আগের সরকার রাজনৈতিক কারণে বাংলার বাইরে আলু পাঠানো বন্ধ করে দিয়ে কৃষকদের ক্ষতির মুখে ঠেলে দিয়েছিল।

কোন্নগরের অবৈধ টোল অফিস ভেঙে দিলেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পালাবদলের পরেই রাজ্যের সমস্ত অবৈধ টোলগেট বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ জারি করেছিল রাজ্য সরকার। তার পরেই জেলায় জেলায় চলছে বুলডোজার। কোন্নগরে চলল বুলডোজার, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অবৈধ টোল গেট ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন উত্তরপাড়ার বিজেপি বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী। কোন্নগর রেল স্টেশনের আন্ডারপাসেই ছিল টোল গেট। পুরসভা অনুমোদিত একটি সংস্থা এখানে নিয়মিত টাকা তুলত বলে অভিযোগ। শুক্রবার নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বুলডোজার চালিয়ে টোল অফিস ভেঙে দিলেন দীপাঞ্জন চক্রবর্তী। উত্তরপাড়ার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েই পুরসভার কাছ থেকে টোল আদায়ের অনুমতি সংক্রান্ত কাগজপত্র চেয়ে পাঠান দীপাঞ্জন। কিন্তু পুরসভা কিছু নথিই দেখাতে পারেনি বলে অভিযোগ তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে টোল আদায় বন্ধ করতে বলেন তিনি। এরপরেই এ দিন

বুলডোজার নিয়ে নিজেই পৌঁছে চান টোল গেটে। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন অফিস। দীপাঞ্জন বলেন, '২০০৮ সালে লিজ দেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে আর অনুমোদনপত্র রিনিউ করা হয়নি।' কোনও অবৈধ কাজ বরদাস্ত করা হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন দাসের কথায়, 'জেলা পরিষদের কাছে আমরা জানতে চেয়েছিলাম, লিখিত কোনও নির্দেশ আছে কি না। কিন্তু এখনও আমরা কোনও নির্দেশ পাইনি। ২০২২ সাল পর্যন্ত পুরসভা বছরে ১২ হাজার টাকা করে পেত। গত তিন বছরে সেটাকে ৫০ হাজার করেছি।'

অবৈধ পাচার রুখতে কাঁকসা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: অবৈধ বালিঘাট বন্ধের সুযোগ নিয়ে ৮ হাজারের বালি ১৬ হাজারে বিক্রি হচ্ছে। বিজেপি সরকারের ভাবমূর্তি খারাপ করার চক্রান্ত চলছে। দুর্গাপুরের প্রশাসনিক বৈঠক শেষ করে এই অভিযোগ তোলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর এই বিস্ফোরক অভিযোগের পরই অবৈধ বালির কারবার রুখতে বালিঘাটে অভিযানে নামে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর। শুক্রবার কাঁকসার অজয় নদের বালিঘাটে শুরু হয় জোরদার অভিযান। কাঁকসার বিদবিহারের নয়া কাঞ্চনপুর, শ্রীরামপুর, দুবরাজপুর কলোনি-সহ একাধিক ঘাটে অভিযান

চালান কাঁকসা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক মঞ্জু কাঞ্জিলালের নেতৃত্বে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকরা ও কাঁকসার মলনদিঘি ফাঁড়ির পুলিশ। অভিযোগ, তৃণমূল সরকারের আমলে এই এলাকায় অজয় নদে একাধিক অবৈধ বালিঘাট গজিয়ে উঠেছিল। সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে দিনের পর দিন পাচার হতো বালিভর্তি ট্রাক ও ডাম্পার। বিভিন্ন জায়গায় বালি মজুদ করে রেখে ট্রাক্টারে করেও পাচার হতো। রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন হতেই অবৈধ কারবারে লাগাম টানতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অবৈধ বালি, পাথর ও কয়লা পাচার রুখতে একাধিক কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার। সরকারের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে কোনও বেআইনি কাজ বরদাস্ত করা হবে না। আর সেই কারণেই এখন জেলায় জেলায় চলছে লাগাতার অভিযান। পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরেও অবৈধ বালির কারবার রুখতে প্রশাসনের এই অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার কালনা পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ওই নেতা কালনা পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তথা তৃণমূল নেতা। নাম অনিল বসু। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তাকে গ্রেপ্তার করে কালনা থানার পুলিশ। তার কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। শুক্রবার ধৃত ওই তৃণমূল নেতা দাবি করেন, তাকে রাজনৈতিকভাবে ফাঁসানো হয়েছে। এই বিষয়ে কালনার বিজেপি বিধায়ক সিদ্ধার্থ মজুমদার জানান, 'যত এইরকম দুষ্কৃতী আছে সকলকে ধরা উচিত। যারা গুন্ডামি করে, চুরি করে, দুর্নীতিতে জর্জরিত। এইরকম লোকেদের এখানে কোনও জায়গা নেই। পুলিশ যা ব্যবস্থা নেওয়ার তাই নেবে।'

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
এলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস: চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল,বালি মোড় ব্যান্ডেল, জেলা- হুগলী- পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২১০৩, ফোন নং-(০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেইল: zochinsurah@indianbank.co.in
শাখা- রাধাগোবিন্দনগর এবং হিন্দ মোটর

পরিশিষ্ট-৪[রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮ ও ৯ রুলের অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **০২.০২.২০২৬** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতাগণ **শ্রী প্রণবেশ সরকার,** পিতা- শ্রী হারাধন সরকার, শ্রীমতী প্রিয়া সরকার (দাস), পিতা- শ্রী বিমল দাস এবং মেসার্স এসএইচ ইনফোটেক, প্রোপ্রাইটর- শ্রী প্রণবেশ সরকার-কে আমাদের **রাধাগোবিন্দনগর এবং/অথবা হিন্দ মোটর শাখায়** নোটিশে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থাৎ **২০,৭৬,৩২৯.৩৩/- টাকা (কুড়ি লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার তিনশত ঊনত্রিশ টাকা তেত্রিশ পয়সা মাত্র) ০১.০২.২০২৬** তারিখ হিসাবে সেইসঙ্গে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ, চার্জ এবং খরচ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮ ও ৯ এর অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নিম্নেবর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, **২২শে মে, ২০২৬ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য **২০,৭৬,৩২৯.৩৩/- টাকা (কুড়ি লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার তিনশত ঊনত্রিশ টাকা তেত্রিশ পয়সা মাত্র) ০১.০২.২০২৬** তারিখ হিসাবে সেইসঙ্গে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ , চার্জ এবং খরচ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের এর ধার্য সাপেক্ষ হবে। আমরা ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে ও।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাপ ১ কাঠা ৮ ছটাক এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন (হোল্ডিং নং ২৪/৩, বিবেকানন্দ কলোনি, নং ২), অবস্থিত জেলা -হুগলি, থানা : উত্তরপাড়া কোৎরং, উত্তরপাড়া কোৎরং পুরসবা অধীন, আরএস /সিএস খতিয়ান নং ১৩৫৮ এবং আরএস/সিএস দাগ নং ৯০৯, এলআর দাগ নং ৪০৯৯,মৌজা : কোৎরং, জেএল নং ৮, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৩৫২৯- ২০১৬ সালের রেজিস্ট্রিকৃত অফিস অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার উত্তরপাড়া, সম্পত্তি শ্রী প্রণবেশ সরকার এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে :** সম্পত্তি আরএস দাগ নং ৯০৪ এবং ১৮ পুট চওড়া রোড। **দক্ষিণে :** সম্পত্তি আরসে দাগ নং ৯১০। **পূর্বে :** সম্পত্তি আরএস দাগ নং ৯০৯। **পশ্চিমে :** ১৮ ফুট চওড়া রোড।

তারিখ: ২২.০৫.২০২৬ স্বা/-
স্থান: উত্তরপাড়া কোতরং অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাংক)

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট ৪ [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের বুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৫.১২.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **মেসার্স সিংঘম এন্টারপ্রাইজেস স্বত্বাধিকারী শ্রী অভিষেক সিংঘ/জামিনদাতা শ্রীমতী তৃপ্তি সিংঘ,** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২২,৩৪,৯৩৬.৭৪ টাকা (বাইশ লাখ চৌত্রিশ হাজার নশো ছত্রিশ টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **২০ মে ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া পরিমাণ **২২,৩৪,৯৩৬.৭৪ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমির পরিমাপ ২ কাঠা অবস্থিত আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫৫ আরএস খতিয়ান নং ১৮, এলআর খতিয়ান নং ২৯০০, মৌজা- সাহেবগঞ্জ, জেএল নং ২৫, থানা : রানিগঞ্জ, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, **উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ০২০৪০৪৭৯৫ তারিখ ১৯.০৯.২০১৮, সম্পত্তি শ্রীমতি তৃপ্তি সিংহ এর নামে।**
চৌহদ্দি : উত্তরে : তারক সিংহ এর জমি। দক্ষিণে : অভিষেক সিংহ এর জমি। পূর্বে : সড়ক। পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি।

তারিখ : ২০.০৫.২০২৬ স্থান : রানীগনি অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

সন্তান খুনের দায়ে মা-বাবার যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তিনটি কন্যা সন্তানের পর চতুর্থটিও কন্যা সন্তান হওয়ায় শ্বাসরোধ করে খুন করে নাইলনের ব্যাগে ভরে খালে জলে ফেলে দিয়েছিলেন নিজের বাবা-মা। ডিএনএ পরীক্ষায় ঘুরে গিয়েছিল মামলার মোড়। এরপর গ্রেপ্তার হয় দু'জন। সন্তান খুনের দায়ে ৬ বছর পর চুঁচুড়া আদালত মা-বাবা দু'জনকেই যাবজ্জীবন সাজা দিল। ২০২০ সালের ২৪ শে ডিসেম্বর পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত মানুসমারি গ্রামের বাড়িতেই পূর্ণিমা টুডুর চতুর্থ কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। অভিযোগ, ওই দিনই স্বামী নারায়ণ টুডুকে সঙ্গে নিয়ে শ্বাসরোধ করে সদ্যোজাতকে খুন করেন তাঁরা। এবং বাড়ির কাছেই খালে ফেলে দেওয়া হয় সদ্যোজাতর দেহ। পান্ডুয়া থানার পুলিশ অফিসার বুদ্ধদেব সরকার ঘটনার তদন্ত নামেন ঘটনার কিনারা করেন। বৃহস্পতিবার হুগলি জেলা মুখ্য সরকারি আইনজীবী শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় জানান, মামলায় ১৭ জনের সাক্ষীর ভিত্তিতে চুঁচুড়ার তৃতীয় দায়রা আদালতের বিচারক কৌস্তভ মুখোপাধ্যায় অভিযুক্তদের ৩০২ ধারায় যাবজ্জীবন ও দশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায় ৬ মাসের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।'

পুকুর ভরাট নিয়ে মালিককে হুঁশিয়ারি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: মেঘ না চাইতে জল, নবনির্বাচিত বিধায়ক এলাকায় গেলে এলাকার মানুষ তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। কিন্তু এইভাবে বিধায়ককে পাশে পাবেন তারা স্বপ্ন ভাবতে পারেননি, এলাকায় বেশ কয়েক বছর ধরে পুকুর ভরাট করেছে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। বিভিন্ন জায়গায় চিঠি পাঠিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। স্বয়ং বিধায়ক সেই কথা শুনতে পেরে পুকুর মালিকের বাড়ির সামনে গিয়ে বাড়ির মালিকের কাছে জানিয়ে আসেন পুকুরের আগের রূপ ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। না হলে তার ব্যবস্থা তিনি স্বয়ং নেবেন বলে জানিয়ে দেন। ঘটনাটি কালনার সাতগেছিয়া পঞ্চায়েত এলাকার।

এদিন এলাকাবাসি বিধায়ককে পেয়ে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেন। এবং বিধায়ক জানান কয়েকদিন পরে এসে ওই পুকুরের আগের রূপ দেখতে তিনি আসবেন। নতুন বিধায়কের প্রতিশ্রুতি পেয়ে আপ্লুত গ্রামবাসীরা।

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

দখল বিজ্ঞপ্তি
[রুল-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যাণ্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যাণ্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট অ্যাক্ট 2002-এর অধীনে এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিমিটেড (পূর্বেকার এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিঃ)-এর অনুমোদিত আধিকারিক হওয়ায় এবং সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, 2002-এর [রুল 3] সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13(12) দ্বারা নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করে, দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে পেমেন্ট/আদায় পর্যন্ত অধিকন্তু সুদ ও অন্যান্য মাসুল সহ একত্রে কথিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে নিম্নে যুক্ত করা দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারদের তলব করে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সর্বসাধারণের কাছে বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এই বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত রুলের রুল 8 সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13 অধীনে তাঁর উপর নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করার অধীনে এরমধ্যে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
KOLHL18000853, KOLHL18000859	1. রূপম দাস - ঋণগ্রহীতা 2. ঋতিকা দাস - সহ-ঋণগ্রহীতা	**অনুসূচি-।** ফ্ল্যাটের সমস্ত খণ্ড ও অংশের বিবরণ : দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত, পরিসর নং - 82, আর.এন. গুহ রোড, পোঃ অঃ মতিঝিল, কোলকাতা - 700074'য়ে, ওয়ার্ড নং 8, হোল্ডিং নং 425'য়ে, আর.এস. খতিয়ান নং 155 অধীনে, আর.এস. দাগ নং 354,356-এর অংশে সম্বলিত জে.এল. নং 19, আর.এস. নং 237, তৌজি নং 1070/2834'য়ে কথিত নীচের জমিতে অবিভক্ত এবং বা আনুপাতিক ভাগীদারি বা স্বার্থের সঙ্গে একত্রে পুষ্পনীড় অ্যাপার্টমেন্ট হিসাবে পরিচিত ইমারতে, ফোর্থ ফ্লোরে থাকা আনুমানিক 812 বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া যুক্ত ফ্ল্যাট নং 4এইচ (উত্তর-পূর্ব মুখী)।	13/03/2026	12/03/2026 তারিখের হিসাবে টাঃ22,47,160.14/- (টাকা বাইশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার একশো ষাট এবং চোদ্দ পয়সা মাত্র।)	20-05-2026 প্রতীকমূলক দখল
KOLHL19000195, KOLHL19000196, KOLHL19000221	1. অবিনাশ বাগড়ী - ঋণগ্রহীতা 2. অন্নপূর্ণা বাগড়ী - সহ-ঋণগ্রহীতা	**অনুসূচি-।** ফ্ল্যাটের সমস্ত খণ্ড ও অংশের বিবরণ : সরাসরি নীচের জমিতে ও কথিত ইমারতের অংশ গঠন করা অবিভক্ত আনুপাতিক ভাগীদারি বা স্বার্থের সঙ্গে একত্রে এবং কথিত পরিসরে সম্বলিত সকল কমন ভাগের অংশের এরিয়াতে তথা সুবিধার সঙ্গে একত্রে দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির চৌহদ্দির মধ্যে, মৌজা : কালিদহ, জে.এল. নং 23, আর.এস. নং 16, তৌজি নং 1298/2833, জিডি-1, সাব ডি-16, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং 4635, 4636,4637, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, আর.এস. খতিয়ান নং 257, 352, 277, 2061, 291, হোল্ডিং নং 671 (নতুন), এস.এইচ.কে.বি. সরণী, থানা : দমদম, জেলা : 24 পরগণা (উত্তর), ওয়ার্ড নং 18'তে থাকা ও অবস্থিত 3 বিঘা, 15 কাঠা, 14 ছটাক, 18 বর্গফুট পরিমাপের পরিসর জমির ওপর নির্মিত ''ভবানী সানভ্যালী'' হিসাবে পরিচিত প্রোজেক্টে, গ্রাউণ্ড ফ্লোরে কম-বেশী প্রায় 120 বর্গফুট পরিমাপের সুপার বিল্ট-আপ এরিয়াতে একটা কমন বরাদ্দ করা কার পার্কিং স্থানের সঙ্গে একত্রে ব্লক-IID-এর ফোর্থ ফ্লোরে, ফ্ল্যাট নং 19 হওয়া একটা ব্যালকনি সম্বলিত সামান্য কম-বেশী প্রায় 1600 বর্গফুট (সুপার বিল্ট-আপ) এরিয়া পরিমাপের ফ্ল্যাট।	10/03/2026	05/03/2026 তারিখের হিসাবে টাঃ44,02,600.88/- (টাকা চুয়াল্লিশ লাখ দুই হাজার ছয়শো এবং অষ্টআশি পয়সা মাত্র।)	20-05-2026 প্রতীকমূলক দখল
KOLHL17000338	1. দীনেশ বোদক, ঋণগ্রহীতা হিসাবে 2. জয়া বোদক - সহ-ঋণগ্রহীতা 3. মেসার্স দীনেশ কেবেল নেটওয়ার্ক (ইহার মালিক দীনেশ বোদক'র মাধ্যমে) - সহ-ঋণগ্রহীতা	**অনুসূচি-।** সমস্ত খণ্ড ও অংশ জমির মোট পরিমাপ 2 কাঠা 12 ছটাকের সঙ্গে একত্রে উহার ওপর অধিষ্ঠিত 100 বর্গফুট পরিমাপের কাঠামো, যেটা হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের চৌহদ্দির মধ্যে, ওয়ার্ড নং 8 অধীনে, থানা - বালি, জেলা - হাওড়াতে, পরিসর নং 242/4পি, বেনেরাস রোডে, দাগ নং 372, খতিয়ান নং 57'য়ে সম্বলিত, মৌজা - বেলগাছিয়া, জে.এল. নং 8'য়ে আছে ও অবস্থিত। চতুর্সীমা - পূর্বদিকে - স্বর্গীয় অশ্বিনী বর্ধন'র সম্পত্তি। পশ্চিমদিকে - 4 (চার) ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ। উত্তরদিকে - দাগ নং 352-এর অংশ। দক্ষিণদিকে - শ্রীমতী সুমিত্রা ভৌমিক'র সম্পত্তি।	13/03/2026	13/03/2026 তারিখের হিসাবে টাঃ20,37,764.42/- (টাকা কুড়ি লাখ সাঁইত্রিশ হাজার সাতশো চৌষট্টি এবং বিয়াল্লিশ পয়সা মাত্র।)	20-05-2026 প্রতীকমূলক দখল

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 23.05.2026
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

বैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI
Relationship beyond banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
জোনাল অফিস : হাওড়া জোন
৫ বিটিএম সরণি, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০০১

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
(সারফেইসি আইন, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু ব্যাঙ্ক তার পাওনা ঋণ আদায়ের জন্য সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সারফেইসি) এর ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে তার অনুমোদিত কর্মকর্তার মাধ্যমে নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলি ই-নিলামে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ নাম এবং ঠিকানা/শাখা	সম্পত্তির বিস্তারিত	নির্ধারিত ঋণ/ বকেয়া পরিমাণ	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য এবং ইএমডি
শাখা : শ্রীরামপুর, **এ/সি -শ্রী রাকেশ কুমার হেলা (ঋণগ্রহীতা),** **শ্রীমতি রুমা হেলা (সহ - ঋণগ্রহীতা),** **ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৪০১, ৫মতল, কৃত্তিকা স্টার অ্যাপার্টমেন্ট, ১৯/এ, মুখার্জি পাড়া লেন, শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, পিন - ৭১২২০১।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪০১ , ৫মতলে, বহুতল ভবনে নাম কৃত্তিকা স্টার, পরিমাপ ৯০০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) অবস্থিত ১৯/এ, মুখার্জি পাড়া লেন, মৌজা : শ্রীরামপুর, জেএল নং ১৩, ওয়ার্ড নং ৭, আরএস দাগ নং ১৭১৯ এবং ১৭১৯/১১২২৫, আরএস খতিয়ান নং ৩৮২৯, এলআর দাগ নং ২৬৯২ এবং ২৬৯৩, এলআর খতিয়ান নং ৩১৬৯৩ এবং ৩১৬৯৫, পো এবং থানা : শ্রীরামপুর, পিন - ৭১২২০১, শ্রীরামপুর এডিএসআর, সম্পত্তি শ্রী রাকেশ কুমার হেলা এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** অগ্নিশা অ্যাপার্টমেন্ট এর সম্পত্তি। **দক্ষিণে :** গোপাল চন্দ্র দে এর সম্পত্তি। **পূর্বে :** দেবজিৎ মিত্র এর সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা। **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা। **পূর্বে :** সিঁড়ি, সাধারণ চলার পথ এবং লিফট। **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	২৯,০০,২৪৬.৩০ টাকা ইউসিআই সহ এবং ব্যয় পরবর্তী	দাবি নোটিশের তারিখ ১৮.০৩.২০২৫ প্রতীকী দখলের তারিখ ২৮.০৫.২০২৫	সংরক্ষিত মূল্য ৩০,৪৬,০০০ টাকা ইএমডি ৩,০৪,৬০০ টাকা
শাখা: বালিবাজার। **এ/সি- শ্রী সুরজিৎ বোধক (ঋণগ্রহীতা),** **ঠিকানা :** পিতা বীরেন বোধক, গ্রাম : জয়পুর বিল, ক্রিস্টান পাড়া, পো -জয়পুর বিল,থানা : লিলুয়া, জেলা : হাওড়া , পিন - ৭১১২০৫। **জামিনদাতা : শ্রীমতি সুচিত্রা বোধক,** **ঠিকানা :** স্বামী সুরজিৎ বোধক, গ্রাম : জয়পুর বিল, ক্রিস্টান পাড়া, পো -জয়পুর বিল,থানা : লিলুয়া, জেলা : হাওড়া, পিন - ৭১১২০৫	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং এফ ৪, ৬ষ্ঠতলে, ব্লক -এ, জি-৫(ছয়) তলা বসবাসের ভবন নাম মা মনসা অ্যাপার্টমেন্ট, রাজচন্দ্রপুর দেওয়ান চক পরিমাপ এসবিইউএ-৭৫০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা- বালি, জেএল নং ১৪, আরএস দাগ নং ১৫৭৯, ১৫৭৬ এবং ১৫৭৫, আরএস খতিয়ান নং ২৯০০, ২৯০৬, ২৯০২, পো : ঘোষপাড়া, থানা : নিশ্চিন্দা, পূর্বতন বালি,জেলা: হাওড়া, নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পিন - ৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গ, সম্পত্তি শ্রী সুরজিৎ বোধক এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে** ১৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **দক্ষিণে :** রাসবিহারী বর্ধন এর সম্পত্তি। **পূর্বে :** পঞ্চায়েত রোড। **পশ্চিমে :** আনন্দ সরকারের সম্পত্তি। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে** ফ্ল্যাট নং এফ৩। **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা। **পূর্বে :** খোলা জায়গা। **পশ্চিমে :** সিঁড়ি এবং লবি।	১২,৭৩,০০০ টাকা ইউসিআই সহ এবং ব্যয় পরবর্তী	দাবি নোটিশের তারিখ ১৮.০৪.২০২১ প্রতীকী দখলের তারিখ ২৬.০৭.২০২১	সংরক্ষিত মূল্য ১৭,৯০,০০০ টাকা ইএমডি ১,৭৯,০০০ টাকা

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ০৯.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
পর্যবেক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করুন

নিয়ম এবং শর্তাদি :

১. **নিলাম বিক্রয়/বিডিং শুধুমাত্র https//BAANKNET.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ''অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং'' প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে।**
২. **নিলামের তারিখ ও সময় ০৯.০৬.২০২৬, সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সকল সম্পত্তির জন্য, এরপর প্রতিবার ১০ মিনিট করে অনির্দিষ্টকালের জন্য সময় বাড়ানো যাবে, অর্থাৎ, শেষ ১০ মিনিটে কোনো বৈধ বিড পাওয়া গেলে নিলামের সময় আরও ১০ মিনিট বাড়ানো হবে।** শেষ ১০ মিনিটে কোনো বৈধ বিড না আসা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের এক ধাপ উপরে নিলাম শুরু হবে। **বিডারদের তাদের প্রস্তাব ১০,০০০ টাকার (শুধুমাত্র দশ হাজার টাকা) গুণিতকে উন্নত করতে হবে। আগ্রহী পক্ষগণ ২৩.০৫.২০২৬ থেকে ০৮.০৬.২০২৬ পর্যন্ত সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টার মধ্যে সাইটে সম্পত্তি পরিদর্শন করতে পারবেন।**
৩. **আগ্রহী দরদাতাদের https//BAANKNET.com পোর্টালে তাদের নাম নিবন্ধন করে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে হবে।** সম্ভাব্য দরদাতারা নিলামের জন্য কীভাবে নিবন্ধন করতে হবে, নিলামের পদ্ধতি এবং অনুসরণীয় অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্পর্কে উপরোক্ত লিঙ্কে জানতে পারবেন। যেকোনো জিজ্ঞাসার জন্য আগ্রহী দরদাতারা **শ্রী নিহার রঞ্জন কুয়ানর- মোবাইল ৭০০৮৩৭৩৪২৬ অথবা শ্রী অভিষেক দোলুই- মোবাইল ৮২৭৬৮০৩৫১৩-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।**
৪. দরদাতাদের আগে থেকেই কিছু আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে, যেমন :
ক. দরদাতা/ক্রেতা নিবন্ধন দরদাতাকে মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি ব্যবহার করে ই-নিলাম পোর্টাল **https//BAANKNET.com**-এ নিবন্ধন করতে হবে।
খ. কেওয়াইসি যাচাইকরণ দরদাতাকে প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা কেওয়াইসি নথিগুলি যাচাই করা হবে (এতে ২ দিন সময় লাগতে পারে)।
গ. গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি-র অর্থ স্থানান্তর ই-নিলাম পোর্টালে তৈরি চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/ট্রান্সফারের মাধ্যমে অনলাইন/অফলাইনে তহবিল স্থানান্তর করতে হবে। সম্ভাব্য দরদাতারা বিস্তারিত তথ্যের জন্য **https//BAANKNET.com** দেখতে পারেন।
৫. অনলাইনে জমা দেওয়া দরপত্রের ফর্মের একটি অনুলিপি, সাথে সংযুক্ত কাগজপত্রসহ, **অনুমোদিত কর্মকর্তা, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোনাল অফিস, ৫, বি.টি.এম. সরণি, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০০১-এর ঠিকানায় পাঠাতে হবে অথবা এর সফট কপি ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠাতে হবে ARD.Howrah@bankofindia.bank.in এই ইমেইলটি ০৯.০৬.২০২৬ তারিখের আগে পৌঁছানোর জন্য পাঠাতে হবে।**
৬. উপরোক্ত সম্পত্তি/সম্পদসমূহ **''যেমন আছে যেখানে আছে'' ভিত্তিতে, ''যেমন আছে যা আছে'' ভিত্তিতে এবং ''কোনো প্রতিকার ছাড়াই''** বিক্রি করা হবে। আগ্রহী দরদাতাদের তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার পূর্বে, নিলামে তোলা সম্পত্তির উপর থাকা দায়, মালিকানার স্বত্ব এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া, এবং ভৌত দখল গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও খরচ (প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তির ক্ষেত্রে) সম্পর্কে নিজস্ব অনুসন্ধান করে নিতে হবে। সম্পত্তি কর, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি সহ সমস্ত বকেয়া বিধিবদ্ধ পাওনা সফল দরদাতা বহন করবেন। অনুমোদিত কর্মকর্তা/সুরক্ষিত ঋণদাতা কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া/দায়বদ্ধতার জন্য এবং ভৌত দখল গ্রহণের ক্ষেত্রে (প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তির ক্ষেত্রে) জড়িত কোনো বিলম্ব, খরচ এবং/অথবা আইনি সমস্যার জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।
৭. উপরের তফসিলে উল্লেখিত বিবরণসমূহ অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংকের সর্বোত্তম তথ্য অনুযায়ী বিবৃত করা হয়েছে। এই গণবিজ্ঞপ্তিতে কোনো ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং/অথবা ব্যাংক দায়ী থাকবে না।
৮. উল্লিখিত সম্পত্তিগুলো উপরে উল্লেখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না। আগ্রহী দরদাতাদের **https//BAANKNET.com**-এ প্রদত্ত ওয়ালেটে উপরে উল্লিখিত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
৯. **আগ্রহী দরদাতাদের নিলামের তারিখের অনেক আগেই, যেকোনো অবস্থায় ০৯.০৬.২০২৬ তারিখ বিকাল ৫.০০টার মধ্যে, উপরে উল্লিখিত পোর্টালে নিজেদের নিবন্ধন করতে হবে এবং ইএমডি-এর টাকা জমা দিতে হবে।**
১০. **সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে, বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তার দ্বারা দর গৃহীত হওয়ার পর অবিলম্বে অর্থাৎ একই দিনে অথবা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে, ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সহ মোট দরের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে, অন্যথায় ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।** সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির সফল দরদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে, তবে শর্ত থাকে যে দরদাতাকে অবশ্যই আইনত দর দেওয়ার যোগ্য হতে হবে।
১১. **অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক বিক্রয় দরপত্র গ্রহণ/নিশ্চিতকরণের ১৫ দিনের মধ্যে (ব্যাংকিং কার্যঘণ্টার মধ্যে) দরপত্র/ক্রয়মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ পরিশোধ করতে হবে। সফল দরদাতা অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে, তার দ্বারা ইতিমধ্যে জমা করা অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংক সম্পত্তিটির নতুন নিলাম পরিচালনা করার স্বাধীনতা পাবে এবং অর্থ প্রদানে ব্যর্থ ক্রেতা/দরদাতার সম্পত্তির উপর, বা প্রদত্ত কোনো অর্থের উপর, বা যে মূল্যে সম্পত্তিটি পরবর্তীতে বিক্রি করা হতে পারে তার কোনো অংশের উপর যেকোনো দাবি বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে।**
১২. সম্পূর্ণ বিক্রয়মূল্য প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত কর্মকর্তা দরদাতার নামে বিক্রয় সনদপত্র জারি করবেন এবং এরপর বিক্রয়টি সম্পূর্ণ বলে গণ্য হবে এবং ব্যাংক কোনো দাবি গ্রহণ করবে না।
১৩. অসফল দরদাতার ইএমডি (আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট) কোনো সুদ/খরচ/চার্জ ছাড়াই ফেরত দেওয়া হবে।
১৪. অনুমোদিত কর্মকর্তা সর্বোচ্চ দর বা যেকোনো বা সমস্ত দর গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত দর গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার এবং কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই তার সম্পূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয় স্থগিত/বিলম্বিত/বাতিল করার বা বিক্রয়ের যেকোনো শর্তাবলী পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
১৫. সফল দরদাতা/ক্রেতা হস্তান্তর দলিলের জন্য প্রদেয় সমস্ত চার্জ/ফি, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস (যদি থাকে) সহ সমস্ত কর বহন করবেন।
১৬. এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) অনুসারে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / অগ্রিমের বন্ধকদাতাদের জন্য পনেরো দিনের নোটিশ।
১৭. আরও বিস্তারিত তথ্য, প্রক্রিয়া সম্মতি এবং শর্তাবলী ডাউনলোড করার জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন **https//www.bankofindia.co.in/www.bankofindia.bank.in**

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৩.০৫.২০২৬

অনুমোদিত কর্মকর্তা
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোন

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI
Relationship beyond banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
হাওড়া জোন
৫ বিটিএম সরণি, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০০১

ভেহিকেলের ই-নিলাম বিক্রয়

নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ০৯.০৬.২০২৬ তারিখে

দায়বদ্ধ (ভেহিকেলস) সম্পদসমূহের বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে যে, ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে একাধিকবার ব্যাঙ্কের নিকট নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ বকেয়া পরিশোধের জন্য নোটিশ পাঠানোর পরও ব্যাঙ্কের ভেহিকেল লোনের বকেয়া দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে ব্যাঙ্ক নিম্নোক্ত ভেহিকেলগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে। **ভেহিকেল অনলাইনে ই-নিলাম/ডাকের মাধ্যমে ওয়েবসাইট মাধ্যমে https://baanknet.com/eauction-psb ০৯.০৬.২০২৬ তারিখে সকাল ১১ টা থেকে ৫ টার মধ্যে বিক্রি করা হবে। ভেহিকেল ''যেখানে যেমন আছে'', ''যা আছে'', ''যে অবস্থায় আছে''** ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার বকেয়া পরিমাণ ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের সারণিতে উল্লিখিত মতে কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ, বকেয়া পরিমাণ, অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নে প্রদত্ত হল।
ঋণগ্রহীতাগণকে আবারও একবার উক্ত তারিখের পূর্বে ব্যাঙ্কের মোট বকেয়া সুদ , শুল্ক, ব্যয় সহ পরিশোধ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে এবং আপনাদের ভেহিকেল হেফাজতে নিতে, ব্যর্থ হলে তা বিক্রি করা হবে এবং আপনাদের অ্যাকাউন্টে তা সমন্বিত হবে।

ক্রম নং	শাখা (যোগোযোগ নং)/ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা/বকেয়া পরিমাণ	ভেহিকেলের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য বায়না জমা (ইএমডি) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ	পার্কিং বিস্তারিত
১	**ডানকুনি শাখা** (যোগাযোগ নং : মো : ৭০০৮৩৭৩৪২৬/ ৮২৭৬৮০৩৫১৩) / **ঋণগ্রহীতা : শ্রী ভারত সিং** **ঠিকানা :** পিতা শিবান্দন সিং, খাকি এস্টেট, সি১/১০৭, সিটি সেন্টার ২ এর নিকট, অ্যাকশন এরিয়া ২ডি,কলকাতা ৭০০১৬১/ **মোট বকেয়া ৮৯,২৫,৪৮৩.১০ টাকা এবং অধার্য সুদ প্রযোজ্য হারে** অন্যান্য শুল্ক এবং ব্যয় ১০.০৬.২০২৫ থেকে কার্যকর।	**মেক :** টাটা মোটরস লি। **মডেল নাম :** TATA SIGNA 5530 S BSVI 4*2 **ইঞ্জিন নং :** 42D95463352 **চেসিস নং :** MAT828048RAD06096 **রেজি নং :** JH 10CW 5967	২৩,৪৮,০০০ টাকা ২,৩৪,৮০০ টাকা ১০,০০০ টাকা	খুনজা পার্কিং পানাগড় বাজার, নতুনপাড়া কাঁকসা, প্রয়াগপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩১৪৮।
১	**ডানকুনি শাখা** (যোগাযোগ নং : মো : ৭০০৮৩৭৩৪২৬/ ৮২৭৬৮০৩৫১৩) **ঋণগ্রহীতা : শ্রী ভারত সিং** **ঠিকানা :** পিতা শিবান্দন সিং, খাকি এস্টেট, সি১/১০৭, সিটি সেন্টার ২ এর নিকট, অ্যাকশন এরিয়া ২ডি,কলকাতা ৭০০১৬১/ **মোট বকেয়া ৮৯,২৫,৪৮৩.১০ টাকা এবং অধার্য সুদ প্রযোজ্য হারে** অন্যান্য শুল্ক এবং ব্যয় ১০.০৬.২০২৫ থেকে কার্যকর।	**মেক :** টাটা মোটরস লি। **মডেল নাম :** TATASIGNA5530 S BSVI 4X2 **ইঞ্জিন নং :** 42D95463358 **চেসিস নং :** MAT828048RAD05926 **রেজি নং :** JH 10CW 1412	২৫,২০,০০০ টাকা ২,৫২,০০০ টাকা ১০,০০০ টাকা	খুনজা পার্কিং পানাগড় বাজার, নতুনপাড়া কাঁকসা, প্রয়াগপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩১৪৮।

যানবাহন পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ২৩.০৫.২০২৬ থেকে ০৮.০৬.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৩.০০ টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট স্টক ইয়ার্ডে।
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ০৯-০৬-২০২৬ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত

নিয়ম এবং শর্তাবলী

১) নিলাম বিক্রয় / বিডিং শুধুমাত্র **''অনলাইন বিডিং প্রক্রিয়া'' এর মাধ্যমে ''যেখানে যেমন আছে'' এবং ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যে অবস্থায় আছে''** ভিত্তিতে ওয়েবসাইট/ই-নিলাম পোর্টাল **https://baanknet.com/eauction-psb/** এর মাধ্যমে করা হবে।
২) নিলামের তারিখের অনেক আগে BAANKNET দ্বারা অনুসরণ করা পদ্ধতি অনুসারে প্রয়োজনীয় KYC নথি এবং নিবন্ধন ফি প্রদান করে BAANKNET-এ নিজেদের নিবন্ধিত করতে হবে।
৩) **ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ০৯-০৬-২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত, প্রতিটি সম্পত্তির জন্য ১০ মিনিটের স্বয়ংক্রিয় এক্সটেনশন সহ। ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৯.০৬.২০২৬ বিকাল ৫টা পর্যন্ত।** নিলাম সংরক্ষিত মূল্য এবং প্রথম বর্ধিত মূল্যের উপর শুরু হবে। সম্পত্তি সংরক্ষিত মূল্য এবং প্রথম বর্ধিত মূল্যের নীচে বিক্রি করা হবে না।
৪) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS ট্রান্সফারের মাধ্যমে BAANKNET-এ রক্ষিত তার দরদাতার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে **https://baanknet.com/eauction-psb**/-এর মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে।
৫) ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলামের তারিখের কমপক্ষে একদিন আগে ইএমডি স্থানান্তরিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে BAANKNET-এ রক্ষিত তার ওয়ালেটে ইএমডির পরিমাণ প্রতিফলিত হচ্ছে।
৬) অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংকের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুসারে, সম্পত্তি/গুলি সম্পর্কে কোনও দায়বদ্ধতা নেই। তবে, ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের দর জমা দেওয়ার আগে, নিলামে তোলা সম্পত্তি/গুলি সম্পর্কে দায়বদ্ধতা, মালিকানা/দাবি/বকেয়া সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপনটি কোনও প্রতিশ্রুতি বা ব্যাংকের কোনও প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং এটিকে বিবেচনা করা হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাংকের জানা বা অজানা, বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত দায়বদ্ধতা সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত কর্মকর্তা/সুরক্ষিত পাওনাদার কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য কোনওভাবেই দায়ী থাকবেন না। আগ্রহী দরদাতাদের দায়িত্ব হবে দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তি পরিদর্শন করা এবং তাদের সন্তুষ্ট করা।
৭) উপরে উল্লেখিত তফসিলে উল্লেখিত বিশদ বিবরণ অনুমোদিত কর্মকর্তা / ব্যাংকের সর্বোচ্চ তথ্যের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং / অথবা ব্যাংক এই পাবলিক নোটিশে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে না।
৮) **সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য আগ্রহী দরদাতারা সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান বা রিকভারি ডিপার্টমেন্ট জোনাল অফিস ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া হাওড়া সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।**
৯) সফল দরদাতার বায়না জমা (ইএমডি) আংশিক বিক্রয় বিবেচনার জন্য রাখা হবে। ইএমডি এবং পরবর্তী দরপত্রের অর্থ জমার উপর কোনও সুদ প্রযোজ্য হবে না। সফল দরদাতাকে বিক্রয়ের ১ দিনের মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধিতইএমডি এবং চূড়ান্ত দরপত্রের অবশিষ্ট পরিমাণ বিক্রয়ের ১৫ দিন আগে বা তার আগে সমন্বয় করে চূড়ান্ত দরপত্র মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে। সফল দরদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া অর্থে ব্যর্থতার ফলে ইতিমধ্যে জমা দেওয়া সম্পূর্ণ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং গাড়িটি পুনরায় নিলামে তোলা হবে এবং সম্পত্তি/পরিমাণের উপর খেলাপি দরদাতার কোনও দাবি/অধিকার থাকবে না।
১০) ই-নিলামের জন্য ব্যাংক/অনুমোদিত কর্মকর্তা/পরিষেবা প্রদানকারীর সাইটে প্রবেশে কোনও বাধা বা বিলম্বের জন্য দরদাতাদের প্রতি কোনও দায় থাকবে না, কারণ যাই হোক না কেন।
১১) ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে দরদাতাদের পরিষেবা প্রদানকারী কর্তৃক গৃহীত ই-নিলামের শর্তাবলী এবং পদ্ধতিগুলির স্বীকৃতি জমা দিতে হবে। দরদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া দরপত্র বাতিল/প্রত্যাহার করা যাবে না এবং দরদাতা চূড়ান্ত দরপত্র মূল্যে সম্পত্তি কিনতে বাধ্য থাকবেন। দরপত্রদাতার পক্ষ থেকে এখানে উল্লিখিত ই-নিলামের কোনও শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হলে খেলাপি দরদাতার দ্বারা প্রদত্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১২) বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী সম্বলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েবপেজ পোর্টালে উপলব্ধ/প্রকাশিত (১) **https://baanknet.com/eauction-psb/** (২) **www.bankofindia.co.in/tenders**
১৩) ই-নিলাম প্রক্রিয়ার আগে বা চলাকালীন কোনও অসুবিধা বা সহায়তার প্রয়োজন হলে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর অনুমোদিত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন **(https://baanknet.com/eauction-psb/)**, যার বিবরণ ই-নিলাম পোর্টালে পাওয়া যাবে।
১৪) সমস্ত বিধিবদ্ধ পাওনা / অ-বিধিবদ্ধ পাওনা / প্রযোজ্য স্ট্যাম্প শুল্ক / অতিরিক্ত স্ট্যাম্প শুল্ক / স্থানান্তর চার্জ / সমস্ত ফি / মূল্যায়ন চার্জ / নিবন্ধন চার্জ, স্ট্যাম্প শুল্ক, কর, প্রযোজ্য টিডিএস ইত্যাদি সহ অন্যান্য পাওনা সফল দরদাতাকে বহন করতে হবে।
১৫) পার্কিং চার্জ যদি কিছু থাকে ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
১৬) খেলাপি ডাকদাতাদের ক্ষেত্রে পরিমাণ বাজেয়াপ্ত হলে, সম্পত্তির উপর বা পরবর্তীতে বিক্রি করা অর্থের কোনও অংশের উপর তার দাবি থাকবে না এবং পরবর্তীতে তা বিক্রি করে দেওয়া হবে।
১৭) অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংক গ্রহণযোগ্য না হলে যেকোনো দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা যেকোনো সময় নিলামের শর্তাবলী স্থগিত/বাতিল/স্থগিত/বন্ধ করার অথবা পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে, কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং এই বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। সফল দরদাতার ঘোষণার বিষয়ে অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সকল দরদাতার জন্য বাধ্যতামূলক হবে।
১৮) ইন্টারনেটে বিভ্রাট, বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা কারিগরি কারণ বা ই-নিলামকে প্রভাবিত করে এমন কোনও কারণ/আকস্মিকতার জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না।
১৯) সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য গ্রহণ এবং সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের পরে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে। বিক্রয় শংসাপত্র সফল দরদাতার নামে জারি করা হবে। দরপত্র জমা দেওয়া/নিলামে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও বিক্রয় শংসাপত্রে নাম পরিবর্তনের অনুরোধ গ্রহণ করা হবে না।
২০) ব্যর্থ দরদাতার ইএমডি তাদের নিজ নিজ ওয়ালেটে ফেরত দেওয়া হবে যা BAANKNET-এ রক্ষিত থাকবে। দরদাতাকে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ফেরত দেওয়ার জন্য BAANKNET-এর কাছে একটি অনুরোধ করতে হবে। দরদাতারা কোনও সুদ, খরচ, খরচ এবং অন্য কোনও চার্জ (যদি থাকে) দাবি করতে পারবেন না।
২১) ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরে স্টক ইয়ার্ড থেকে সমস্ত যানবাহন (গুলি) ডেলিভারি নেওয়ার জন্য সফল দরদাতারা সম্পূর্ণরূপে দায়বদ্ধ থাকবেন।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৩.০৫.২০২৬

স্বা/-জোনাল ম্যানেজার
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN: L65190MH2004GOI14883844
শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং : (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

পরিশিষ্ট IV-A
[রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ (৬)-এর শর্তানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক/দাবিভুক্ত নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি, যার ভৌত/প্রতীকী দখল সুরক্ষিত ঋণদাতা আইডিবিআই ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, তা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-এর কাছ থেকে আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেডের পাওনা আদায়ের জন্য ১২.০৬.২০২৬ তারিখে ''যেমন আছে যেখানে আছে'', ''যেমন যা আছে'' এবং ''যা কিছু আছে'' ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে।
১২.০৬.২০২৬ তারিখে (১৫ দিনের নোটিশে) নিলামে তোলা হবে এমন সম্পত্তিগুলোর বিবরণ নিচে দেওয়া হলো।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ) এর নাম খ) অ্যাকাউন্ট নং	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	১) সংরক্ষিত মূল্য ২) বায়না জমা (ইএমডি) ৩) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ ৪) সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	ক) ঋণগ্রহীতা- রাকেশ আগরওয়াল, বিকাশ আগরওয়াল, রীতেশ আগরওয়াল, পুষ্প আগরওয়াল এবং প্রিয়াঙ্কা আগরওয়াল। খ) ০৩৫৮৬৭৫১০০০০৬৬২০, ০৩৫৮৬৭৫১০০০১০২৩৮, ০৩৫৮৬৭৫১০০০১০২৪৭	১) ৩০.১২.২০২৩ ২) ১০.০১.২০২৫ ৩) ২,১০,৮২,৪৬৮.৬৬ টাকা ১০.০৭.২০২৩ অনুযায়ী ঋণের বকেয়া এবং পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে যৌগিক হিসেবে ১০.০৭.২০২৩ থেকে এবং ব্যয়, আদায় হওয়া পরিমাণ যদি কিছু থাকে পরবর্তী	১) ২,৬০,০০,০০০ টাকা ২) ২৬,০০,০০০ টাকা ৩) ৫০,০০০ টাকা ৪) তারিখ ০৫.০৬.২০২৬	জমির পরিমাপ ৬ ডেসিমেল অবস্থিত আরএস প্লট নং ২১১৬, সিএস প্লট নং ১৮৩৯, সিএস খতিয়ান নং ১৫৭, আরএস প্লট নং ২১১৬, আরএস খতিয়ান নং ১৬৬৪স এবং ১৬৬৫, জেএল নং ২০, মৌজা- সাঁতা, থানা -হীরাপুর, জেলা : বর্ধমান, জমির পরিমাপ (১.৫) ডেসিমেল, অবস্থিত আরএস প্লট নং ২১৫৮, সিএস প্লট নং ১৬৫, সিএস খতিয়ান নং ১৪৬, আরএস খতিয়ান নং ৩৯০, জেএল নং ২০, মৌজা : আসানসোল পুরসভা, হোল্ডিং নং ১৩৮(৫৬/১) ওয়ার্ড নং ০৩, কাছারি রোড, কোর্ট মোড়, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ। মোট জমির এরিয়া ৭.৫ ডেসিমেল সমপরিমাপ ৪ কাঠা ৯ ছটাক তদস্থিত এক (জি-২) তলা বসবাসের ভবন পরিচিত পুষ্পম নিবাস, আসানসোল পুরসভা হোল্ডিং নং ১৩৮(৫৬/১), ওয়ার্ড নং ০৩, কাছারি রোড, কোর্ট মোড়, আসানসোল। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে** স্বত্বা লক্ষ্মীকান্ত রায়। **দক্ষিণে :** রোড। **পূর্বে :** অম্বালিকা টাওয়ার। **পশ্চিমে :** লর্ডস টাওয়ার।
২.	ক) ঋণগ্রহীতা- বিনায়ক সুইচগিয়ার প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) অনিতা বাজাজ, রাহুল বাজাজ, দীপ বাজাজ, (সহ ঋণগ্রহীতা) এ/সি নং ০২৫৬৬৭৫১০০০১৮২২১ এবং জুহি বাজাজ (ঋণগ্রহীতা) এ/সি নং ০২৫৬৬৭৫১০০০২০৩৭৮ খ) ০২৫৬৬৭৫১০০০১৮২২১ এবং ০২৫৬৬৭৫১০০০২০৩৭৮	১) ২৪.০১.২০২২ এবং ০৪.০১.২০২৪ ২) ১৪.০১.২০২৫ ৩) ১,৮৫,৪২,৬৯৩.২৪ টাকা পরবর্তী সুদ ১০.০৯.২০২১ থেকে এর অতিরিক্তে ১৯,৭১,২৩৩ টাকা পরবর্তী সুদ ১০.০৯.২০২৩ থেকে সহ	১) ২,৬৫,০০,০০০ টাকা ২) ২৬,৫০,০০০ টাকা ৩) ৫০,০০০ টাকা ৪) তারিখ ০২.০৬.২০২৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৩.৩৩ ডেসিমেল তদস্থিত ভবন নির্মাণ জি-৪ আনুমানিক ৫৫০০ বর্গফুট (আনুমানিক), এবং একটি কক্ষ টেরেসে শোরুম- ইলেক্ট্রিক্যাল পণ্যের এবং গুদাম অবস্থিত এলআর প্লট নং ২১৩৫, ৬৮৮/৮৭৯, ৬৯১/৮৭৭, ৬৯১/৮৭৮, আরএস খতিয়ান নং ২৪৭৬, এলআর খতিয়ান নং ৩০৯, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১১৬৫, জেএল নং ৬৭, মৌজা- বেনাচিতি, থানা : দুর্গাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, জিএমসি হোল্ডিং নং ৬/৭/১, ওয়ার্ড নং ১৯। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** গুঞ্জন বাজাজের সম্পত্তি। **দক্ষিণে :** দুর্গাপুর চেম্বার অব কমার্স। **পূর্বে :** রাজেশ্বরী বাজাজের সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** ৩০ ফুট চওড়া রোড।
৩.	ক) ঋণগ্রহীতা-আমিত শাউ এবং অপর্ণা শাউ। খ) ০২৫৬৬৭৫১০০০২৪২৬৮ এবং ০২৫৬৬৭৫১০০০২৫০২৭	১) ০৫.১২.২০২২ ২) ১৪.০১.২০২৫ ৩) ২৯,৯৭,২৮৮.৫৪ টাকা পরবর্তী সুদ ১০.০৯.২০২২ থেকে কার্যকর সহ	১) ২০,৫২,০০০ টাকা ২) ২,০৬,০০০ টাকা ৩) ১০,০০০ টাকা ৪) তারিখ ০৬.০৬.২০২৬	বন্ধকদত্ত স্বত্ব দলিল দ্বারা নং ১-৯৬৭০/২০১৭, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৮, ৪র্থতলে, উত্তর দিকে পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮০০ বর্গফুট কমবেশি , ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, ১ ব্যালকনি নির্মিত বাস্তু জমি পরিমাপ এরিয়া ৩ কাঠা ১০ ছটাক এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা- বরানগর, থানা : বরানগর, খতিয়ান নং ৩৪১, দাগ নং ১৪৫৩, খতিয়ান নং ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, দাগ নং ১৪৫৪ এবং ১৪৫৫, বরানগর পুরসভা অধীন প্রেমিসেস নং ৫৩ রাজ মুখার্জি রোড, কলকাতা- ৭০০০৩৫, ওয়ার্ড নং ১০, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস, কাশীপুর, দম দম, জেলা এবং রেজিস্ট্রেশন জেলা উত্তর ২৪ পরগনা , পশ্চিমবঙ্গ। **উক্ত ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** পুরসভা রোড। **দক্ষিণে :** পুরসভা রোড। **পূর্বে :** বিশ্বনাথ দেব (লট-বি) ভবন। **পশ্চিমে :** হাবুল অধিকারী এর ভবন।
৪.	ক) ঋণগ্রহীতা- চিরদীপ দত্ত এবং সুস্মিতা দত্ত। খ) ৩৫৮৬৭৫১০০০০০৫৫০/ ০২৫৬৬৭৫১০০০১১৪৬৮/ ০৩৫৮৬৭৫১০০০০৭০৫৪	১) ৩০.১১.২০২৪ ২) ২১.১১.২০২৫ ৩) ১৩,১৫,৪৭৭.৭৬ টাকা বকেয়া ১৪.০৮.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, শুল্ক এবং অন্যান্য চার্জ ১০.০৮.২০২৪ থেকে	১) ১৬,১৫,০০০ টাকা ২) ১,৬১,৫০০ টাকা ৩) ১০,০০০ টাকা ৪) তারিখ ০৪.০৬.২০২৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৬ কাঠা ৪১২ বর্গফুট, মৌজা- আসানসোল, জেএল -৩৫, প্লট নং -আরএস ১৩৪, খতিয়ান নং আরএস ২১৭,পুরসভা -আসানসোল পুরসভা, ওয়ার্ড নং ১৯, থানা : আসানসোল (দ.), জেলা - বর্ধমান, ফ্ল্যাট উল্লেখ্য ডি-৩, ৪র্থতল পরিমাপ ৮৫০ বর্গফুট, শৈল অ্যাপার্টমেন্ট। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ডি/৩ পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫০ বর্গফুট চার তলায় শৈল অ্যাপার্টমেন্ট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫০ বর্গফুট , ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, এক ব্যালকনি সমুদয় ফিটিংস, ফিক্সচার সংযুক্ত ইত্যাদি এবং দুই চাকা পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাপ এরিয়া ২০ বর্গফুট অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রী চাকী এর ভবন। **দক্ষিণে :** শ্রী ভট্টাচার্যর ভবন। **পূর্বে :** শ্রী ভদ্র এর ভবন। **পশ্চিমে :** ৩০ ফুট চওড়া সড়ক।

টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত নিয়ম এবং শর্তাবলীর সারসংক্ষেপ :

১. নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর মাধ্যমে https//baanknet.com/ ওয়েবসাইটে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে এই বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে। ঠিকানা ইউনিট ১, ৪র্থ তল, ভিওস টাওয়ার, অনিক নগর, ওয়াডালা পূর্ব, মুম্বই - ৪০০ ০৩৭।
২. দরপত্রগুলি কলকাতা জোনাল অফিস, ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০১৭, এবং আঞ্চলিক অফিস দুর্গাপুর, ইউসিপি-০১, আম্বেদকর সরণি, উর্বশী ফেজ- বেঙ্গল অম্বুজা, সিটি সেন্টার দুর্গাপুর - ৭১৩২১৬ থেকে কার্যদিবসে (সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত) www.idbibank.in, https//baanknet.com/ ওয়েবসাইট থেকে ২৫ মে, ২০২৬ থেকে ১১ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত সংগ্রহ করা যাবে।
৩. আমাদের জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী, উপরোক্ত সম্পত্তির উপর কোনো দায়বদ্ধতা নেই।
৪. এই প্রকাশনাটি সংশোধিত সারফেইসি আইন ২০০২ অনুযায়ী বিধি ৮(৬) অনুসারে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতার জন্য বিক্রয়ের একটি বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
৫. আরও বিস্তারিত তথ্য এবং সাধারণ শর্তাবলী ব্যাংকের ওয়েবসাইটে [www.idbibank.in] পাওয়া যাবে অথবা উপরে উল্লিখিত ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং সেখানে থাকা দরপত্র নথিটিও দেখুন।
৬. অনুমোদিত কর্মকর্তা কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা নিলাম প্রক্রিয়া বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

দরপত্র/টেন্ডার নথি বিক্রয়	**২৫ মে ২০২৬ থেকে ১১ জুন, ২০২৬ বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত (শনিবার (২য় ও ৪র্থ), রবিবার এবং অন্যান্য মধ্যবর্তী ছুটির দিন ব্যতীত)**
দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ইএমডি এবং কেওয়াইসি নথি সহ	**১১ জুন, ২০২৬ বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত**
ই-নিলামের তারিখ/সময়	**১২ জুন, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে**

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত লিঙ্কগুলি দেখুন https//baanknet.com/ এবং https//www.idbibank.in

তারিখ : ২৩.০৫.২০২৬, স্থান : কলকাতা

স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

বিশ্বের ৫০টি তপ্ত শহরের মধ্যে সবক'টিই ভারতে

নয়াদিল্লি, ২২ মে: উত্তর, মধ্য এবং পূর্ব ভারতে তীব্র তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে তাপমাত্রা আরও বাড়বে বলেও পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন। দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল যখন গরমে পুড়ছে, এই পরিস্থিতির মধ্যে বিশ্বের যে ৫০টি তপ্ত শহরের তালিকা প্রকাশ হল শুক্রবার, দেখা গিয়েছে, সেই তালিকার সবক'টিই ভারতের। তার মধ্যে আবার বেশির ভাগই উত্তরপ্রদেশে। তবে এই তালিকার শীর্ষে রয়েছে ওড়িশার বোলাংগির। শুক্রবার ওই শহরে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

তাপপ্রবাহের প্রভাব ওড়িশা, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্র পর্যন্ত পড়বে। আবহবিদেরা তাপপ্রবাহের ওই বিস্তৃতিতে সুবিশাল 'তপ্ত গম্বুজ' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি শহরে সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা ৪৬ ডিগ্রি ছাড়াবে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, আগামী ২৭ মে পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম, উত্তর, মধ্য ভারতে তীব্র তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি জারি থাকবে।

একিউআই ডট ইন-এর তাপমাত্রার র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী, বিশ্বের ৫০টি তপ্ত শহরের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে সবক'টিই ভারতের। তালিকার বেশির ভাগই উত্তরপ্রদেশের। বারাণসী, বান্দা, বরেলী এবং অযোধ্যার মতো জায়গায় শুক্রবার দুপুরে তাপমাত্রা ছিল ৪২-৪৩ ডিগ্রির মধ্যে। ৫০টি তপ্ত শহরের মধ্যে তালিকায় রয়েছে উত্তরপ্রদেশে ২৬টি রয়েছে। তার মধ্যে প্রয়াগরাজের তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি। ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তালিকায় রয়েছে ওড়িশা এবং মহারাষ্ট্রের দুই শহর। এ ছাড়াও হরিয়ানার পাঁচটি, ছত্তিশগড়ের পাঁচটি, বিহারের দু'টি। তেলঙ্গানার চারটি। মধ্যপ্রদেশের দু'টি, অন্ধ্রপ্রদেশের একটি এবং উত্তরাখণ্ডের একটি শহর রয়েছে এই তালিকায়।

৩ শর্তে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন উমর খালিদকে

নয়াদিল্লি, ২২ মে: দিল্লি হাইকোর্টে বড় স্বস্তি দিল্লি দাঙ্গায় জেলবন্দি উমর খালিদের। শুক্রবার ৩ দিনের জন্য তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। মায়ের অসুস্থতার কারণে আদালতে ১৫ দিনের জন্য জামিনের আর্জি জানিয়েছিলেন উমর। তবে শেষ পর্যন্ত শর্তসাপেক্ষে ৩ দিনের জন্য তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। যার জেরে আগামী ১ জুন থেকে ৩ জুন পর্যন্ত জেলের বাইরে থাকবেন উমর খালিদ।

আদালতে উমরের আবেদন ছিল ২২ মে থেকে ৫ জুন পর্যন্ত জামিন দেওয়া হোক তাঁকে। সম্প্রতি তাঁর এক নিকটাত্মীয় কাকার মৃত্যু হয়েছে। কাকার মৃত্যু-পরবর্তী আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথাও তাঁর আবেদনে ছিল। উমরের মায়ের বয়স ৬২ বছর। তাঁর শরীরও ভালো নয়। চিকিৎসকদের নির্দেশে অস্ত্রোপচারের দিন ঠিক করেছে আগামী ২ জুন। তাঁকে দেখভাল করার জন্য বাড়িতে তেমন কেউ নেই। তাই তাঁর জামিনের প্রয়োজন। কিন্তু নিম্ন আদালত সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। আদালতের বক্তব্য ছিল, 'এই মর্মে কোনওভাবেই জামিন দেওয়া যায় না।' তাছাড়া, মায়ের দেখাশোনার জন্য উমরের বাবা ছাড়া আরও লোকজন রয়েছেন বলে জানিয়েছিল আদালত। এই ঘটনায় নিম্ন আদালতকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উমর দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন।

আদালতকে জানান, তিনি বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। এই খারাপ সময়ে তাঁদের পাশে থাকাটা একান্ত কর্তব্য। পাশাপাশি আরও জানানো হয়, ২০২২, ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে পারিবারিক কারণে আদালত তাঁকে অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছিল। প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি সমস্ত নিয়ম মেনেছেন। এবং যথা সময়ে আত্মসমর্পণ করেছেন। উমরের বক্তব্য শোনার পর তাঁর আর্জি মঞ্জুর করে দিল্লি হাইকোর্ট। তিনটি শর্তে তাঁর জামিন মঞ্জুর করা হয়। তা হল, এক লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত মুচলেকায় এই জামিন। জেলমুক্তির সময়কালে উমরকে এনসিআর-এর মধ্যে নিজের বাড়িতে থাকতে হবে। এবং সেখান থেকে শুধুমাত্র হাসপাতালে যেতে পারবেন তিনি।

এভারেস্ট জয় করে ফেরার পথে মৃত্যু দুই ভারতীয় আরোহীর

কাঠমান্ডু, ২২ মে: পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের শৃঙ্গ জয় করে ফেরার সময় মৃত্যু হল দুই ভারতীয়ের। শুক্রবার নেপালের এক প্রশাসনিক কর্তাকে উদ্ধৃত করে এ কথা জানিয়েছে পিটিআই। বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয়েছে ওই দুই আরোহীর।

নেপালের এক্সপিডিশন অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ঋষি ভাণ্ডারি পিটিআই-কে জানান, শৃঙ্গজয় করে ফেরার সময়ে সন্দীপ আরে নামে এক পর্বতারোহী ক্লান্ত হয়ে পড়েন। শেরপা তাঁর প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হয়নি। রাতের মধ্যে তাঁকে ব্যালকনি থেকে সাউথ কলে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ভাণ্ডারি জানিয়েছেন, দ্বিতীয় ভারতীয় আরোহী অরুণ তিওয়ারির সঙ্গে ছিলেন দু'জন শেরপা।

মধ্যপ্রদেশে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র কারখানার হদিশ

ভোপাল, ২২ মে: রাজস্থানের সীমানা লাগোয়া নিমুচ জেলায় একটি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান পেল মধ্যপ্রদেশ পুলিশ। সম্প্রতি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের পর তাঁকে জেরা করে অস্ত্র কারখানাটির সন্ধান মেলে বলে মধ্যপ্রদেশ পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জেনেছে, আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ওই অস্ত্র কারখানায় দেশি পিস্তল তৈরি হত। পুলিশ সূত্রে খবর, মধ্যপ্রদেশের পাশাপাশি প্রতিবেশী উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পঞ্জাবের দুষ্কৃতীদের সরবরাহ করা হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মানাসা থানার পুলিশ অস্ত্রের কারবারি অন্তরিমাতা গ্রামের বাসিন্দা দুর্গা শঙ্কর সুতারকে গ্রেপ্তার করে এবং তাঁর কাছ থেকে একটি দেশি পিস্তল ও একটি কার্তুজ উদ্ধার করে। পুলিশ সুপার রাজেশ ব্যাস বলেন, 'জেরার সময় সুতার পুলিশকে জানায় যে, সে একই গ্রামের বাসিন্দা নানালাল সিকলিগারের কাছ থেকে অস্ত্রটি কিনেছিল।'

এর পরে পুলিশ নানালালের বাড়িতে হানা দেয়, যেখানে একটি অবৈধ অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান মেলে। পুলিশ সুপার বলেন, 'নানালাল ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। তার খোঁজ চলছে। অভিযানে পুলিশ একটি গ্রাইন্ডার মেশিন, একটি লেদ মেশিন, একটি ওয়েল্ডিং মেশিন, পিস্তলের ব্যারেল এবং অবৈধ অস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত অন্যান্য সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ বাজেয়াপ্ত করেছে। প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত মিলেছে যে, আন্তর্রাজ্য আগ্নেয়াস্ত্র পাচারচক্রের সঙ্গে যোগ ছিল ওই অস্ত্রনির্মাতার।'

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই- আইপিআইএস -এনএসএফ-এসএফইউ-২৬-২৭, তারিখ ২১.০৫.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক **টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই- আইপিআইএস - এনএসএফ- এসএফইউ- ২৬-২৭**-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসনের শহরতলি শাখায় নসিবপুর, সিঙ্গুর, নালিকুল, হরিপাল স্টেশনে (৪টি স্টেশন) আইপিআইএস সিস্টেম প্রতিস্থাপন। **দরপ্রস্তাব প্রদানের পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৪,৪২,৬৩,১৭৬.৪৪ টাকা। **বায়না অর্থ/ দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৮,৮৫,৩০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৯ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৫.২০২৬ তারিখ বিকাল ৪টে ৪১ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ০১.০৬.২০২৬। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৫.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ পাওয়া যাবে যে ওয়েবসাইটে ঃ **www.ireps.gov.in**

HWH-92/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

(ANNEXURE-I)

SHORT QUOTATION NOTICE

E-Quotation is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:- Name of the Work: Annual maintenance, servicing and overhauling for dewatering pumps with motors and panel boxes within Rajpur Sonarpur Municipality. **NIQ No. WBMAD/ULB/RSM/WS/17/26-27 Dt. 21.05.2026. Submission started date:** 23.05.2026 at 17-30 hrs. **Submission End date:** 06.06.2026 at 17-30 hrs. **Technical opening date:** 08.06.2026 at 17-30 hrs. For more details please visit website: http://wbtenders.gov.in.

SD/- Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur-Sonarpur municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER

Online tender is invited by the undersigned for the works: "Annual Maintenance of Electrical Installation of whole system at Bijan Bhawan, Salt Lake, Kolkata--Comprehensive, Preventive & Corrective maintenance contract of different type AC machines for 01 (One) year." Tender No: WBPWD/AE/NEESD/e-NIQ-01/26-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5014331_1. Document Download Closing Date: 08.06.2026 up to 15.00 Hrs. Details may be downloaded from etender.wb.nic.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, North East Electrical Sub-Division

ICA- T8407(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

A.E., PWD, Kolkata Raj Bhavan Electrical Sub Division invites e-Tender vide N.I.T. No. WBPWD/AE-KRESD/NIT-04/2026-27 with Tender ID-2026_WBPWD_5014324_1 for "Special Repairing and replacement of old electrical installation work at Governor's Study at First Floor Main Building of Kolkata Raj Bhavan in parity with related Civil renovation works." Last date of bid submission is 03.06.2026 upto 1.00 p.m. Other details may be seen at Website: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata Raj Bhavan Electrical Sub Division

ICA- T8401(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

AE/RGKARESD/P.W.Dte. invites online e-tender for the work **"SITC of PMI for FDA Panel at Abinash Dutta Maternity Home within the jurisdiction of R.G.Kar MC&H ES-II"** e-N.I.Q No.: 13/Q of 26-27, Tender Id : **2026_WBPWD_5014349_1.** Bid Submission Start : 22/05/2026. Bid Submission Closing : 05/06/2026 upto 4:00 PM. Corrigendum if any will be Published in website only. Details of NIT and Tender Documents may be download from http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., R.G.Kar Electrical Sub-Division.

ICA- T8412(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

AE/PWD/KSD, invites e-Tender for 1. Rectification of Road stretche from Chainage 34.140 km to 35.000 km (In Stretches) of Berhampore-Kandi Sultanpur Road (SH-11) of Kandi sub Division under Berhampore Division No.-I, P.W.D. during 2026-2027. eNIT No. WBPWD/AE/KSD/PWD/eNIT-03/2026-2027. Tender ID : 2026_WBPWD_5014345_1. Bid submission start date (online) : 25.05.2026 from 10:00 Hours. Bid Submission closing date (online) : 01.06.2026 at 10:00 Hours Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-NIT and Tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.D, Kandi Sub-Division.

ICA- T8415(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-TENDER No: WBPWD/KWSD-I/AE/eNIT-03/2026-2027

E-tender under jurisdiction of Kolkata West Sub-Division No-I, PWD is invited from bonafide outsiders having sufficient work experience of similar nature in Government works. Bid Submission Start Date (Online) : 28.05.2026 from 12:30 P.M. Bid Submission End Date (Online) : 04.06.2026 from 12:00 P.M. Tender ID : 2026_WBPWD_5014325_1. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender documents may be downloaded from : **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app** Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata West Sub-Division-I, N.S. Building.

ICA- T8418(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, P.W.D, Barasat Electrical Sub-Division invite online e-Tender for the work of:- "Urgent replacement work of the Damaged Surge Protective Device (SPD), Mag. Switch, CSPB Board, SMPS & PCB Unit for 3 nos. MRL type 15 Passenger (G+3) Lift at NTS, Ashoknagar State General Hospital, North 24 Parganas." NIT No: 02/T of 26-27 of AE/BESD, Tender Id: 2026_WBPWD_5014348_1. Bid Submission Start date (Online): 21.05.2026, Bid Submission Closing date (Online): 02.06.2026. Corrigendum if any will be published website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from **http://wbtenders.gov.in** Sd/- P Nandi, ASSISTANT ENGINEER, P.W.D, BARASAT ELECTRICAL SUB-DIVISION.

ICA- T8420(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE

Assistant Engineer (PWD), Durgapur Sub Division invites online tender for the work.. ''Repair of Ceiling of 1st floor roof, male medical ward, paediatric ward & corridor with Cement concrete (1:1:5:3) with hexagonal square mesh wire netting, plastering, white washing at Sub-Divisional Hospital Durgapur, under PWD, Asansol Division." NIET No.: 01 of 2026-2027 of AE/PWD/Durgapur Sub-Division. Tender ID:2026_WBPWD_5014357_1. Bid submission start date & time (Online): 22.05.2026 from 11.00 A.M. Bid Submission Last date & time (Online): 03.06.2026 upto 04.00 P.M. Corrigendum if any will be published in Notice Board /website only. Details of NIET & Tender documents may be downloaded from: www.wbtenders.gov.in Sd/- AE, PWD, DGP SD, GOVT OF WB

ICA- T8423(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Tenders from bonafide bidders as per GO are invited by the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division No.II. e-N.I.T. No. 01 of 2026-27. Tender for the work "Cleaning sludge (One Time) of compound drain of Murshidabad Medical College & Hospital, Berhampore, Murshidabad". Estimated Amount put to tender Rs.2,77,417.00 Tender ID : 2026_WBPWD_5014343_1. Details may be obtained from office during working hours and also from http://www.wbpwd.gov.in & http://wbtenders.gov.in Bid submission staring date and time 23.05.2026 from 6:00 pm (IST) & Bid submission end date and time 03.06.2026 upto 2:00 pm (IST). N.B.-Any corrigendum/ and addendum, if issued for this eNIT will be published in Online mode only. Sd/-Executive Engineer, P.W.D. Berhampore Division No.II.

ICA- T8432(1)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১

No. WB-HMC/TN/ED/S&D/13/2026-2027 তারিখ : ২২.০৫.২০২৬

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এসঅ্যান্ডডি), এইচএমসি- হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকাধীন বিভিন্ন ওয়ার্ডে সিউয়ার লাইন ডিসিলটিং কাজের জন্য প্রখ্যাত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত এবং একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এর বিভাগীয় www.wbtender.gov.in থেকে। টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ০৫.০৬.২০২৬ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।
এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।

৬(১)/২৬-২৭
২২.৫.২৬

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Sapuipara Basukati Gram Panchayat
Sapuipara, Nischinda, Howrah – 711 227

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of **12 nos.** development work vide **Memo No :- 708/NIT/15TH CFC/SBGP/26-27 & e-NIT No.- WB/HOW/BJPS/SBGP/NIT 01/26-27, Date: 21/05/2026.** Documents Download/Sale & Bid Submission Start Date (Online): **22/05/2026 at 06:00 PM.** Bid Submission End Date (Online): **03/06/2026 up to 12.00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **05/06/2026 at 12.00 PM.** For details visit **https://wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Sapuipara Basukati Gram Panchayat

AGIO PAPER

এজিও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN No: L21090WB1984PLC037968
রেজিস্টার্ড অফিস: ৫০৫, ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, ৪১এ, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০১৭
ওয়েবসাইট: www.agiopaper.in, মেল আইডি: ho@agiopaper.co.in

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	৩১.০৩.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের জন্য (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য (নিরীক্ষিত)
মোট রাজস্ব	০.৪৪	২.৭৮	০.২৫
করের পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	(৩৯.৩৪)	(১,৮০৫.১৮)	(৩৮.৬৩)
আদায়ীকৃত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির ফেসভ্যালু ১০/- টাকা)	১,৬১২.৭৪	১,৬১২.৭৪	১,৬১২.৭৪
শেয়ার পিছু আয় (প্রতিটি ১০/- টাকা) (বার্ষিকীকৃত নয়) :			
মূল ও মিশ্র	(০.২৪)	(১১.১৯)	(০.২৪)

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি হল ত্রৈমাসিক/বার্ষিক সময়ের মাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস যা ফাইল করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.agiopaper.com)-এ পাওয়া যাবে।

পর্ষদের পক্ষে
এজিও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-র পক্ষে
এম চক্রবর্তী
ডিরেক্টর
DIN-03106149

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২২ মে, ২০২৬

হাওড়া ডিভিশনে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

বোলপুর শান্তিনিকেতন স্টেশন লিমিটে ১২ মিটার ফুট ওভার ব্রিজের গার্ডার স্থাপনের জন্য, হাওড়া ডিভিশনের খানা-রামপুরহাট শাখায় আপ ও ডাউন লাইনে **৩১.০৫.২০২৬ তারিখ (রবিবার)** ও **০৭.০৬.২০২৬ তারিখ (রবিবার) ০৪ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের (০৩.০০ ঘঃ থেকে ০৭.৩০ ঘঃ পর্যন্ত) ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের** প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে ঃ

- **ট্রেন বাতিল (৩১.০৫.২০২৬ তারিখ ও ০৭.০৬.২০২৬ তারিখ) ঃ রামপুরহাট থেকে - ৬৩৫৮২** রামপুরহাট-বর্দ্ধমান এমইএমইউ। **বর্দ্ধমান থেকে - ৬৩০৬৩** বর্দ্ধমান-সাহিবগঞ্জ এমইএমইউ এবং **৬৩৫৮১** বর্দ্ধমান-রামপুরহাট এমইএমইউ। **সাহিবগঞ্জ থেকে - ৬৩০৬৪** সাহিবগঞ্জ-বর্দ্ধমান এমইএমইউ।
- **ট্রেনের পুনর্নির্ধারণ ঃ (১) ১২৩৭৮** নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৫.২০২৬ ও ০৬.০৬.২০২৬ তারিখ) ১৮০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে, অর্থাৎ, নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে ১৭.৪০ মিনিটের পরিবর্তে **২০.৪০ মিনিটে** ছাড়বে। **(২) ১৩১৫০** আলিপুরদুয়ার জং-শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৫.২০২৬ ও ০৬.০৬.২০২৬ তারিখ) ১৮০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে, অর্থাৎ, আলিপুরদুয়ার জং থেকে ১৫.৪০ মিনিটের পরিবর্তে **১৮.৪০ মিনিটে** ছাড়বে। **(৩) ৫৩০৪৮** রামপুরহাট-হাওড়া বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেন (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৫.২০২৬ ও ০৭.০৬.২০২৬ তারিখ) ৯০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে, অর্থাৎ, রামপুরহাট থেকে ০৫.১০ মিনিটের পরিবর্তে **০৬.৪০ মিনিটে** ছাড়বে।
- **ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ ঃ ০৩৪৬৬** দীঘা-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৫.২০২৬ ও ০৬.০৬.২০২৬ তারিখ) পথিমধ্যে ১২০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে।
- **ব্লক শুরুর আগে শেষ ট্রেন ঃ ১৩১৫৩** শিয়ালদহ-মালদা টাউন গৌড় এক্সপ্রেস এবং **১৩০৭২** জামালপুর-হাওড়া এক্সপ্রেস।
- **ব্লক শেষের পরে প্রথম ট্রেন ঃ ২২৩০১** হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং **১২৩৭৮** নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ স্পেশাল বা দেরিতে চলা ট্রেন এবং কোনও নতুন চালু করা ট্রেন/পার্সেল ট্রেন/টিওডি, যদি থাকে, ব্লক চলাকালীন যাত্রাপথে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে/পথ পরিবর্তন করবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের ঘোষণা শুনতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

5 STAR SUPER COLOUR | **Manaksia Steels Limited** | STEELS | AN ISO 9001 : 2015 COMPANY | 5 STAR SUPERLUME

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L27101WB2001PLC138341
রেজিস্টার্ড অফিস: ৬ লায়নস রেঞ্জ, টার্নার মরিসন বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল- info.steels@manaksiasteels.com, ওয়েবসাইট: www.manaksiasteels.com
দূরভাষ: +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫ / +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৬

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৬	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৬	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫
কার্যাদি থেকে আয়	৩৩,৩০৮.৩২	৩১,৭৮৬.০০	২০,৪১৪.৪৬	১১৩,১১০.৩০	৬৩,৪২৫.৭০
মোট রাজস্ব	৩৩,১২৩.৮৮	৩২,০৫৬.১৬	২০,৪৯৯.৫৯	১১৩,৫৪২.৫৯	৬৪,৬৭৯.২৬
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	৩,৬১২.৪৭	১,৮১১.৬২	৯৮০.৫৮	৮,০৮৯.১৪	২,৭৩১.২০
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	২,৬৩৯.৯৫	১,২৬৪.৩১	৪৮৮.০৩	৫,৪১৫.৩৯	১,২৭৩.০৫
ব্যতিক্রমী দফা	-	-	(০.৩১)	-	(৭৩.০৬)
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিএটি) (কর পূর্ব, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২,৬৩৯.৯৫	১,২৬৪.৩১	৪৮৭.৭২	৫,৪১৫.৩৯	১,১৯৯.৯৯
কর ব্যয়	৭০৭.৬৮	৩০৩.৫৭	১৬.৯৯	১,৪২৩.৫৫	২২৫.০১
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (পিএটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১,৯৩২.২৭	৯৬০.৭৪	৪৭০.৭৩	৩,৯৯১.৮৪	৯৭৪.৯৮
মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্গত]	১,২৮১.৫৯	৯০০.১৪	(৪৬০.৪৪)	৩,৬৬১.৭৭	(১,১০৭.৯৮)
অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত) সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের শেষে নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে দেখানো হয়েছে	-	-	-	৩১,৯৪২.৭৭	২৮,২৮০.৯৯
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :					
(ক) মৌলিক (₹)	২.৯৫	১.৪৭	০.৭২	৬.০৯	১.৪৯
(খ) মিশ্রিত (₹)	২.৯৫	১.৪৭	০.৭২	৬.০৯	১.৪৯

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা : (₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৬	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৬	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫
কার্যাদি থেকে আয়	৩১,০০৮.০৮	২৯,৮৩৪.০০	১৯,০১৩.১৯	১০৫,৩১৯.১৮	৫৮,৪১৮.০৯
মোট রাজস্ব	৩০,৮২৩.৫৯	৩০,১০৪.১০	১৯,০৯৮.৬৭	১০৫,৭৫১.১৭	৫৯,৭৮১.৮৩
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	৩,৪৭৩.২২	১,৭১৭.৮৭	৮৫৫.২২	২,৬৫৬.৩৮	২,৫৬৮.৬৮
কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিবিটি)	২,৫৪৬.১৯	১,২০৭.৬৩	৪১১.৪২	৫,১৪৩.১০	১,২৬৩.২৯
কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিএটি)	১,৮৭১.২০	৯১০.২২	৪৩২.৯৫	৩,৮১৬.৯৫	১,১৭০.২৬

দ্রষ্টব্য:

(ক) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কোম্পানির আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ২২ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের নিরীক্ষা করেছেন এবং এই ফলাফল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ ধারা ৩৩ অনুযায়ী প্রকাশিত।

(খ) মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড, এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, ফেডারেটেড স্টিল মিলস লিমিটেড, ফার ইস্ট স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং সুমো অ্যাগ্রোকেম লিমিটেডের সমন্বয়ে কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল।

(গ) যেহেতু কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যকলাপ একটি একক প্রাথমিক ব্যবসায়িক বিভাগের মধ্যে পড়ে, যেমন, 'ধাতু', সেজন্য ইন্ড এএস ১০৮, 'অপারেটিং সেগমেন্টস' এর প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা প্রযোজ্য নয়।

(ঘ) যেখানে প্রয়োজন সেখানে তুলনামূলক পরিসংখ্যান পুনর্বিন্যাস/পুনরায় একত্রিত করা হয়েছে।

(ঙ) ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের জন্য গ্রুপের কনসলিডেটেড আর্থিক ফলাফলে রিপোর্ট করা ব্যতিক্রমী বিষয়ের মধ্যে নাইজেরিয়ার মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে উদ্ভূত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার জনিত ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই ক্ষতিগুলি মূলত নাইজেরিয়ায় গ্রুপের সহায়ক সংস্থাগুলির কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত।

(চ) ভারত সরকার বিদ্যমান ২৯টি শ্রম আইনকে একীভূত করে চারটি শ্রম কোড বা বিধিমালা প্রণয়ন করেছে মজুরি কোড, ২০১৯; সামাজিক নিরাপত্তা কোড, ২০২০; শিল্প সম্পর্ক কোড, ২০২০; এবং পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ কোড, ২০২০। এই কোডগুলি ২১ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে কার্যকর হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক এই নিয়ামক পরিবর্তনের বিষয়গুলি সহজবোধ্য করতে এবং এর আর্থিক প্রভাব মূল্যায়নে সহায়তা করার জন্য খসড়া কেন্দ্রীয় বিধি ও সাধারণ জিজ্ঞাসাবলী জারি করেছে। বর্তমানে উপলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে, শ্রম কোডগুলি বাস্তবায়নের ফলে কোম্পানির নিজস্ব কর্মচারীদের ক্ষেত্রে উদ্ভূত প্রভাব স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলে বিবেচনা করা হয়েছে এবং তা তাৎপর্যপূর্ণ নয়। কোম্পানি কর্তৃক নিয়োজিত চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এর প্রভাব মূল্যায়নের প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনার বিবেচনাধীন রয়েছে এবং এ যাবৎকাল পর্যন্ত সম্পাদিত মূল্যায়নের ভিত্তিতে, এই ধরনের প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে না। শ্রম কোডগুলির অধীন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বিধিমালা এখনও বিজ্ঞাপিত হওয়া বাকি আছে এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তি জারির পর, কোম্পানি প্রযোজ্য হিসাবরক্ষণ মানদণ্ড অনুযায়ী কর্মচারী কল্যাণ সুবিধা সংক্রান্ত দায়ের ওপর এর কোনো প্রভাব থাকলে, তা পুনর্মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করবে।

(ছ) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ধারা ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiasteels.com -তেও পাওয়া যাবে। নিচে দেওয়া কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এটি এক্সেস করা যাবে:

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ | আর্থিক ফলাফল

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২২ মে, ২০২৬

পরিচালন পর্ষদে পক্ষে
মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড
স্বা/-
বরুণ আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00441271

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

শনিবার • ২৩ মে ২০২৬ • পেজ ৮

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

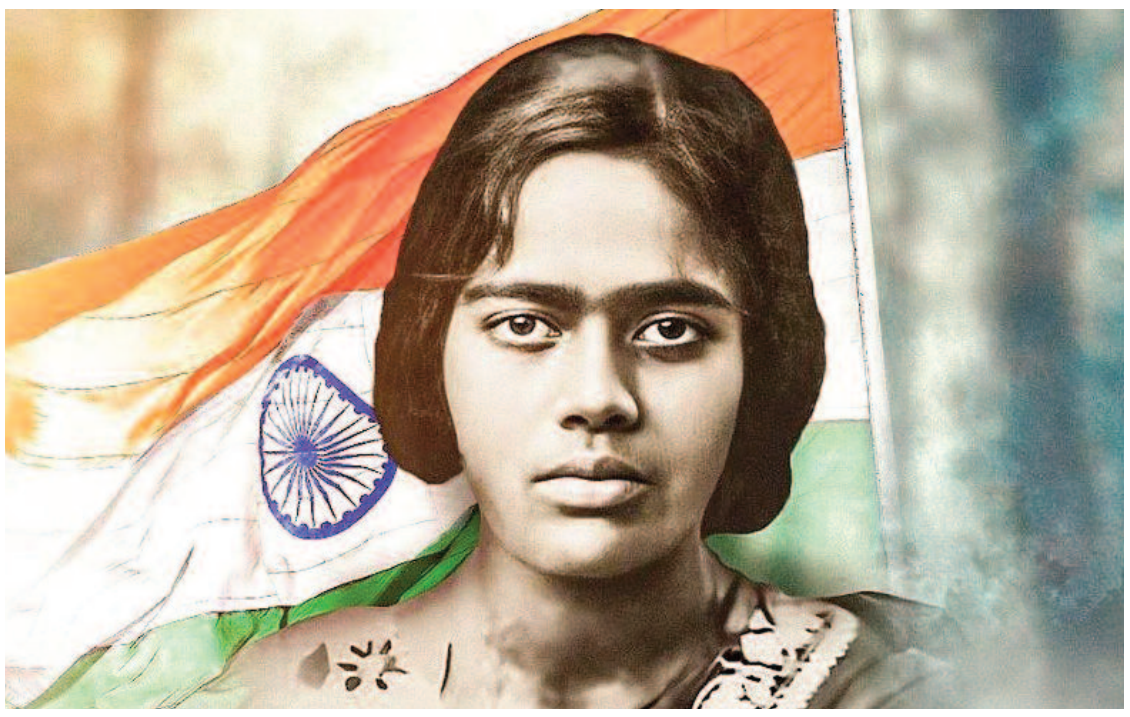

দুঃসাহস, আত্মত্যাগ ও স্বাধীনতার অগ্নিশিখা

সঞ্জয়কুমার দাস

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস কেবল পুরুষ বিপ্লবীদের বীরত্বগাথায় নির্মিত নয়; সেই ইতিহাসের গভীরে জ্বলজ্বল করে কিছু নারীর অসামান্য সাহস ও আত্মদানের কাহিনি। তাঁদের মধ্যেই অন্যতম উজ্জ্বল নাম প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। বয়সে তরুণী, জীবনপথে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু আদর্শে বিস্ময়কর দৃঢ়তা তাঁকে ইতিহাসে এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রীতিলতা কেবল একজন বিপ্লবী নন, তিনি ঔপনিবেশিক অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক, নারীমুক্তির এক জীবন্ত ভাষ্য। ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতীয়দের প্রতি ইউরোপীয়দের বর্ণবাদী মনোভাব ছিল প্রকাশ্য। চট্টগ্রামের ইউরোপীয়ান ক্লাবের সামনে লেখা ছিল কুখ্যাত বাক্য তঙ্গদ্রস্ত্ব থ:ত্ম জ্জ:ত্মথ:ন :দ্রষ্ঠ থব্দন্দ্রত্রত্ম ।দ এই অপমান কেবল একটি বাক্য ছিল না; এটি ছিল সমগ্র জাতির আত্মমর্যাদার ওপর আঘাত। সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতেই বিপ্লবীরা পরিকল্পনা করেন ক্লাব আক্রমণের। নেতৃত্বে ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক মাস্টারদা সূর্য সেন, যাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রীতিলতা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর প্রীতিলতার নেতৃত্বে সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক আক্রমণ। পুলিশ চারদিক থেকে ঘিরে ফেললেও বন্দি হওয়ার অপমান তিনি মেনে নেননি। ধরা পড়লে সহযোদ্ধাদের তথ্য ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই তিনি সায়ানাইড গ্রহণ করে আত্মাহুতি দেন। মাত্র একুশ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান ঘটে, কিন্তু জন্ম নেয় এক অমর কিংবদন্তি।

যে যুগে মেয়েদের জীবন সীমাবদ্ধ ছিল সংসার, লজ্জাবোধ ও সামাজিক বিধিনিষেধে, সেই সময়ে প্রীতিলতার পথচলা ছিল ব্যতিক্রমী। সমাজ যেখানে নারীর অলংকার, বিবাহ ও গৃহজীবনকে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে দেখত, সেখানে তিনি অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশ নিতে। তাঁর জীবনের এই সিদ্ধান্ত নারী পরিচয়ের প্রচলিত কাঠামোকে ভেঙে দেয়। তিনি প্রমাণ করেছিলেন সাহস লিঙ্গনির্ভর নয়। দেশপ্রেম, দায়িত্ববোধ এবং আত্মত্যাগের ক্ষমতায় নারীও পুরুষের সমান, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হতে পারে। তাই তাঁর আত্মাহুতি শুধু রাজনৈতিক ঘটনা নয়; এটি সামাজিক বিপ্লবও।

ইতিহাসে অনেক চিঠি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। যেমন মহাত্মা গান্ধী-র লেখা চিঠি, অথবা বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তাঁর অ্যাডলফ হিটলার-কে লেখা বার্তা মানবতার আবেদন হিসেবে আলোচিত। আবার বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত-র মাকে লেখা শেষ চিঠি আত্মত্যাগের এক আবেগময় দলিল। একইভাবে জওহরলাল নেহরু তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী-কে লেখা চিঠিতে ইতিহাস ও মানবিকতার শিক্ষা দিয়েছেন।

এই ধারাতেই প্রীতিলতার মাকে লেখা চিঠি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেখানে মৃত্যুভয় নয়, বরং স্বাধীনতার স্বপ্নই মুখ্য হয়ে ওঠে। তিনি মাকে বোঝাতে চেয়েছেন ব্যক্তিগত শোকের ঊর্ধ্বে রয়েছে জাতির মুক্তি। তাঁর ভাষায় স্পষ্ট ছিল বিশ্বাস যে তাঁর মৃত্যু বহু নারীর মন থেকে ভয় দূর করবে।

প্রীতিলতার চিন্তাজগৎ গড়ে উঠেছিল বিপ্লবী সাহিত্য ও জীবনী পাঠের মাধ্যমে। বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরপুরুষ বাঘা যতীন, ক্ষুদিরাম বসু, এবং কানাইলাল দত্ত-র জীবনকাহিনি তাঁর মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ছাত্রজীবনেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক লক্ষ্য নয়, এটি আত্মমর্যাদার প্রশ্ন। বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস-এর মৃত্যুদণ্ড তাঁর মনকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এরপর থেকেই তাঁর বিপ্লবী জীবনের পথ আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে।

বাংলা সাহিত্যে বীরত্বের যে ধারা, তার কথা স্মরণ করলেই মনে পড়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত-এর বীররসাত্মক কাব্যের ঘোষণা। আবার মানবিক শক্তির উৎস হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, তেতোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শক্তি।দ প্রীতিলতার জীবন যেন এই দুই ধারার বাস্তব রূপ। তাঁর সংগ্রাম কাব্যের মতোই মহিমান্বিত, আবার মানবিক দৃঢ়তার এক বাস্তব উদাহরণ।

ঢাকায় পড়াশোনার সময় তিনি গোপন বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। পুলিশের নজর এড়াতে পুরুষের বেশ ধারণ পর্যন্ত করেছিলেন। ধলঘাট সংঘর্ষের পর তাঁর নাম পুলিশের তালিকায় উঠে যায়, তবুও তিনি পিছিয়ে যাননি। বরং শেষ অভিযানের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন আরও দৃঢ়ভাবে। চট্টগ্রাম আক্রমণ ছিল তাঁর নেতৃত্বের সর্বোচ্চ প্রকাশ। সেই অভিযানে তিনি শুধু একজন অংশগ্রহণকারী নন, ছিলেন অনুপ্রেরণার কেন্দ্রবিন্দু।

প্রীতিলতার মৃত্যু ছিল আত্মসমর্পণ নয়, এক সচেতন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। বন্দি হয়ে অপমানিত হওয়ার চেয়ে তিনি বেছে নিয়েছিলেন আত্মত্যাগের পথ। তাঁর এই সিদ্ধান্ত পরবর্তী প্রজন্মের নারীদের সাহস জুগিয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের পথ অনেকটাই প্রশস্ত হয়েছিল তাঁর মতো বিপ্লবীদের আত্মদানে।

স্বাধীনতার বহু দশক পর দাঁড়িয়ে প্রশ্ন জাগে, নতুন প্রজন্ম কতটা মনে রাখে প্রীতিলতাকে? ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে তাঁর নাম থাকলেও তাঁর আদর্শ কি আমাদের সামাজিক চেতনায় জীবন্ত? স্বাধীনতা আজ রাজনৈতিক বাস্তবতা, কিন্তু আত্মমর্যাদা, সাহস এবং দায়িত্ববোধের যে শিক্ষা তিনি রেখে গেছেন, তা এখনও সমান প্রাসঙ্গিক।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের জীবন আমাদের শেখায় স্বাধীনতা কেবল অর্জনের বিষয় নয়, এটি রক্ষার দায়ও বয়ে আনে। তিনি প্রমাণ করেছেন বয়স নয়, আদর্শই মানুষকে মহৎ করে তোলে। তাঁর আত্মত্যাগ ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়, যা আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেয় যে স্বাধীনতার পথ নির্মিত হয়েছে অগণিত অগ্নিশিখার আলোয়। সেই অগ্নিশিখার অন্যতম দীপ্ত নাম প্রীতিলতা।

তথ্যঋণ—

- বীরকন্যা প্রীতিলতা, পূর্ণেন্দু দস্তিদার
- বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা, ক্ষীরোদকুমার দত্ত
- প্রীতিলতা, শংকর ঘোষ
- প্রীতিলতা, সোনালী দত্ত
- চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন, পুস্তিকা
- উইকিপিডিয়া ও অন্যান্য

বাংলার চিকিৎসাপ্রযুক্তিতে নারীদের জয়যাত্রায় ভাঙছে গণ্ডি, গড়ছে ইতিহাস

শুভজিৎ বসাক

বাঙালির সামাজিক ইতিহাসে গত কয়েক দশক ধরে একটি স্থবির ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে; মেয়েদের জন্য 'সহজাত' বা 'নিরাপদ' পেশা মানেই শিক্ষকতা অথবা নার্সিং। এটি কেবল পছন্দের বহিঃপ্রকাশ ছিল না, বরং ছিল এক সংকীর্ণ মানসিকতা যা নারীর মেধাকে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখার নামান্তর। নার্সিং বা অধ্যাপনা নিঃসন্দেহে মহৎ পেশা, কিন্তু সেখানে আধুনিক কারিগরি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ ছিল সীমিত। ফলে জনমানসে এক ভ্রান্ত ধারণা দানা বেঁধেছিল যে, প্রযুক্তিতে মেয়েরা ঠিক ততটা পারদর্শী নন। এই কারণেই আজও যখন কোনো মহিলাকে যুদ্ধবিমানের চালক বা রেলের লোকো-পাইলট হিসেবে দেখা যায়, তখন তাকে ঘিরে এক বিস্ময়কর উদ্দীপনা তৈরি হয়। যা স্বাভাবিক হওয়ার কথা ছিল, তাকেই বিস্ময়কর কোনো সাফল্য হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এক নিঃশব্দ অথচ শক্তিশালী কারিগরি বিপ্লব ঘটে গিয়েছে। প্রথাগত নার্সিংয়ের বৃত্ত ছাপিয়ে রাজ্যের নারীরা এখন মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট হিসেবে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার শিরদাঁড়া হয়ে উঠেছেন। এটি কেবল পেশাগত বিবর্তন নয়, বরং সামাজিক লিঙ্গবৈষম্যের শিকল ভাঙার এক বলিষ্ঠ অভিযান। গত ১৫ বছরের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবার আমূল পরিবর্তনের সাথে সাথে মেডিক্যাল টেকনোলজি বিভাগে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৫-২০১০ সাল নাগাদ ল্যাবরেটরি টেকনোলজি, অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি, রেডিওলজি বা ক্রিটিক্যাল কেয়ারের মতো উচ্চতর কারিগরি বিভাগে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল মেরেকেটে ১৫-১৭ শতাংশ। কিন্তু সাম্প্রতিক ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড এবং স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে এই হার ৪২.৫ শতাংশ অতিক্রম করেছে। বিশেষ করে ডায়ালিসিস টেকনোলজিস্ট, পারফিউশনিস্ট এবং অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্ট পদের জন্য আবেদনকারী ও উত্তীর্ণদের তালিকায় মহিলাদের সংখ্যা এখন পুরুষদের প্রায় সমকক্ষ। এটি কেবল একটি পরিসংখ্যান নয়; একইসাথে প্রমাণ করে যে আধুনিক সূক্ষ্ম হিসেবনিকেশ এবং জটিল যন্ত্রপাতি পরিচালনায় বাংলার নারীরা এখন বিশ্বমানের দক্ষতা অর্জন করছেন।

নার্সিং পেশার সাথে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের মৌলিক পার্থক্যটি মূলত প্রযুক্তির গভীরতায়। নার্সিং পরিষেবা মূলত পেশেন্ট কেয়ার বা রোগীর সেবার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, যেখানে মানবিক সহমর্মিতা প্রধান। কিন্তু মেডিক্যাল টেকনোলজি হলো ক্লিনিক্যাল সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এক অনন্য মেলবন্ধন। একজন নার্স যেখানে রোগীর প্রাথমিক লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করেন, একজন মহিলা মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট সেখানে সিটি স্ক্যান, এমআরআই, ইকো-কার্ডিওগ্রাফি বা অ্যাডভান্সড লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমের মতো জটিল সেন্সরভিত্তিক প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ করেন। মাইক্রোপ্রসেসর কন্ট্রোল্ড ইকুইপমেন্ট, মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন ফিজিক্স বা বায়ো-মেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টেশনের মতো কঠিন কারিগরি পাঠ্যক্রমের প্রয়োগে মহিলারা আজ নতুন উচ্চতা স্পর্শ করছেন। হার্ট-লাঙ মেশিন পরিচালনা করা বা ক্যান্সার চিকিৎসায় লিনিয়ার এক্সিলারেটরের মাধ্যমে রেডিয়েশন থেরাপির সঠিক মাত্রা বা Dosimetry নির্ধারণ করার মতো সূক্ষ্ম কাজে তাঁরা আজ পারদর্শী।

এই কারিগরি দক্ষতার প্রকৃত পরীক্ষা হয় রোগীর সংকটকালীন বা জরুরি অবস্থায়। যখন একজন মুমূর্ষু রোগী ট্রমা কেয়ার বা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছান, তখন প্রতিটি সেকেন্ড এক একটি জীবন-মরণের লড়াই। সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে উপস্থিত মহিলা মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টরা হয়ে ওঠেন সম্মুখসমরের সেনাপতি। পরিসংখ্যান মতে, রাজ্যের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটগুলোতে লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম পরিচালনা বা ভেন্টিলেটর গ্রাফ পর্যবেক্ষণে মহিলা টেকনোলজিস্টদের নিখুঁত সিদ্ধান্তের হার বা Precision Rate গত ৫ বছরে প্রায় ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জরুরি অবস্থায় একজন মহিলা পারফিউশনিস্ট যখন ওপেন হার্ট সার্জারির সময় হার্ট-লাঙ মেশিনের রক্ত সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করেন, তখন প্রমাণিত হয় যে বিপদের মুখেও যান্ত্রিক জটিলতা সামলানোর ধৈর্য ও মেধা তাঁদের সহজাত প্রবৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে এই পরিবর্তনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সরকার গত এক দশকে জেলা স্তরে যে ১০০টিরও বেশি মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতাল ও এসএনসিইউ ইউনিট তৈরি করেছে, সেখানে বিপুল সংখ্যক মহিলা টেকনোলজিস্ট নিয়োগ করা হয়েছে। পরিসংখ্যান মতে, রাজ্যের জেলা হাসপাতালগুলোর প্যাথলজি ও রেডিওলজি বিভাগে কর্মরত টেকনোলজিস্টদের মধ্যে প্রায় ৩৮ শতাংশ এখন মহিলা। এই অচলায়তন ভাঙার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। যখন একজন মহিলা মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট দৃঢ়তার সাথে একটি অপারেশন থিয়েটার, ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট, ক্যাথ-ল্যাব বা এমআরআই ইউনিট সামলান, তখন সমাজ বুঝতে বাধ্য হয় যে টেকনিক্যাল পেশা কেবল পুরুষদের একচেটিয়া অধিকার নয়।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত, ২০৩০ সালের মধ্যে রাজ্যে এই ক্ষেত্রে মহিলাদের কর্মসংস্থান আরও ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। নার্সিং যেখানে সেবার প্রতীক, মেডিক্যাল টেকনোলজি সেখানে দক্ষতা ও বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞার সংমিশ্রণ। বিএসসি এবং ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী মহিলা টেকনোলজিস্টরা আজ গবেষণাগার থেকে শুরু করে জটিল অস্ত্রোপচারের কক্ষ; সবখানেই মেধার স্বাক্ষর রাখছেন। এটিই হলো প্রকৃত ক্ষমতায়ন, যেখানে লিঙ্গপরিচয় ছাপিয়ে প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও বিজ্ঞানের জয়গান ঘোষিত হচ্ছে। বাংলার মেয়েরা আজ প্রমাণ করে দিয়েছেন, তাঁরা কেবল সেবা দিতে জানেন না, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জটিল যান্ত্রিক গোলকধাঁধাকে নিয়ন্ত্রণ করতেও সমভাবে সক্ষম।

শরৎকুমারী চৌধুরানী: সাহিত্যচর্চায় কৃতী বঙ্গনারী

রাজু পারাল

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শরৎকুমারীকে ডাকতেন 'লাহোরিনী' বলে । কেন ঐ নামে ডাকতেন? কারণ ব্যারাকপুরের চানক্যের মাতুলালয়ে জন্ম হলেও শরৎকুমারী দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন লাহোরে। তাই রবীন্দ্রনাথের ঐরকম নামকরণ । আসলে তাঁর পিতা শশিভূষণ বসুর কর্মস্থল ছিল লাহোরে। সেখানেই তিন বছর বয়সে স্থানীয় বঙ্গবিদ্যালয়ে ভর্তি হন শরৎকুমারী। ছয় বছর বয়সে লাহোর ইউরোপিয়ান বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ছাত্রী হিসেবে ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। দশ বছর বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন হাওড়ার আন্দুলের বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের অ্যাটর্নি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক। অক্ষয়চন্দ্র নিজেও যুক্ত ছিলেন লেখা-লেখির সঙ্গে। লেখক হিসেবে খুব বেশি পরিচিতি না পেলেও 'উদাসিনী', 'ভারত গাথা' এবং 'সাগর সংগমে' নামক বেশ কয়েকটি বই লিখেছিলেন তিনি । তবে রবীন্দ্রনাথকে তিনি লেখার ব্যাপারে খুব উৎসাহিত করতেন। স্বামী অক্ষয় চন্দ্রের কাছ থেকে শরৎকুমারীও প্রেরণা পেতেন যথেষ্ঠ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎকুমারী উভয়েই ছিলেন সমবয়সী। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে নিয়মিত বসত সাহিত্য ও আলোচনাসভা। তাতে যেমন অংশ নিতেন শরৎকুমারী তেমন অংশ নিতেন সাহিত্য - সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। তৎকালীন সময়ে এই বাড়ি থেকেই প্রকাশিত হত বেশ কয়েকটি সাহিত্য পত্রিকা। সম্পাদনার দায়িত্বে থাকতেন ঠাকুরবাড়ির সদস্য - সদস্যারাই। সে সময়ে ঠাকুরবাড়ি থেকে উল্লেখযোগ্য পত্রিকা 'ভারতী' প্রকাশিত হত। পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা - সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম সংখ্যা থেকেই এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ । নিয়মিত প্রকাশ পেত তাঁর লেখা। পরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও তিনি সামলেছেন। পাশাপাশি 'ভারতী' সম্পাদকীয় গোষ্ঠীর উৎসাহী সভ্যদের মধ্যে ছিলেন শরৎকুমারী। পত্রিকার দায়িত্ব সামলানোর সাথে সাথে নিজেও লিখে গেছেন বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে। তাঁর লেখায় ফুটে উঠত নারী জীবনের মনস্তাত্ত্বিক দিক এবং বাস্তব চিত্র। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির আসর মাতিয়ে রাখতে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল।

মাতৃভাষার পরম অনুরাগী শরৎকুমারী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখেছেন। যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি - ভারতী, সাধনা, ভান্ডার, বঙ্গদর্শন, ধ্রুব, সবুজপত্র, মানসী ও মর্মবাণী, বিশ্বভারতী ইত্যাদি চমৎকার হাতের লেখার কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিশেষ পছন্দ করতেন। রবীন্দ্রনাথ গল্পের প্লট বলে দিয়ে সহায়তা করতেন শরৎকুমারীকে।

সেই প্লট ধরে গল্প লিখতেন লেখিকা শরৎকুমারী। লেখার শেষে গুটি গুটি পায়ে দাঁড়াতেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। লেখা ভালো হলে প্রশংসায় ভরিয়ে দিতেন রবীন্দ্রনাথ। উৎসাহিত হয়ে আরও বেশি করে সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করতেন শরৎকুমারী চৌধুরানী । শরৎকুমারী চৌধুরানীর লেখা প্রথম উপন্যাস ' শুভবিবাহ ' সেকালে উচ্চপ্রশংসিত হয়েছিল। তবে একমাত্র

'শুভবিবাহ' (১৯০৬) ছাড়া কোন রচনাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি শরৎকুমারীর। এই রচনাটি সম্পর্কে

'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথ একটি বিস্তৃত সমালোচনা করে লিখেছিলেন '... রোমান্টিক উপন্যাস বাংলা-সাহিত্যে আছে, কিন্তু বাস্তব চিত্রের অত্যন্ত অভাব, এজন্য এই গ্রন্থকে আমরা সাহিত্যের একটি বিশেষ লাভ বলিয়া গণ্য করিলাম।'

পরবর্তী সময়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের যৌথ সম্পাদনায় 'শরৎকুমারী চৌধুরাণী রচনাবলী' প্রকাশিত হয়। এই সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে তাঁর রচনা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। ১৯২০ সালের ১১ এপ্রিল জীবন দ্বীপ নিভে যায় এই বঙ্গনারীর। অস্বীকার করার উপায় নেই, সমকালে নিজেকে উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন সাহিত্য প্রতিভায় ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপে।